وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

# আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ আইয়ূব আল-আনছারী ﷺ হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমাযান মাসের ছিয়াম পালনের পর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল' সে যেন পুরো বছর ছিয়াম পালন করল (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)।

● ৭ম বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● মে ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٧، شوال و ذو القعدة ١٤٤٤ هـ/ مايو ٢٠٢٣م العدد: ٧، الجزء : ٨٠
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

**Monthly AL-ITISAM**
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

**প্রচ্ছদ পরিচিতি**

**টেংকু টেংরা জাহারা মসজিদ, মালয়েশিয়া :** মালয়েশিয়ার প্রথম ভাসমান এই মসজিদটি ১৯৯৫ সালে নির্মিত হয়। ৫ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত মসজিদটিতে একসাথে ২০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। সাদা মার্বেল পাথরে মোড়ানো দোতলা ভবনটিতে রয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের স্থান, একটি লাইব্রেরি, অডিটোরিয়ামসহ অন্যান্য সুবিধা। ষড়ভুজ আকৃতির মসজিদটিতে একটি মিনার ও একাধিক গম্বুজ রয়েছে।

## পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

**হিজরী ১৪৪৪ ‖ ঈসায়ী ২০২৩ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩০**

| ইংরেজি মাস | আরবী মাস | বার | সাহারী শেষ ও ফজর শুরু | সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ | যোহর | আছর | ইফতার ও মাগরিব শুরু | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ মে | ১০ শাওয়াল | সোমবার | ০৪:০৪ | ০৫:২৪ | ১১:৫৫ | ০৩:২১ | ০৬:২৭ | ০৭:৪৭ |
| ০৫ ,, | ১৪ ,, | শুক্রবার | ০৪:০০ | ০৫:২১ | ১১:৫৫ | ০৩:২০ | ০৬:২৯ | ০৭:৫০ |
| ১০ ,, | ১৯ ,, | বুধবার | ০৩:৫৬ | ০৫:১৮ | ১১:৫৫ | ০৩:১৯ | ০৬:৩১ | ০৭:৫৩ |
| ১৫ ,, | ২৪ ,, | সোমবার | ০৩:৫৩ | ০৫:১৬ | ১১:৫৫ | ০৩:১৮ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫৭ |
| ২০ ,, | ২৯ ,, | শনিবার | ০৩:৫০ | ০৫:১৩ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৬:৩৬ | ০৮:০০ |
| ২৫ ,, | ০৪ যুলক্বা'দাহ | বৃহস্পতিবার | ০৩:৪৭ | ০৫:১২ | ১১:৫৫ | ০৩:১৭ | ০৬:৩৯ | ০৮:০৩ |

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

## জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

### ঢাকা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| গাজীপুর | -২ | -২ | -২ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ | ০ | ০ |
| নরসিংদী | -২ | -১ | -১ |
| কিশোরগঞ্জ | -৩ | -২ | -১ |
| টাঙ্গাইল | +১ | +১ | +৩ |
| ফরিদপুর | +২ | +২ | +২ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৩ | +৩ |
| মুন্সিগঞ্জ | ০ | ০ | -১ |
| গোপালগঞ্জ | +৪ | +৩ | +১ |
| মাদারীপুর | +২ | +২ | ০ |
| মানিকগঞ্জ | +১ | +২ | +২ |
| শরিয়তপুর | +১ | +১ | ০ |

### ময়মনসিংহ বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| ময়মনসিংহ | -২ | -২ | +২ |
| শেরপুর | -১ | ০ | +৪ |
| জামালপুর | -১ | ০ | +৪ |
| নেত্রকোনা | -৪ | -৩ | ০ |

### চট্টগ্রাম বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | -৩ | -৪ | -৭ |
| কক্সবাজার | | | |
| খাগড়াছড়ি | -৫ | -৬ | -৬ |
| রাঙ্গামাটি | -৫ | -৬ | -৮ |
| বান্দরবান | -৪ | -৫ | -৯ |
| কুমিল্লা | -৩ | -৩ | -৩ |
| নোয়াখালী | -১ | -২ | -৪ |
| লক্ষীপুর | +২ | +২ | +৪ |
| চাঁদপুর | ০ | ০ | -২ |
| ফেনী | -৩ | -৩ | -৫ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -৩ | -৩ | -২ |

### সিলেট বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| সিলেট | -৯ | -৮ | -৪ |
| সুনামগঞ্জ | -৭ | -৬ | -২ |
| মৌলভীবাজার | -৭ | -৭ | -৪ |
| হবিগঞ্জ | -৬ | -৫ | -৩ |

### রাজশাহী বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রাজশাহী | +৬ | +৬ | +৮ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +৭ | +৭ | +১০ |
| নাটোর | +৪ | +৫ | +৭ |
| পাবনা | +৪ | +৪ | +৫ |
| সিরাজগঞ্জ | +১ | +২ | +৪ |
| বগুড়া | +২ | +২ | +৬ |
| নওগাঁ | +৩ | +৪ | +৮ |
| জয়পুরহাট | +২ | +৩ | +৮ |

### রংপুর বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| রংপুর | ০ | +১ | +৮ |
| দিনাজপুর | +৩ | +৪ | +১০ |
| গাইবান্ধা | ০ | +১ | +৬ |
| কুড়িগ্রাম | -২ | ০ | +৬ |
| লালমনিরহাট | -১ | ০ | +৭ |
| নীলফামারী | +১ | +৩ | +১০ |
| পঞ্চগড় | +১ | +৩ | +১২ |
| ঠাকুরগাঁও | +৩ | ৪ | +১২ |

### খুলনা বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| খুলনা | +৫ | +৫ | +২ |
| বাগেরহাট | +৫ | +৪ | +১ |
| সাতক্ষীরা | +৭ | +৭ | +৪ |
| যশোর | +৬ | +৬ | +৪ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৬ | +৬ | +৬ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ |
| কুষ্টিয়া | +৫ | +৫ | +৬ |
| মেহেরপুর | +৭ | +৭ | +৭ |
| মাগুরা | +৪ | +৪ | +৪ |
| নড়াইল | +৫ | +৪ | +৩ |

### বরিশাল বিভাগ

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|---|
| বরিশাল | +২ | +২ | -১ |
| পটুয়াখালী | +৩ | +২ | -২ |
| পিরোজপুর | +৪ | +৪ | ০ |
| ঝালকাঠি | +৩ | +২ | -১ |
| ভোলা | +১ | +১ | -২ |
| বরগুনা | +৪ | +৩ | -১ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

মে ২০২৩
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ
১৪৪৪

# মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

**প্রধান সম্পাদক**

## আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

**সার্বিক সম্পাদনায়**

### আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

**সার্বিক যোগাযোগ**

**মাসিক আল-ইতিছাম**

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০ , ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

**আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

**হাদিয়া**

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

| বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা | ষাণ্মাসিক | বাৎসরিক |
|---|---|---|
| সাধারণ ডাক | ২২৫/- | ৪৫০/- |
| কুরিয়ার সার্ভিস | ৪০০/- | ৮০০/- |

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-১২) ০৩
*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী*
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৮তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২৫তম পর্ব) ০৮
*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

» কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে চোখের গুরুত্ব ১০
*-মো. হারুনুর রশিদ*

» কাদিয়ানীরা কাফের কেন? ১৪
*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর আন্ধকার (পর্ব-২) ১৬
*মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী* রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

» ইসলামে দাসপ্রথা ২১
*-সাঈদুর রহমান*

» আদর্শ মুমিনের গুণাবলি ২৫
*-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ রাসেল*

» মাহে শাওয়ালে করণীয় ২৬
*-এ. এস. এম. মাহবুবুর রহমান*

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» প্রশান্ত হৃদয়ের কল্যাণসমূহ এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করার ফযীলত ২৮
*-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ*

◈ তরুণ প্রতিভা

» ইসলামী পোশাকই কাম্য ৩১
*-মো. জোবাইদুল ইসলাম*

◈ দিশারী

» জিপিএ-৫ মানেই কি সফলতা? ৩২
*-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান*

◈ নারীদের পাতা

» ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ৩৪
*-নাজমুল হাসান সাকিব*

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে

» মুসলিম জাতির ভারত শাসন (৭১২-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৩৬
*-মো. আব্দুস সাত্তার ইবনে ইমাম*

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৯

» লড়াকু সৈনিক
*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

## অগ্নিদুর্ঘটনা যেন থামছেই না!

গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে রাজধানীর বঙ্গবাজারে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এতে বঙ্গবাজার মার্কেটের আড়াই হাজারসহ আশপাশের মার্কেটের প্রায় ৫ হাজার দোকান আগুনে পুড়ে যায়, যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো, যারা সবাই দোকানে ঈদের আগে নতুন পণ্য তুলেছিলেন। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ মোট ১২ জন আহত হয় এবং আল্লাহর রহমতে কোনো নিহতের ঘটনা না ঘটলেও অগ্নিকাণ্ডে প্রতিবছর বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। বিগত ১০ বছরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১৫৯০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বিমান বাহিনী, সেনা, নৌ ও বিজিবির ফায়ার ফাইটার টিম এবং ফায়ার সার্ভিসের ৫০টি ইউনিটের প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর বেলা ১২টা ৩৬ মিনিটে বঙ্গবাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। উল্লেখ্য, বঙ্গবাজারে আগুন এবারই প্রথম নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার আগুন লেগেছে এই মার্কেটে। গত কয়েকবছরে একাধিকবার আগুনের ঘটনা ঘটার পর সতর্কতা নোটিশ দেওয়া হলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।

দেশে প্রতিবছর ছোট-বড় ২০ হাজারের উপরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের পরিসংখ্যান মতে, ২০২২ সালে ২৪,১০২টি, ২০২১ সালে ২১,৬০১টি, ২০২০ সালে ২১,০৭৩টি, ২০১৯ সালে ২৪,০৭৪টি এবং ২০১৮ সালে ১৯,৬৪২টি আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ২০০০ সালে ঢাকার চৌধুরী নিট ওয়্যারে আগুন, ২০০১ সালে মিরপুরের ম্যাক্রো সোয়েটারে আগুন, ২০০৫ সালে নারায়ণগঞ্জের শান নিটিং অ্যান্ড প্রসেসিং লিমিটেডে আগুন, ২০০৬ সালে চট্টগ্রামে কে.টি.এস টেক্সটাইল মিলে আগুন, ২০১০ সালে গাজীপুরের গারিব এন্ড গারিব সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে আগুন, একই বছর আশুলিয়ার হামীম গ্রুপের দ্যাটস ইট স্পোর্টস ওয়্যারে আগুন, ২০১২ সালে আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে আগুন, ২০১৬ সালে টঙ্গীর টাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, ২০১৭ সালে গাজীপুরের মাল্টিফ্যাবস কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, ২০২১ সালে নারায়ণগঞ্জের হাসেম ফুড ফ্যাক্টরিতে আগুন, ২০২২ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ— এগুলো বিগত কয়েক বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ ঘটনা ঘটেছে আবাসস্থলে। শিল্প কারখানা এবং পোশাক কারখানায়ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কম ঘটেনি। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে এবং সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে।

নানা কারণে দেশে অগ্নিদুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১. বৈদ্যুতিক গোলযোগ। একারণে অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে। ২. চুলার আগুন। ৩. জ্বলন্ত বিড়ি-সিগারেট। ৪. ছোটদের আগুন নিয়ে খেলা। ৫. গ্যাস লাইন। ৬. অসচেতনতা এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি অনীহা। ৭. উত্তপ্ত ছাই বা জ্বালানি। ৮. এছাড়া অজ্ঞাত কারণেও কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটে।

কোথাও বড় ধরনের আগুন লাগলে তা নিভাতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। কারণ (ক) চাহিদার তুলনায় আমাদের ফায়ার সার্ভিসের লোকবল নিতান্তই কম। (খ) অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মারাত্মক অভাব। (গ) অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ঘিঞ্জি পরিবেশে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও সরঞ্জাজ প্রবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি। (ঘ) পানির অপর্যাপ্ততা।

এক্ষণে আমরা বলতে চাই, (১) যে কোনো বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা শিখতে হবে। (২) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে। (৩) সবক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিরোধব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে অগ্নিকাণ্ডের সময় অন্তত কয়েক মিনিট প্রতিরোধ করা যায়। (৪) অগ্নিদুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিতে হবে। (৫) ফায়ার সার্ভিসের লোকবল বাড়াতে হবে এবং তাদের আরো বেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। (৭) পরিকল্পিত নগরায়ন ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৮) বড় বড় বিল্ডিং, মার্কেট, শপিংমল, অফিস, হাসপাতাল, শিল্পনগরী, আবাসিক এলাকা ইত্যাদিতে ‘ফায়ার হাইড্রেন্ট’ (Fire hydrant) সিস্টেম বসাতে হবে। (৯) শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলাশয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে, বিপদে যেখান থেকে পানি নেওয়া যাবে। (১০) মানসম্মত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তন করতে হবে। (১১) জরুরী নির্গমনের পথগুলো এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে, যাতে সেগুলো কোনোভাবেই অবরুদ্ধ না থাকে। (১২) জরুরী নির্গমনের দরজাগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত থাকতে হবে এবং সহজে সেখানে যাওয়ার সরাসরি রাস্তা রাখতে হবে। (১৩) দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে হেফাযতে রাখুন। আমীন!

# আল্লাহর দিকে দাওয়াত :
# দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

*মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী*
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-১২)

**নবম পরিচ্ছেদ : জামা'আত পরিভাষাটির ব্যাখ্যা**

'জামা'আত' শব্দটি বেশ কতকগুলো হাদীছে এসেছে। হাদীছগুলো উক্ত জামা'আতের সাথে থাকা অপরিহার্য করেছে এবং সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[১]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল'।[২]

তিনি আরো বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলী মৃত্যু'।[৩]

জামা'আত শব্দের দু'টি অর্থ : আভিধানিক ও পারিভাষিক। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোনো ব্যাপারে যখন কিছু মানুষ সমবেত হয়, তখন সেটাই জামা'আত। এর সর্বনিম্ন সংখ্যা ২ জন। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যার কোনো সীমারেখা নেই। হাজার হাজার হয়ে গেলেও তারা একটিই জামা'আত'।[৪]

এই অর্থে জামা'আত শব্দটি একটি পরিবারের সদস্যদের প্রতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতি, কোম্পানির কর্মচারীদের প্রতি... প্রয়োগ হয়। তবে নিশ্চিতভাবে উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ থেকে এই অর্থ উদ্দীষ্ট নয়। সুতরাং একথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, 'প্রত্যেকটি জামা'আত, যারা কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়েছে, তাদের একজন অনুসরণীয় ইমাম থাকা আবশ্যক'।[৫]

একথার কোনো দলীল নেই। একথা বলা মানে সমালোচনার পেছনে দৌঁড়ানো। এর মানে হচ্ছে অনাবশ্যক বিষয়কে আবশ্যক করে দেওয়া।

অনুরূপভাবে তা শরী'আতের মুক্বাইয়্যাদ বক্তব্য (সীমাবদ্ধ বক্তব্য)-কে মুতলাক্ব বা উন্মুক্ত করে দেওয়ার শামিল, যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা হয়ে গেছে।[৬] এরকম করা মানে খাছ-এর জায়গায় আম-এর দলীল গ্রহণের পেছনে ছুটা। এগুলোর কোনোটাই জায়েয নয়।

এর চেয়েও আশ্চর্য কথা হচ্ছে, 'যাকাত হজ্জ এবং ছলাতের মতোই ইবাদত, যা জামা'আত ও ইমাম ব্যতীত বিশুদ্ধ হবে না'।[৭]

এরকমই আশ্চর্য কথা হচ্ছে, 'একজন মুসলিমের উপর ইমাম ও অধিকাংশ মানুষের রায় মেনে চলা ওয়াজিব'।[৮]

তিনি কোন্ ইমাম?!

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৩০, ২০২ ও ৩৪৪; ত্বয়ালিসী, হা/১১৬১; ইবনে হিব্বান, হা/১৫৫০; ইবনে খুযায়মাহ, হা/৯৩০; হাকেম, ১/২৩৬; সনদ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৮।

৩. ছহীহ বুখারী, ১৩/৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯।

এই হাদীছ ৩টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আমীরের আনুগত্যের সাথে জামা'আতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলিমকে আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্যে বাধ্য করা মানেই হচ্ছে, দ্বীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা করা, যা নিশ্চিতভাবে বাতিল। তবে এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী প্রমুখের আনুগত্যের ব্যাপারটা ভিন্ন। এ বিষয়টি লম্বা আলোচনার দাবি রাখে। আমি পৃথক পুস্তিকায় এ ব্যাপারটি নিয়ে কলম ধরার আশা রাখি।

৪. মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-জামাঈ, পৃ. ৭।

৫. মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-জামাঈ, পৃ. ৭।

৬. এই বইয়ের *দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মাধ্যম ও লক্ষ্যের ঠেলাঠেলির মাঝে দ্বীনী কার্যক্রম* দ্রষ্টব্য।

৭. মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-ইসলামী, পৃ. ১১।

৮. মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-ইসলামী, পৃ. ১১।

তিনি কি অমুক জামা‘আত, দল বা সংগঠনের ইমাম নাকি অমুক মসজিদের ইমাম?! নাকি তিনি কোনো সংগঠনের প্রেসিডেন্ট? নাকি কোনো দল বা আন্দোলনের নেতা?

আর অধিকাংশ মানুষের মূল্যই-বা কী?

আর এই মেনে চলার মূলনীতি কী হতে পারে?

সেই আবশ্যকতার সীমারেখাই-বা কী? আর কোন্ অধিকারে তা ওয়াজিব হবে?

মুমিনদের সাধারণ ইমারত এবং মুসলিমদের যিনি ইমাম (শাসক) হবেন, তার উপর মনুষ্যসমাজের অন্য কোনো জমায়েতকে ক্বিয়াস করা এবং নবাবিষ্কৃত শাখা-প্রশাখাগত সেসব ইমারত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা কোনোভাবেই দলীল দ্বারা সমর্থিত নয় এবং এর পক্ষে কোনো দলীল বা বিবরণ নেই।

আর ইবাদত ও তার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ক্বিয়াস করা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। হায় আফসোস! যেন তীব্র রাজনৈতিক আকর্ষণ ও দাওয়াতী আন্দোলনের তেজ আন্দোলনমুখী দাঈকে শারঈ দলীল গ্রহণের মূলনীতির অ আ ক খ-ও ভুলিয়ে দিয়েছে!

উপর্যুক্ত বিষয়টি ভালোভাবে রপ্ত করার পর আমরা বলতে পারি, যে জামা‘আত পরিত্যাগ করলে একজন মুসলিম গোনাহগার হবে, সে জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সংগঠনগুলোই কি জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য? নাকি এর দ্বারা জামা‘আতুল মুসলিমীন উদ্দেশ্য, যারা একজন মুসলিম শাসকের বায়‘আতের অধীনে সমবেত হয়েছেন?

কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয়— যে জামা‘আত পরিত্যাগ করলে একজন মুসলিম গোনাহগার হবে, সে জামা‘আত দ্বারা নির্দিষ্টভাবে জামা‘আতুল মুসলিমীনই উদ্দেশ্য, যাদের নেতৃত্বে একজন মুসলিম শাসক রয়েছেন।

বর্তমান সময়ে এই অর্থটি প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা কুরআন-হাদীছে উল্লিখিত জামা‘আত দ্বারা সংগঠনই উদ্দেশ্য— এই দৃষ্টিভঙ্গি বহু সংখ্যক মানুষের অবস্থান ও অনুভূতিতে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, যারা সমকালীন ইসলামী সংগঠনগুলোর অধীনে কাজ করে যাচ্ছেন।

এই ভুল বুঝ খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তখন, যখন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ প্রচলিত কোনো সংগঠন ছেড়ে দেয়।... এটা তখন আত্মিক ট্রাজেডি ও ধ্বংসাত্মক চরিত্রের দিকে ঠেলে দেয়।

সেজন্য আমরা খুব জোর দিয়ে বলছি, প্রত্যেকটি সংগঠন বা আন্দোলন বা জামা‘আত কেবল মুসলিমদের মধ্য থেকে একটি জামা‘আত (جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ); তারা -বিচ্ছিন্ন থাক বা সঙ্ঘবদ্ধ থাক- জামা‘আতুল মুসলিমীন (جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ) নয়।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো ইসলামী সংগঠনে বা কোনো ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেবেন না, তিনি জামা‘আতত্যাগী হিসেবে গণ্য হবেন না এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যুও জাহিলী মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে না’।[৯]

এসবই কিন্তু আমরা বাস্তবতার উপরে কথা বলছি। আমরা শারঈ হুকুম বিষয়ে কথা বলছি না। যদি শারঈ হুকুম নিয়ে কথা বলতে হয়, তাহলে সে ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে, ইসলামের মানহাজের ভেতর অনুপ্রবেশকারী এসব দলাদলি নিষিদ্ধ এবং যা কিছু বিভক্তি ও বিভেদের দিকে ঠেলে দেয়, তার সবগুলো থেকে দূরে থাকা জরুরী। এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই এবং এর সারকথা একটু পরে আমরা আলোচনা করব, তবে ইতোমধ্যে এর আলামত প্রকাশিত হয়ে গেছে।

এটাই হচ্ছে হক্বপন্থীদের মানহাজ। কারণ ‘আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীছগণ একমত হওয়া ও মিলেমিশে থাকার দিক দেয় মহত্তর মানুষ’।[১০] আর প্রবৃত্তিপূজারি ও পথভ্রষ্টরা দলাদলি ও বিভেদের দিক দিয়ে অগ্রসর মানুষ।

জামা‘আত (اَلْجَمَاعَةُ) শব্দটি হুবহু ইমাম (اَلْإِمَامُ) শব্দের ন্যায়। শব্দ দু’টি যুগলবদ্ধ ও পরস্পর সংযুক্ত শব্দ, যারা পরস্পর পৃথক হয় না।[১১] সেকারণে ইমাম বিনা জামা‘আত হয় না। আর জামা‘আত বিনা ইমাম হয় না— যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেছেন। ইবনু হানি তার নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, ‘যে ব্যক্তির ইমাম না থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হলো, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল’। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘আপনি জানেন কি, ইমাম কে? ইমাম তিনিই, যার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত হয়েছেন; সকলেই বলছেন, তিনিই ইমাম। এটাই হচ্ছে ইমামের অর্থ’।

শরী‘আতে নবাবিষ্কৃত পার্থক্য সৃষ্টির পেছনে একদমই কোনো দলীল নেই, যে পার্থক্যের ব্যাপারে আমরা শুনে থাকি এবং তাদের কারো কারো কাছ থেকে পড়ে থাকি যে, ইমাম দুই ধরনের : সাধারণ ইমাম এবং বিশেষ ইমাম!

এরপর ‘ইমাম’ ও ‘আমীর’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে গলিয়ে ফেলা একটি নিকৃষ্ট বিভ্রান্তি, যেখান থেকে সূক্ষ্মদর্শী আলেম-উলামা মুক্ত থাকেন। সেজন্য ‘বিশেষ আমীর’-এর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত কথাটি বলা একটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, যার একটি অপরটিকে অস্বীকৃতি জানায়: (কথাটি হচ্ছে,) ‘যে ব্যক্তি বিশেষ আমীরের

---

৯. সম্মানিত ভাই মাশহূর হাসানের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য এটি।

১০. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ৪/৫১।

১১. এক্ষেত্রে এই কিতাবের দশম অনুচ্ছেদটি দেখুন, যার শিরোনাম : **যখন জামা‘আত থাকবে না, তখন পরিস্থিতি কেমন হবে?**

ব্যাপারটি ভালো মনে করবে এবং তার আচরণ, কর্ম ও দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রতি সন্তুষ্ট হবে, সে তার জামা'আতকে মেনে চলতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেটাকে অপছন্দ করবে এবং তার চেয়ে উত্তম ও উপযুক্ত কাউকে দেখবে, সে তাকে মেনে চলবে, **এতে কোনো সমস্যা নেই**'।[১২]

তাহলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মাপকাঠি কোথায়?!

কোথায় একমাত্র ইসলামী ভবনের বাস্তবতা?!

কোথায় সেই একটিমাত্র দেহ, যার এক অঙ্গ অপর অঙ্গের বিরোধিতা না করে বরং একাংশ অপরাংশের ব্যাথায় ব্যথাতুর হয়ে পড়ে?!

যার বাস্তবতা ও ফলাফল এরূপ, সে ব্যাপারে ফতওয়াবাজি করা কীভাবে জায়েয হতে পারে, অথচ আলেম-উলামা ও জ্ঞান পিপাসুগণের হৃদয়ে একথা স্থির হয়েছে যে, 'আল্লাহ জামা'আতবদ্ধ থাকার ও মিলেমিশে থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং বিদ'আত ও বিভেদ করতে নিষেধ করেছেন'?![১৩]

শারঈ আনুগত্যের ভিত্তি কি ভালো মনে করা বা না করা?! নাকি এর ভিত্তি দলীল ও প্রমাণ?!

কোনো অঞ্চলে '৪০টিরও বেশি জামা'আত থাকবে, যাদের প্রত্যেকেই ইসলামের দাওয়াত দিবে; কিন্তু প্রত্যেকটি জামা'আত ঐ ইসলামের দিকে ডাকবে, যে ইসলাম অন্য জামা'আতের ইসলাম নয়'[১৪] আর বলা হবে, **এতে কোনো অসুবিধা নেই?!**

একথা কোনো ছাত্র বা বিজ্ঞ আলেম বলতে পারেন না।

জামা'আত-এর অর্থের ব্যাপারে সারকথা হচ্ছে, 'জামা'আত মানে এমন ইমামের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হওয়া, যিনি কিতাব ও সুন্নাহর অনুকূলে রয়েছেন। আর একথা প্রকাশ্য যে, সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হওয়া উপর্যুক্ত জামা'আতবহির্ভূত'।[১৫]

সুন্নাত কি বিভক্তির প্রশংসা করে নাকি নিন্দা করে?!

কে এমন আছে, যে বলে, দলাদলি সংঘবদ্ধ হওয়ার নাম, বিভক্তির নাম নয়?!

আমাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আত হচ্ছে রহমত এবং বিভাজন হচ্ছে আযাব'।[১৬]

এ বিষয়টি উলামায়ে কেরামের নিকট একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়, যারা সালাফে ছালেহীনের মানহাজের উপর চলেন, সেদিকে দাওয়াত দেন এবং এই মানহাজের পক্ষেই লড়াই করেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, **'বিদ'আত বিভাজনের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনভাবে সুন্নাত জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত'**।[১৭]

অতএব, 'অবশ্যই একতাবদ্ধ থাকা জরুরী। **বিভেদ করা বৈধ নয়।** বরং অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আর তা একক পথ অবলম্বন ছাড়া সম্ভব নয়। **ছোট-বড়** সব ব্যাপারেই আল্লাহর বক্তব্য ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের ফয়সালা মেনে নেওয়া ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা কখনই সম্ভব নয়'।[১৮]

## দশম পরিচ্ছেদ : যখন জামা'আত থাকবে না, তখন পরিস্থিতি কেমন হবে?[১৯]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু আমি তাকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জাহিলিয়্যাতেও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোনো কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধোঁয়াশাচ্ছন্নতাটা কীরূপ? তিনি বললেন, কিছু মানুষ আমার হেদায়াত ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভালো কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজামুখী আহ্বানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই লোক এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের

১২. মাশরূ'ইয়্যাতুল 'আমাল আল-জামাঈ, পৃ. ৩৬।

১৩. ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৩/২৭৫।

১৪. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আশ-শূরা ফী নিযামিল হুকমিল ইসলামী, পৃ. ৩৩।

১৫. শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম, ২/২৬৫।

১৬. মুসনাদে আহমাদ; ইমাম আহমাদের ছেলে তার যাওয়ায়েদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, ৪/২৭৮ ও ৩৭৫; ইবনু আবী আছেম (৯৩), সনদ হাসান।

১৭. আল-ইস্তিক্বামাহ, ১/৪২।

১৮. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-ওয়াছায়া আল-'আশার লিল-'আমিলীনা বিদ-দা'ওয়াতি ইলাল্লাহ, পৃ. ২১।

১৯. এটা ছহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদ রচনা, ফেতনা অধ্যায়, নং ১২।

জামা'আত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোনো গাছের শেকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।[২০]

**এই হাদীছটি একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। কারণ 'এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লিখিত হয়েছে। কেননা তাদের কোনো জামা'আত ও বায়'আতকৃত ইমাম (শাসক) নেই। আজ তারা চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে বহু দলে-উপদলে বিভক্ত।**

**হাদীছের ভাষ্যানুযায়ী, কোনো মুসলিম এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তার জন্য দলবাজি না করা এবং কোনো জামা'আত বা দলের সাথে যোগ না দেওয়া আবশ্যক। কারণ এ সময় এমন জামা'আত নেই, গোটা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে যাদের নেতৃত্বে বায়'আতকৃত একজন ইমাম (শাসক) রয়েছেন'**।[২১]

হাফেয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (১৩/৩৫) ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'এর অর্থ হচ্ছে, একজন খলীফার ব্যাপারে ইজমা হওয়ার প্রাক্কালে মতানৈক্যের সময় একজন মুসলিম কী করবে?'

'হাদীছটির বাচনভঙ্গি থেকে একথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যকার সংলাপটি ছিল রাজনৈতিক ইস্যুতে ঐক্য ও বিভেদ প্রসঙ্গে। সর্বশেষ প্রশ্নটি অটোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিককার এবং এর পতনের পরের ইসলামী বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে হুবহু মিলে যায়।

আর জবাবটি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করা ও তার পতাকাতলে যুক্ত হওয়া অবধারিত করে। অতএব, পরিস্থিতি যখন আমীরবিহীন ইমারতের সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছবে এবং প্রত্যেকেই নিজের অভিমত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তখন সকল জামা'আত ও দল থেকে দূরে থাকা জরুরী, যারা ক্ষমতার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে, ক্ষমতাই যাদের মূল লক্ষ্য এবং যাদের আক্বীদা স্পষ্ট নয়।...

তবে যদি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাহলে তার পেছনে চলা জরুরী।

রাজনৈতিক দলগুলোর ভিত্তি যে কত নোংরা, তা এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, জামা'আত ও ইমামের সাথে থাকা এবং যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করে হলেও সমস্ত দল থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দলাদলি ও বিভক্তির নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে; সেই বিভক্তি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ভাষা বা এজাতীয় অন্য কিছুর প্রতি অতিভক্তির কারণে হোক, অথবা আক্বীদা ও হুকুম-আহকাম বিষয়ে মতভেদের জের ধরে হোক।

অতএব, এই হাদীছটি বর্তমান সময়ের নানা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে অবিচল থাকার বার্তা দেয়'।[২২] আর সেটাই প্রত্যেকটি মুসলিমের একান্ত করণীয়। আর তা এভাবে সম্ভব— 'তিনি সকল মানুষকে এড়িয়ে চলবেন, যদি তাকে মরণ পর্যন্ত কোনো গাছের শেকড় কামড়ে পড়ে থাকতে হয়, তাই থাকবেন। **যে দলের ইমাম নেই,** সে দলে প্রবেশের চেয়ে এটাই তার জন্য বেশি ভালো। কারণ নানা মুনির নানা মত হওয়ার কারণে দলে প্রবেশ তাকে খারাপ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে'।[২৩]

ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীছটির বার্তা হচ্ছে, যখন জনগণের কোনো ইমাম (শাসক) থাকবে না এবং এর কারণে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, **তখন একজন ব্যক্তি কারো অনুসরণ করবে না** এবং সম্ভব হলে সবাইকে এড়িয়ে চলবে। কারণ এখানে অনিষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে'।[২৪] তাছাড়া বিভক্তির মধ্যে জাহিলীযুগের লোকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে, যাদের 'এমন কোনো ইমাম ছিল না, যিনি তাদেরকে একটি দ্বীনের উপর সমবেত করবেন এবং একটি মতের উপর তাদেরকে একত্রিত করবেন। বরং তারা ছিল দলে দলে বিভক্ত, যাদের ছিল পরস্পর বিরোধী অভিমত এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্বীন'।[২৫]

মহান আল্লাহ যুগে যুগে এগুলো থেকে মুসলিমদেরকে অনেক ঊর্ধ্বে রেখেছেন।

**এখানে দু'টি বিশেষ জ্ঞাতব্য:**

**এক:** ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ তার 'আর-রিসালাহ' কিতাবে (১৩১৯-১৩২০) জামা'আতুল মুসলিমীন এবং তাদের সাথে থাকার ব্যাপারে বলেন, 'যখন মুসলিমদের জামা'আত বিভিন্ন

---

২০. ছহীহ বুখারী, হা/৪০৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭।

২১. এটি আমাদের শায়খ আল্লামা আলবানীর বক্তব্য, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ক্যাসেট নং ১/২০০।

২২. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ, পৃ. ৮৮।

২৩. আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ১২/২৪/১৯৩।

২৪. ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (১৩/৩৭) ইবনু জারীর থেকে কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। তাদের দু'জনের কাছ থেকে কথাটি আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ রেযা 'আল-খিলাফাহ' বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমাদের উস্তায শায়খ আলবানীও তার কাছ থেকে কথাটি উল্লেখ করেছেন।

২৫. আবু সুলায়মান আল-খাত্ত্বাবী, 'আল-উযলাহ' পৃ. ৫৮ (দামেশকে ছাপা)।

দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, ফলে কেউ বিক্ষিপ্ত লোকগুলোর সাথে দৈহিকভাবে একত্রিত হতে পারবে না, তখন দৈহিকভাবে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার কোনো অর্থই হয় না। কেননা তা সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবল শারীরিকভাবে একত্রিত হয়েও কোনো কিছু করা যায় না। বিভিন্ন দেশে মুসলিম, কাফের, মুত্তাক্বী, পাপী সকলকে শারীরিকভাবে একত্রিত পাওয়া গেলেও তাতে কোনো লাভ হয় না। অতএব, কেবল শারীরিকভাবে সমবেত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। **হালাল, হারাম, আনুগত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকলে একমত হওয়াই মূল বিষয়।**

ফলে জামা'আতুল মুসলিমীন যা বলছে, তা যদি কেউ বলে, তাহলে সে-ই উক্ত জামা'আতের সাথে থাকল। পক্ষান্তরে জামা'আতুল মুসলিমীন যা বলছে, তার যদি সে বিরোধিতা করে, তাহলে সে উক্ত জামা'আতের বিরোধিতাই করল। বিভক্তির ব্যাপারে উদাসীনতা দেখালেও জামা'আত বিষয়ে কিতাব, সুন্নাহ ও ক্বিয়াসের মর্মার্থে কোনো ধরনের উদাসীনতা চলবে না'।

জামা'আতুল মুসলিমীনের অবর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সে ধরনের পরিস্থিতি উপলক্ষ্যেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিখ্যাত মূল্যবান উক্তিটি করেন, الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'জামা'আত হচ্ছে তা-ই, যা হক্বের সাথে মিলে যায়— যদিও তুমি একাকী হও'।[২৬]

অতএব, দলাদলি, বিভক্তি ও দলবদলের কোনো স্থান (ইসলামে) নেই। বরং সমবেত হতে হবে কেবল মানহাজের উপর, আবর্তিত হতে হবে শুধু ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর।

**দুই:** হাদীছ থেকে দলাদলি নিষিদ্ধের দলীল গ্রহণ থেকে কেউ যেন না বুঝে যে, 'আমরা নতুনভাবে ইসলামী জীবন শুরু করার কাজ করতে এবং আল্লাহওয়ালা সমাজ গঠন করতে নিষেধ করছি। বরং এসবই হেদায়াতের পথ অনুসরণের ফল— যদিও এপথ অবলম্বনকারীর সংখ্যা কম। অতএব, যে সত্যবাদী, তার কথাই ধর্তব্য; যে স্রেফ অগ্রবর্তী তার কথা ধর্তব্য নয়। মূল শিক্ষা পদ্ধতিতে; পরিমাণে নয়'।[২৭]

'যদি কোনো গাছের শেকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়, তা-ই থাকবে'— রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণীটি সাধারণ মুসলিম জনতা থেকে দূরে থাকা অবধারিত করে না। অথবা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-কে অবধারিত করে না। অর্থাৎ গাছের শেকর কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হবে এবং মুসলিমদেরকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে হবে— ব্যাপারটা সেরকম নয়। যদিও অন্যায়ভাবে কেউ কেউ তেমনটাই ধারণা করে।

বরং বাস্তবতা এর উল্টো। কারণ আরবী ভাষায় 'লাও' (لَوْ)[২৮] শব্দটি 'নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি'-এর অর্থ দেয়। অর্থাৎ কোনো কিছুর বিপরীত বিষয় থেকে নিবৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে সেই বিষয় থেকে নিবৃত হওয়া। অতএব, যেহেতু বিভিন্ন দল-উপদলের ধারেকাছে যাওয়া নিষিদ্ধ, সেহেতু গাছের শেকড় কামড় দিয়ে ধরাও নিষিদ্ধ। আর আমরা জানি, দল-উপদল থেকে দূরে থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— 'গাছের শেকড় কামড়িয়ে ধরেও যদি ঐসব দলকে এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে তাই করবে'।[২৯] অর্থাৎ এখানে উৎসাহ, জোরদান ও কঠোরতা বুঝানো হয়েছে।

ফলে এড়িয়ে চলার নির্দেশটি কেবল ফেতনা ও বিভক্তির জায়গায় প্রযোজ্য। এর মানে কস্মিনকালেও এই নয় যে, 'মুসলিম উম্মাহ তার উপর ফরয কাজটি ছেড়ে দেবে, যে ফরয কাজের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সেই ফরয কাজটি হচ্ছে, ভালো কাজের আদেশ। **আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজের আদেশ হচ্ছে, তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আদেশ।** ফরয কাজের আরেকটি অংশ হচ্ছে, মন্দ কাজে নিষেধ করা। **আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মন্দ কাজ হচ্ছে, মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা।** মুসলিম উম্মাহ এ ফরয কাজটি করবে জ্ঞান ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং কোমলতা, ধৈর্যশীলতা ও দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করে'।[৩০]

আমাদের উম্মতের বর্তমান অবস্থার মতো হওয়া উচিত নয়। কারণ 'আমরা (আজ) এমন কিছু মানুষ দ্বারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াতী ময়দানে নেতৃত্বের আসনে বসে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা, বর্বর-উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড সম্পাদন এবং বাতিল ঠেকাতে বাতিলের আশ্রয় গ্রহণকে হালাল করে নিচ্ছে'।[৩১] ফলে এর দ্বারা তারা পবিত্র সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে নষ্ট করে ফেলেছে, অথচ তারা ভাবছে যে, তারা ভালো কাজটাই করছে!

*(চলবে)*

২৬. আল-লালকাঈ, 'আল-উযলাহ' পৃ. ৫৮ (দামেশকে ছাপা)।
২৭. সালীম হেলালী, 'মুআল্লাফাতু সাঈদ, হাউওয়া দিরাসাতান ওয়া তাক্বীমান', পৃ. ১৭০।
২৮. আব্দুল গনী দাক্বার, 'মু'জামুন নাহু', পৃ. ৩১৫।
২৯. 'উমদাতুল ক্বারী', ২৪/১৯৪।
৩০. 'হুকমুল ইনতিমা', পৃ. ৯১।
৩১. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, 'ফুছূল ফিস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ', পৃ. ৮৭।

# অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৮তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৫তম পর্ব)

*[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :*

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ . قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ . قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ . قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

## শব্দ বিশ্লেষণ :

الْمُدَّةِ 'মুদ্দাত'- শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময়। এটি যখন 'বাবে মুফাআলা' থেকে আসে তখন (ماد) মাদ্দা এর অর্থ দাঁড়ায়, দুটি বিবদমান পক্ষের নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর একমত পোষণ করা। যেমন ব্যবসার ক্ষেত্রে দুই পক্ষ এই বিষয়ে একমত হলো যে, তারা এতদিনের জন্য এই শর্তে ব্যবসা করবে। ঠিক তেমনি হুদায়বিয়ার সন্ধির জন্য এখানে মাদ্দা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

بِإِيلِيَاءَ 'ঈলিয়া'- বায়তুল মাক্বদিসকে ঈলিয়া বলা হয়। 'ঈল' অর্থ আল্লাহ আর 'ইয়া' অর্থ ঘর। তথা আল্লাহর ঘর।

بِتَرْجُمَانِهِ 'তরজুমান'- তুরজুমান, তারজুমান, তারজামান তিনভাবেই পড়া যায়। তবে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তারজুমান এটাকেই বেশি বিশুদ্ধ বলেছেন।[১] শব্দটি অনারব না আরবী তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক ভাষার কথাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে যিনি দুই পক্ষকে পরস্পরে কথা বলতে সহযোগিতা করেন, তাকে তরজুমান বলা হয়।

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. শারহুন নববী লি ছহীহিল বুখারী, ১/৮।

ركب 'রকবুন'- راكب এর বহুবচন ركب, বাংলাতে যাকে কাফেলা বলা হয়। তিনের অধিক যেকোনো যাত্রীদলকে আরবীতে রকবুন বলা হয়।

كَذِبًا 'কাযেব'- (কাফে যবর ও যালে যের দিয়ে)। ইসম বা বিশেষ্য, যার অর্থ মিথ্যা। আর 'কিযব' (কাফে যের ও যালে সাকিন) দিয়ে মাছদার, যার অর্থ মিথ্যা বলা। 'কাযাবা' মুজাররাদ হলে দুই মাফঊল হবে। আর 'কাযযাবা' মাযীদ থেকে হলে এক 'মাফঊল' হবে। صدق ছদাক্বা ও ছদ্দাক্বা এর বিষয়টিও অনুরূপ।

أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ 'আছার'- শব্দটি 'বাবে যরাবা' থেকে আসলে কোনো কিছু বর্ণনা করা। আর 'বাবে তাফঈল' থেকে আসলে প্রভাবিত করা। উক্ত বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমার উপর মিথ্যা বর্ণিত হবে।

كذبت عنه সাধারণত মিথ্যারোপ করার জন্য 'কাযাবা' ক্রিয়ার পর على (আলা) 'ছেলাহ' ব্যবহার হয়। কিন্তু এখানে 'আন ছেলাহ' ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মূলত আসল ইবারাত হচ্ছে, كذبت مخبرا عنه আমি তার পক্ষ থেকে সংবাদ দিতে গিয়ে মিথ্যা বলেছি।

بَشَاشَتُه 'বাশাশাত'- কোনো মানুষকে দেখে মনের সুখানুভূতিকেই বাশাশাত বলা হয়। পছন্দনীয় কোনো মানুষকে দেখলে মনে যে আনন্দ হয়, সেটা বুঝানোর জন্য আরবীতে যে ক্রিয়া ব্যবহার হয়, তা হচ্ছে بش (বাশশা), যার মাছদার বা ক্রিয়ামূল বাশাশাত।

'সিজাল' (سجال)- سجل (সাজলুন)-এর বহুবচন। ভরা বালতিকে সাজলুন বলা হয়। আর খালি বালতিকে دلو (দালবুন) বলা হয়। এখানে কুয়ার ভরা বালতি বুঝানো হয়েছে। আগের যুগে গ্রামে একটা করে কুয়া থাকত, যার পাশে বালতি রাখা থাকত; বালতির সাথে রশি বাঁধা থাকত। যখন যে কেউ আসত তখন সে সেই বালতি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করে নিজের পাত্র ভর্তি করে নিয়ে চলে যেত। আল্লামা আইনী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, 'সিজাল' শব্দটি বহুবচন। আর ইমাম আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, 'সিজাল' শব্দটি ইসমে জমা। কেননা 'হারব' মুবতাদা একবচন, সেখানে 'সিজাল' খবর বহুবচন কীভাবে আসে?[২]

لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ (ج-ش-م) 'জীম, শীন ও মীম' এই শব্দমূল 'বাবে সামিয়া' এবং 'তাফায়ুল' থেকে আসলে অর্থ হয়- অতি কষ্ট করে কোনো কাজ করা। তথা আমি নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে নিতাম।

عَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ 'আরীসি' দ্বারা কেউ বলেছেন, উদ্দেশ্য কৃষকগণ। কেননা রোমান সাম্রাজ্যে অধিকাংশই কৃষক ছিল। হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও করত।

আবার কেউ বলেছেন, আরীসি খ্রিষ্টানদের একটা গ্রুপ, যারা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর সন্তান হিসেবে বিশ্বাস করে না। হিরাক্লিয়াস ইসলাম আনলে তারাও আনত। কেননা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর সন্তান না মানার ইসলামের বিশ্বাসের সাথে তাদের বিশ্বাসের মিল আছে।

কেউ বলেছেন, আরীসি খ্রিষ্টানদের একটা বাতিল ফেরক্বা। তখন এই হাদীছের অর্থ হবে, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে সেই ভ্রান্ত ফেরক্বার মতো পাপী হবে।[৩]

بنو الأصفار 'বানুল আছফার'- হলুদের সন্তানেরা। রোমগণ মূলত সাদা রঙের হতো। রোমের একজন বাদশাহ হাবশী মেয়েকে বিয়ে করেন। হাবশীরা কালো হতো। সাদা ও কালোর সংমিশ্রণে হলদেটে রঙের সন্তানের জন্ম হয়। তারপর থেকে তাদেরকে বানুল আছফার বলা হয়।

سُقُفًّا আসল শব্দ 'উসকূফ'। অনেক সময় হামযা বিলুপ্ত করে সুকূফ পড়া হয়। নির্দিষ্ট পদবিধারী পাদরিকে সুকূফ বলা হয়, যার ইংরেজি রূপ বিশপ।

بَطَارِقَتِهِ শব্দটি বহুবচন, যার একবচন بِطريق। ইংরেজিতে যাকে প্যাট্রিয়ার্ক বলা হয়। এখনো রাশিয়ার ধর্মগুরুকে প্যাট্রিয়ার্ক নামে ডাকা হয়, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় তৎকালীন বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ও তার অনুসারীরা যে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন বর্তমানে রাশিয়ার খ্রিষ্টানরা কাছাকাছি সেই ধর্মেরই অনুসারী। কেননা ইউরোপের ধর্মগুরুকে প্যাট্রিয়ার্ক না বলে পোপ বলা হয়। আর হাদীছে তৎকালীন রোমান ধর্মগুরুদের উপাধি হিসেবে পোপ ব্যবহার হয়নি। *ওয়াল্লাহু আ'লামু মিন্না।*

دَسْكَرَةٍ সমতল ভূমি বা খোলা জায়গা। সভাসদগণের একত্রিত হওয়ার বা বাদশাহর সাথে মিলিত হওয়ার খোলা জায়গা।

*(চলবে)*

২. উমদাতুল কারী, ১/৯২; ফাতহুল বারী, ১/২৬।

৩. ফাতহুল বারী, ১/৩৯।

# কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে চোখের গুরুত্ব

*-মো. হারুনুর রশিদ**

মহান আল্লাহর অপার হিকমত ও অসীম কুদরতের দিকে লক্ষ করো, তিনি বীর্য থেকে মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে আল্লাহর অশেষ মহিমা ও অসীম কুদরতের আলামত। তিনি তাঁর নিপুণ সৃষ্টি কৌশলে যে অবয়বে মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন তাতে কোনো পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধির সুযোগ নেই। সামান্য পরিবর্তন করতে যাওয়ার অর্থই হলো নানা সমস্যার সৃষ্টি করা। এতে আছে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

পক্ষান্তরে জ্ঞানসমৃদ্ধ, পূর্ণ ঈমানে দীপ্ত মানুষ অবশ্যই নিজের শারীরিক গঠন এর বিকাশ এবং এর কার্যনিপুণতা নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে। তাই আল-কুরআন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল লোকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ-وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ 'একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে যেমন অসংখ্য নিদর্শন, তেমনি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অনেক নিদর্শন, তারপরও কি তোমরা তা দেখবে না? *(আয-যারিয়াত, ২০/২১)*।

**চোখের মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ও রহস্য :**

মানবদেহ পরিচালনা করে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে তথ্য সরবরাহ করে অনেক সেন্টার। এর মধ্যে চোখ অন্যতম। চোখ দেখে বহুদূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে মস্তিষ্কের কাছে তথ্য পৌঁছায়। চারপাশের দৃশ্যাবলি চোখের সহায়তায় মস্তিষ্কে দৃশ্যকরণ করে তথ্য পাঠায়। মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চোখের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

চোখ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি, একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমার সঙ্গে আপনাদের চোখ দু'টিকে বুজে রাখতে। কী দেখছি? সবই অন্ধকার! লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা, বেগুনি, গোলাপি, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, তরুলতা, জীবজন্তু, পশু-পক্ষী সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সবই এক রূপ ধারণ করেছে এবং সে রূপ ভয়াবহ অন্ধকার। এর মধ্যে ধনী-গরীবের কোনো পার্থক্য নেই। এর মধ্যে সাধু, অসাধু, বীর, কাপুরুষের ভেদাভেদ নেই। সবই এক স্থানে রূপ নিয়েছে। সবার আস্ফালন, সবার হিম্মত, সবার ধন-দৌলত একাকার হয়ে মিলেছে ওই অন্ধকারে। কঠিন! জটিল ওই অন্ধকার। সবাইকে এক ছাঁচে মিলিয়েছে। হার মানি ওই অন্ধকারের কাছে। মায়ের পেটে ছিলাম সেই অন্ধকারে। আবার চলে যাব সেই মহা অন্ধকার ঘরে। ওহ! সেই মহা অন্ধকারের স্রষ্টা কে? জানাই তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা। জানাই তাঁকে লাখো শুকর, যিনি চোখ দিয়ে এই মহা অন্ধকার হতে রক্ষা করেছেন ও আলোর পথ দেখিয়ে প্রেমের রজ্জুতে বেঁধে দিয়েছেন।

আসুন! আমরা চোখের গঠনপ্রণালি নিয়ে আর একটু অগ্রসর হই এবং দেখি আল্লাহর তৈরি চোখের রূপ কেমন। বৈজ্ঞানিকদের মতে, চোখের ঝিল্লিতে মোট নয়টি স্তর আছে। এদের সমষ্টি সূক্ষ্ম কাগজের চাইতেও পাতলা। সকলের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লি স্তরটি ৩ কোটি দণ্ড ও ৩০ লক্ষ ঘনক্ষেত্র দিয়ে প্রস্তুত। এই স্তরগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। চোখের কাচ পুটকগুলো ঘনত্বের দিক দিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তার ফলে চোখের জ্যোতি একই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হয়। চোখের মধ্যে যেসব ক্ষুদ্র দর্পণ বা প্রতিফলক রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শিরা, উপশিরা ও সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। দেহের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

'আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ' নামক গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, দর্শন-যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে চোখ, যা নিজে ১৩ কোটি আলো বিকিরণকারী যন্ত্রের সমষ্টি এবং এই সকল যন্ত্র হচ্ছে স্নায়ুর কেন্দ্রবিন্দু। আচ্ছাদিত চোখের পাতায়, চোখের দিনরাত রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এই পাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়াচড়া করে। এটি নাড়াতে কোনো ইচ্ছার দরকার হয় না। ধুলাবালি, মাটি, কঙ্কর প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতিকর বহিরাগত জিনিস থেকে এই পাতাই চোখকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে ভ্রুর ছায়া তাকে সূর্যের উত্তাপের প্রখরতা থেকেও রক্ষা করে। চোখের পাতার ক্রমাগত উত্থানপতন চোখকে বহিরাগত ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করা ছাড়াও চোখের

* বিরল, দিনাজপুর।

শুষ্কতা প্রতিরোধ করে। চোখের পানি, যাকে অশ্রু বলা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী নিষ্কাশক।[১]

এই চোখের গঠন আল্লাহ তাআলা এমনভাবে করেছেন যে, চোখের ওপরে কপালের সাথের হাড়টিকে একটু উঁচু করেছেন যেন কোনো জিনিস এসে হঠাৎ করে চোখে আঘাত করতে না পারে। কোনো জিনিস এসে চোখে আঘাত করতে গেলেই তা চক্ষু কোটরের হাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবে চোখ আঘাত থেকে রক্ষা পায়। কোনো ক্ষুদ্র বস্তু চোখে পড়তে গেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা চোখের ভ্রুর ব্যবস্থা করেছেন যেন এই চোখ সূর্যের প্রখর আলো থেকে হেফাযতে থাকে। চোখে পানির ব্যবস্থা করেছেন যেন এই পানি চোখকে ধুয়ে প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার করে দেয় এবং মানুষ স্বচ্ছভাবে দেখতে পায়।[২]

আমাদের চোখ প্রতি সেকেন্ডে ১০টি করে ছবি তুলতে পারে। কাজেই একজন মানুষ যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে ঘুমায় আর বাকী সময় জেগে থাকে তাহলে সে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ছবি তুলতে সক্ষম। আচ্ছা, দুনিয়ার কোনো ক্যামেরা কি ব্যাটারি বা ইলেকট্রিক চার্জ ছাড়া বছরের পর বছর চোখের মতো ছবি তুলতে পারবে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার এই সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য অনেক কিছু ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে।

তাছাড়াও একটি চোখ প্রতি মিনিটে গড়ে ১২ বার পিটপিট করে বা চোখের পাতা ফেলে। আট ঘণ্টা ঘুম আর বাকী সময় জেগে থাকা কোনো মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১১ হাজার ৫২০ বার চোখ পিটপিট করে বা চোখের পাতা ফেলে। কিছু রোগ-জীবাণু রয়েছে যেগুলো চোখের পাতা ফেলতে বাধার সৃষ্টি করে। চোখের পাতা যদি সঠিকভাবে খুলে আর বন্ধ হয় তবে সেই রোগ-জীবাণুগুলো আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে না। আর মানুষ তখনই চোখের পাতা পিটপিট করার মূল্য বুঝতে পারে যখন সে এই ধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত হয়। আমরা সবাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আমাদেরকে প্রতিদিন ১০ হাজারেরও বেশি বার চোখের পাতা পিটপিট করার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর এজন্য তিনি কোনো মূল্য গ্রহণ করেন না।

আমাদের জীবনে চোখে দেখার সামর্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়? আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, আমাদের চোখ কী ধরনের নিদর্শন বহন করছে?

চোখই হচ্ছে প্রাণ সৃষ্টির অন্যতম সুস্পষ্ট প্রমাণ। চোখ মানুষেরই হোক বা অন্য কোনো প্রাণীরই হোক, শ্রেষ্ঠতম ডিজাইনে তৈরির অন্যতম উদাহরণ। এই দুনিয়ায় মানুষের তৈরি যত রকম জটিল জিনিস রয়েছে তার চেয়ে চোখের গঠন অনেক বেশি জটিল এবং অভিভূতকারী। চোখকে ব্যতিক্রম ধরনের অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়।

চোখের গঠন প্রক্রিয়ার কাছে বিবর্তনবাদী প্রবক্তাদের 'আকস্মিক ঘটনার ধারাবাহিকতা' তত্ত্বের সমস্ত প্রমাণ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়েছে। চোখের গঠন অন্যান্য সৃষ্টি হতে একটি ব্যতিক্রম এমনভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চোখের রয়েছে বহু অংশ নিয়ে গঠিত জটিল প্রক্রিয়া এবং এগুলো প্রত্যেকটি একই সাথে গঠিত। এটিও অসম্ভব যে, একটি অর্ধেক প্রক্রিয়ার চোখ দিয়ে অর্ধেক দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে কোনো মতেই চোখ দেখার কাজ করতে পারে না। বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

চোখ ও পাখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা শুধু তখনই কাজ করতে সক্ষম যখন তারা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়। অর্থাৎ একটি অর্ধ-বিকশিত চোখ দেখতে পারে না। তেমনি একটি অর্ধ-গঠিত পাখা নিয়েও পাখি উড়তে পারে না। এই মুহূর্তে আমরা আবার সেই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হই, কে চোখের সমস্ত উপাদান একত্র করে সৃষ্টি করলেন?

এক্ষেত্রে আমরা এমন একজন মহাজ্ঞানীর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রাণীদের জন্য দেখার ক্ষমতা, চলার ক্ষমতা, শোনার ক্ষমতা ইত্যাদিও দান করেছেন।

অন্য একটি বিষয় হচ্ছে চেতনাহীন কোষ দ্বারা চেতনাবিশিষ্ট এমন প্রাণ তৈরি, যার রয়েছে দেখার ক্ষমতা, শোনার ক্ষমতা ইত্যাদি। এটা স্ফটিকের মতোই পরিষ্কার যে, এটা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ 'আপনি বলে দিন! তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(আল-মুলক, ৬৭/২৩)*। কিছু চোখ আল্লাহকে চেনার জন্য দৃষ্টি

১. তাফসীর ফী যিলালিল আম্মাপারা, পৃ. ৯৬।
২. তাফসীরে সাঈদী, আম্মাপারা, পৃ. ২০৭।

নিবদ্ধ করে। আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি অবলোকন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এমন চোখ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ 'যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে' *(আল-মুলক, ৬৭/৩-৪)*।

যে চোখ আল্লাহকে চেনে না, সে চোখ হতভাগা। যে চোখ আল্লাহকে মানে না, সে চোখ অভিশপ্ত। যে চোখ অহীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, সে চোখ অবাঞ্ছিত। যে চোখে মানুষের জন্য অশ্রু নেই, মানবতার জন্য শিশির নেই, সেটি মরুচোখ। এমন চোখ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

**চোখ কত বড় নেয়ামত :** এই কঠিন কাজকে আয়ত্ত করার জন্য একটু চিন্তা করে দেখুন, যে চোখ আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন এটা কেমন জিনিস! এটা এমন এক যন্ত্র তিনি আপনাকে দান করেছেন, যা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো পয়সা ছাড়া এবং কোনো পরিশ্রম ছাড়া কাজ করে যাচ্ছে। এমনভাবে কাজ করছে যে, যা ইচ্ছা তা এই চোখ দিয়ে দেখতে পারছেন। যে কোনো দৃশ্য দেখে উপভোগ করতে পারছেন। আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে এই যন্ত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করার তাওফীক্ব দান করেন তখন বুঝতে পারবেন যে, ছোট্ট এই জায়গায় আল্লাহ তাআলা কেমন কারখানা বসিয়ে রেখেছেন।

চক্ষু বিশেষজ্ঞরা কলেজ, ইউনির্ভাসিটি ও হাসপাতালে সারাজীবন ব্যয় করেও এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলো না যে, এটা কেমন কারখানা। এই কারখানার মধ্যে কতগুলো পর্দা রয়েছে, কতগুলো ঝিল্লি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে কতগুলো পর্দা ফিট করে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এটা বিনামূল্যে পাওয়া গেছে, এর জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে হয়নি, কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি, এজন্য এই নেয়ামতের কোনো কদর নেই।

**বিস্ময়কর চোখের মণি :** চোখের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা রেখেছেন। আমাকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ বলেন, মানুষ যখন আলোর মধ্যে যায় তখন তার চোখের মণি বিস্তৃত হয় আর যখন অন্ধকারে আসে তখন চোখের মণির স্নায়ুসমূহ সংকুচিত হয়। কারণ অন্ধকারের মধ্যে ঠিকভাবে দেখার জন্য তা সংকুচিত হওয়া জরুরী। ওই চক্ষু বিশেষজ্ঞ বলেন, এই বিস্তৃত হওয়া ও সংকুচিত হওয়ার কাজে মানুষের চোখের শিরা-উপশিরা সাত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। এ কাজটি নিজে নিজে হয়ে যায়। এই কাজ যদি মানুষের হাতে ন্যস্ত করা হতো আর বলা হতো যে, যখন তুমি অন্ধকারের মধ্যে যাবে, তখন এই বোতামটি চাপবে আর যখন আলোর মধ্যে যাবে তখন এই দ্বিতীয় বোতামটি চাপবে তাহলে তোমার চোখ ঠিকভাবে কাজ করবে, তাহলে দেখা যেত ভুল সময়ে অথবা প্রয়োজনের অধিক বোতাম চেপে বসত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা চোখে বসিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী চোখের মণি বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়।

**চোখের পাপড়ির রহস্য ও আধুনিক বিজ্ঞান :** মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখে কেন পাপড়ি থাকে? এর কাজই-বা কী? এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই চলছে গুঞ্জন, কানাঘুষা। কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা, ধুলাবালি ও ক্ষতিকর পদার্থ যাতে চোখে প্রবেশ করতে না পারে, এ জন্য চোখের পাপড়ি অনেকটা ছাঁকনির মতো কাজ করে। অন্যরা বলেন, এটি বিড়ালের গোঁফের মতো এক ধরনের সেন্সর হিসেবে কাজ করে; যা চোখকে বাতাসবাহিত বালুকণা ও বিপদ থেকে সতর্ক করে।

চোখের পাপড়ি ও তাতে বিদ্যমান সূক্ষ্ম পালকগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, চোখের মতো স্পর্শকাতর অঙ্গের হেফাযতের জন্য এগুলো একান্ত প্রয়োজন। এগুলোকে আল্লাহ তাআলা সক্রিয়তা ও দ্রুত উঠানামার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যেন এগুলো বাতাসে উড়ন্ত ধুলাবালি ও ময়লা থেকে চোখকে রক্ষা করতে পারে। চোখের উপর কোনো ধুলাবালি পড়ার উপক্রম হলেই পাপড়িগুলো তা প্রতিরোধ করে এবং চোখকে সেগুলোর অনিষ্টতা হতে রক্ষা করে।

আল্লাহ তাআলা চোখের পলককে এমন এক বিশেষ ক্ষমতা ও ব্যবস্থা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রয়োজনের সময় তা সক্রিয় হয়ে উঠে, প্রয়োজনে বন্ধ হয়ে যায় আবার খুলে যায় এবং চোখকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকুলতা থেকে রক্ষা করে। চোখকে নানা বিপর্যয় থেকে রক্ষা কারা ছাড়াও পলক চোখের ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শোভা বৃদ্ধির জন্যই

চোখের পাপড়িগুলোকে পরিমাণ অনুযায়ী লম্বা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি এর চেয়ে বেশি লম্বা করা হতো, তবে চোখের জন্য তা হতো যন্ত্রণাদায়ক। আবার বেশি খাটো হলেও সমস্যা দেখা দিত।

বিজ্ঞানীদের ভাষ্য, দৃষ্টিশক্তির ওপর বাধা সৃষ্টি না করেই বাতাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিতভাবে পাপড়ির মধ্য দিয়ে চোখে সন্তোষজনক মাত্রায় প্রবাহিত হতে পারে। চক্ষুর গোলকে মিউকাস, তেল ও পানির সমন্বয়ে যে প্রলেপ থাকে তা শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এই পাপড়ি। একই সঙ্গে এটি একটি পরোক্ষ ধুলা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা হিসেবেও কাজ করে। পাপড়ি চোখকে শুষ্ক হয়ে ওঠা ও সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

**চোখের পানি আল্লাহর বড়ই কুদরত ও রহস্য :** আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ‘এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? *(ফুছছিলাত, ৪১/৫৩)*।

চোখের পানি সাধারণ কিছু নয়। এটি শ্লেষ্মা, পানি, তেল ও ইলেকট্রোলাইটের একটি জটিল মিশ্রণ। আল্লাহ তাআলা অনেক উপকারী হিসেবে এটি সৃষ্টি করেছেন। এটি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী, যা চোখের ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে, এটি কর্ণিয়াকে মসৃণ করে, পরিষ্কার দৃষ্টির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এটি কর্ণিয়াকে যথেষ্ট আর্দ্র রাখে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে, এটি চোখের জন্য ওয়াইপার (Wiper) হিসেবে কাজ করে।

**চোখ একদিন কথা বলবে :** সিনেমা দেখে চোখে পানি আসে! নাটক দেখে চোখে পানি আসে! বিরহের গান শুনলে চোখে পানি আসে! অবৈধ প্রেমের কারণে চোখে পানি আসে! পছন্দের দল খেলায় হারলে চোখে পানি আসে! তুমি প্রতিদিন আল্লাহর কতই না নেয়ামত পেলে অথচ একবারও তো তাঁর শুকরিয়া আদায় করলে না। প্রতিদিন না চাইতেই সামনে রিযিক্ব পাও, তারপরও মহান আল্লাহর কথা একবার ভাবলে না। কে তোমাকে সুস্থ রাখল? কে তোমার গুনাহগুলো গোপন করে সম্মান বাড়িয়ে দিল? কত নাফরমানি, কত পাপ করছ? নিজের পাপের কারণে চোখে একটুও পানি আসে না! একটু মন খারাপও হয় না?

তুমি আবার নিজেকে মুসলিম দাবি করছ? ভাবছ, মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি, নামটা মুসলিমের, আমি একজন মুসলিম। মুসলিম কাকে বলে, এটাই তো তুমি জানো না। তুমি যা করছ তা সবই হারাম, গুনাহের কাজ।

খেলার জন্য কাঁদার নাম মুসলিম নয়। সিনেমা দেখে চোখে পানি আসার নাম মুসলিম নয়। নাটক দেখে চোখে পানি আসার নাম মুসলিম নয়। প্রেমিক/প্রেমিকার জন্য চোখে পানি আসার নাম মুসলিম নয়। মুসলিম মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা। মুসলিম মানে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা। মুসলিম মানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। মুসলিম মানে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সঁপে দেওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ ‘হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো! আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক্ব দান করেন? তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? *(ফাত্বির, ৩৫/৩)*।

এখনো সময় আছে তওবা করে ফিরে এসো। মনে রেখো! আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন। এমন সময়, এমন অবস্থায় পাকড়াও করবে তখন হাউমাউ করে কাঁদার শক্তিটুকুও শরীরে থাকবে না। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ ‘যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর’ *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন!

*(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

# কাদিয়ানীরা কাফের কেন?

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দিন**

আক্বীদায়ে খতমে নবুঅত তথা নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে মেনে নেওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে প্রত্যেক যুগের মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী নিঃসন্দেহে কাফের! পথভ্রষ্ট বাতিল সম্প্রদায় কাদিয়ানীরা নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে মানে না বলেই কাদিয়ানীরা অমুসলিম, কাফের।

আমরা জানি, কাদিয়ান পাকিস্তানের একটি গ্রামের নাম। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলার নাম গুরুদাসপুর। উক্ত জেলায় একটি গ্রামের নাম 'কাদিয়ান'। ১৯০১ সালে ওই গ্রামেরই এক লোক নাম মির্জা গোলাম আহমাদ, সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল।

লোকটি পরবর্তীতে তার গ্রামের নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার অনুসারীরা সারা বিশ্বে 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিত। আর কথিত (ভণ্ড) নবীর দাবিদার গোলাম আহমাদের প্রচারিত বাতিল ধর্মমতকে কাদিয়ানী ধর্ম বলেই আখ্যায়িত করা হয়। যেহেতু কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ ছিল 'কাদিয়ান' নামক গ্রামের অধিবাসী। যদিও লোকটি ইতোপূর্বে নিজেকে কখনো ঈসা মাসীহ হবার, কখনো বা ইমাম মাহদী ইত্যাদি হবার দাবি করেছিল। সারা বিশ্বে মুসলিম ধর্ম বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত ফতওয়ার ভিত্তিতে প্রায় সবগুলো মুসলিম শাসকবৃন্দ কাদিয়ানীদের মুরতাদ ও ধর্মচ্যুত বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে থাকে। সবার আগে পাকিস্তান এ ফরমান জারি করে। তারপর আরব-বিশ্বসহ অন্যরা কথিত কাদিয়ানী ধর্মমতের ধারকদের অমুসলিম কাফের আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরমান জারি করে।

একথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, বৃটিশ সরকারের বিশেষ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবীরূপে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ ব্যক্তি নানা উদ্ভট দাবি-দাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বহু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করতে থাকে।

পরে তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেন মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ। পবিত্র কুরআন আর ছহীহ হাদীছের আলোকে তাকে ও তার অনুচরদের সুস্পষ্টভাবে কাফের হবার ফতওয়া জারি করেন।

নবুঅতের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৯০৮ সালে আহলেহাদীছের কিংবদন্তী আলেম 'শায়েখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী'-এর সাথে মুবাহালা করে; মুবাহালার পরেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পায়খানায় পড়ে লাঞ্ছনাকর ও ঘৃণিতভাবে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর তার নির্বোধ অনুচররা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফেতনার এ দাবানল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস চালায়। ইতোমধ্যে বহু মুসলিম রাষ্ট্র তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করেছে এবং সেসব দেশে তাদের প্রকাশনা ও প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছে। সঊদী আরব কাদিয়ানীদের কাফের আখ্যায়িত করার পরপরই তাদের হজ্জ ভিসা আজীবনের জন্য বাতিল করে দিয়েছে।

প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ বাংলাদেশেও ভণ্ড নবী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুচরদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি উঠেছে। তাদের খপ্পরে পড়ে কোনো মুসলিম যেন বেঈমান হয়ে না যায়, সেজন্য তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতিপত্রে এদেশের গণমানুষ স্বাক্ষরও করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ ও তাদের মিত্র শক্তির রাক্ষসী ইশারায় এ দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার গণদাবি বারংবার উপেক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে কাদিয়ানীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। যা ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।

কাদিয়ানীদের ফেতনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ইতোপূর্বে জোরালোভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। নানা নামে অনেক সংগঠনও সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে তাহাফফুযে খতমে নবুঅত মুভমেন্ট, বাংলাদেশ খতমে নবুঅত আন্দোলন ইত্যাদি অন্যতম। আজও সে প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। যদিও রাজনৈতিক বা অন্যান্য কারণে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় চোখে পড়ার মতো কোনো কার্যক্রম নেই। এরই সুযোগে কাদিয়ানীরা নিজেদের ভ্রষ্ট মতাদর্শ সুকৌশলে এগিয়ে নিচ্ছে।

গত কয়েক বছরে তারা দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের কর্মকাণ্ডে বাধা আসছে না। যেন বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। যে কারণে তাদের আদি ও আসল ইসলামবিরোধী চেহারার দাম্ভিকতা প্রদর্শন সম্ভব হলো নাস্তিক ও এন্টি-ইসলাম ব্লগারদের জাগরণ মঞ্চে। গত ১০০ বছরের দীর্ঘ সময়ে এমন বাধাহীন অবস্থার কল্পনা করাও ছিল তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সময়টিকে বলা যেতে পারে 'কাদিয়ানীদের স্বর্ণযুগ'।

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।



www.al-itisam.com

**কাদিয়ানী মতবাদ ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ :**

১৪০০ হিজরীর প্রথম দিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নামক এক মিথ্যুকের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। মিথ্যা নবুঅতের দাবিদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ, এরপর ইমাম মাহদী, অতঃপর নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষে নিজেকে শেষ নবী বলে দাবি করে।

নিম্নে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের মধ্য থেকে কিছু আক্বীদা তুলে ধরা হলো—

(১) তারা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ছালাত পড়েন, ছিয়াম রাখেন, পানাহার করেন, যেমন সঠিক কর্ম করেন তেমনি ভুলও করেন আর স্ত্রীর সাথে মিলিত হন।[১]

(২) তারা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না।[২]

(৩) গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজে আল্লাহর স্ত্রী হওয়ার মতো জঘন্য দাবি করেছে।[৩]

(৪) গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আরও বলেছে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মাথা নবী-কন্যা ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর ঊরুদেশে রেখেছে।[৪]

(৫) গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর লিখিত বই 'আল-কিতাবুল মুবীন'-কে কাদিয়ানীরা কুরআনের ন্যায় মনে করে।[৫]

(৬) কাদিয়ানীরা তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে হজ্জ বলে মনে করে।[৬]

(৭) তারা কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়েও বেশি মর্যাদাপূর্ণ মনে করে।[৭]

(৮) তারা বিশ্বাস করে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও রাসূলগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[৮] (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা)!

এছাড়াও তাদের বহু নিকৃষ্ট আক্বীদা রয়েছে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী রচিত মনগড়া বিভ্রান্তিকর কাদিয়ানীদের বিভিন্ন বইয়ে!

**খতমে নবুঅত সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভাষ্য :**

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ 'মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, কিন্তু (তিনি) আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪০)*। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ 'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে ৩০ জন মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ সত্য কথা হলো, আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অনড় থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা ক্বিয়ামত আসা পর্যন্ত তাদের কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না'।[৯]

উক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রিসালাত ও নবুঅতের ধারাবাহিকতা আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু ভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মনগড়া বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা সুস্পষ্টভাবে কুফরীপূর্ণ। আর তারা তাদের বিভ্রান্তিকর নবুঅত-বিরোধী কথাবার্তার ফাঁদে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করছে। বিধায় তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা সময়ের দাবি। আক্বীদায় কাদিয়ানীরা সুস্পষ্ট কাফের। আর তাদেরকে কাফের ঘোষণা করে সর্বপ্রথম কাদিনায়ীদের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালাম আবার মাহদী দাবিকারী পথভ্রষ্ট গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মুবাহালায় বসেছিলেন বৃটিশ ভারতের বিখ্যাত আলেম আহলেহাদীছের অনুসারী সানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ। মুবাহালার এক সপ্তাহের মধ্যেই গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পায়খানায় পড়ে মারা যায়। আর মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী আরও ৪০ বছরেরও অধিক সময় বেঁচে থেকে দ্বীনের খেদমত করেন; ভারতীয় উপমহাদেশে ছহীহ সুন্নাহর দাওয়াতে ভূমিকা রেখে ছহীহ সুন্নাহর প্রচার-প্রসার করেন। ঐ সময় ঐতিহাসিক সে মুবাহালায় প্রমাণিত হয়েছিল যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পথভ্রষ্ট, আর তার প্রচারিত আক্বীদা ও কথাবার্তাও ভ্রান্ত।

হে আল্লাহ! ফেতনার এ যুগে কাদিয়ানীদের মতো মিথ্যাবাদী, দাজ্জালের ফেতনা থেকে প্রকৃত মুসলিমদের ঈমানকে হেফাযত করুন! আল্লাহুম্মা আমীন!!

---

১. আল-কাদেয়ানিয়্যাহ, পৃ. ৯৭।
২. রূহানী খাযায়েন, ১৮/২২৩।
৩. ইসলামী কুরবানী, পৃ. ১২।
৪. রূহানী খাযায়েন, ১৮/২১৩।
৫. আল-কাদেয়ানিয়্যাহ, পৃ. ১০৮।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
৮. রূহানী খাযায়েন, ২২/২৮৫।
৯. আবূ দাঊদ, হা/৪২৫২, হাদীছ ছহীহ।

# কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর আন্ধকার

*মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী* রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(মার্চ'২৩ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)
(পর্ব-২)

**৩. ঈমানের ফলাফল ও উপকারিতা :**

ঈমানের অসংখ্য-অগণিত ফলাফল ও উপকার রয়েছে। ঈমানের কত যে উপকারিতা রয়েছে অন্তরে, শরীরে, প্রশান্তিতে, উত্তম জীবনে, দুনিয়া ও আখেরাতে! যার সারসংক্ষেপ হলো, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণসমূহ এবং সমস্ত অকল্যাণ দূরীকরণ ঈমানের ফল। এই ফলাফল ও উপকারিতা হতে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো।

**(১) আল্লাহর বন্ধুত্বের প্রতি খুশি হওয়া।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ 'জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না' *(ইউনুস, ১০/৬২)*। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ভাষায় তাদের পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ 'যারা ঈমান আনে আর তাক্বওয়া অবলম্বন করে' *(ইউনুস, ১০/৬৩)*। তিনি আরো বলেন, ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৭)*। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কুফরের অন্ধকারসমূহ থেকে ঈমানের আলোর দিকে, অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোয়, পাপের অন্ধকার হতে আনুগত্যের আলোর দিকে এবং উদাসীনতার অন্ধকার হতে সজাগ ও সচেতনতার দিকে বের করেন।

**(২) আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে সফল হওয়া।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ 'মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পর বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত মহাপ্রজ্ঞাময়। মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর জান্নাতে চিরস্থায়ী উত্তম বাসগৃহে। আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হলো বিরাট সাফল্য' *(আত-তওবা, ৯/৭১-৭২)*। সুতরাং এই পবিত্র বাসস্থানসমূহের মাধ্যমে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও সফলতা পাবে। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে তারা তাদের ঈমানের মাধ্যমে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। সুতরাং তারা মহাসফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে।

**(৩) পূর্ণ ঈমান জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাধা দেয়** এবং দুর্বল ঈমান জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে বাধা দেয়। কেননা যে ঈমান আনয়ন করে, ঈমানের কারণে সমস্ত ওয়াজিব কাজ আদায় করে এবং হারাম কাজ পরিহার করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অনুরূপ যার অন্তরে ঈমানের কিছু অংশ আছে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।

**(৪) আল্লাহ মুমিনদের থেকে সমস্ত কষ্ট দূর করেন** এবং বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন (যাবতীয় মন্দ হতে)' *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৮)*। অর্থাৎ তাদের থেকে সব কষ্ট এবং মানুষ ও জিন শয়তানের অনিষ্ট দূর করেন। তাদের থেকে শত্রুদের প্রতিহত করেন এবং বিপদ আসার পূর্বেই তাদের থেকে তা প্রতিরোধ ও দূর করেন এবং বিপদ চলে আসলে তা লাঘব করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ - 'আর স্মরণ করুন যুননূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) মা'বূদ নেই। আপনি মহাপবিত্র। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যালেম। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৮৭-৮৮)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'অবশেষে আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে নাজাত দেই, এভাবেই মুমিনদেরকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য' *(ইউনুস, ১০/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ - إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ - وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ 'আর নিশ্চয়ই আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা পূর্ব নির্ধারিত হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর নিশ্চয়ই আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে' *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১৭১-১৭৩)*। তিনি আরো বলেন,﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/২)*। অর্থাৎ মানুষের উপর যা কিছু কষ্টসাধ্য হয়, তার সবকিছু থেকে বের হওয়ার পথ। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*। সুতরাং মুত্তাক্বী মুমিনের জন্য আল্লাহ তাঁর কার্যাবলি সহজ করে দেন। সহজ কাজের জন্য তার পথ সুগম করেন, কষ্টের বিষয় তার থেকে দূর করেন এবং কষ্টকর কাজগুলো তার নিকট সহজ করেন। সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে স্বস্তি দেন, কষ্ট থেকে তার বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক্ব দেন যা সে ধারণাই করেনি। কুরআন ও হাদীছে এর আরো অনেক প্রমাণ আছে।

**(৫) ঈমান দুনিয়া ও আখেরাতে পবিত্র জীবনের সুফল দেয়।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'যে মুমিন অবস্থায় সৎ আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব' *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*। এটাই ঈমানের বৈশিষ্ট্য যা অন্তরের প্রশান্তি, আরাম, আল্লাহ যা রিযিক্ব দিয়েছেন তার প্রতি সন্তুষ্টি এবং অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না থাকার সুফল বয়ে আনে। এটাই হলো পবিত্র জীবন। কারণ পবিত্র জীবনের মূল উৎস হলো অন্তরের আরাম, প্রশান্তি এবং বিশুদ্ধ ঈমানহারা ব্যক্তির ন্যায় অন্তর বিশৃঙ্খল না হওয়া'।[১] পবিত্র জীবন (হায়াতে ত্বয়্যেবা) যা শামিল করে: পবিত্র হালাল রিযিক্ব, অল্পে তুষ্টি, সুখ, দুনিয়ায় ইবাদতের মজা এবং আনুগত্যমূলক কাজ করা ও তা নিয়ে আনন্দিত হওয়া'।[২] ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله 'বিশুদ্ধ মত হলো, হায়াতে ত্বায়্যেবা এসবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে'।[৩] নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ 'সে ব্যক্তি সফল হলো, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক্ব দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তাতে সে তুষ্ট হয়েছে'।[৪] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِى الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا 'একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা কোনো মুমিন বান্দার প্রতি অত্যাচার করবেন না। বরং তিনি এর ফলাফল দুনিয়াতে দান করবেন এবং আখেরাতেও দান করবেন। আর কাফের লোক পার্থিব জগতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সৎআমল করে, এর প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাকে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরিশেষে আখেরাতে প্রতিফল দেওয়ার মতো তার কাছে কোনো সৎআমলই থাকবে না'।[৫]

---

১. সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃ. ৬৮।

২. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২/৫৬৬।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ছহীহ মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা সম্পর্কে' অনুচ্ছেদ, ২/৭৩০, হা/১০৫৪; মিশকাত, হা/৫১৬৫।

৫. ছহীহ মুসলিম, 'ক্বিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা' অধ্যায়, 'নেকীর প্রতিফল মুমিনকে দুনিয়া ও আখেরাত দু'জগতে প্রদান করা হয় এবং কাফেরকে নেকীর প্রতিফল দুনিয়াতে ত্বরান্বিত করা হয়' অনুচ্ছেদ, ৪/২১৬২, হা/২৮০৮; মিশকাত, হা/৫১৫৯।

(৬) সমস্ত কথা ও কাজ বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হবে, ব্যক্তি স্বীয় অন্তর দিয়ে কতটুকু ঈমান, ইখলাছের সাথে সেগুলো বাস্তবায়ন করেছে সে অনুপাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ 'সুতরাং যে মুমিন হয়ে সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবে না। আর আমি তো তা লিখে রাখি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৯৪)*। অর্থাৎ তার চেষ্টা-পরিশ্রম অস্বীকার করা হবে না এবং তার আমলও নষ্ট হবে না। বরং তার ঈমানের দৃঢ়তা অনুপাতে তার আমল বৃদ্ধি করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ 'আর যে আখেরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/১৯)*। আর আখেরাতের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম হলো, আখেরাতের নিকটবর্তী করে এমন সব আমল করা, যেগুলো আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জবানে শরীআতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

**(৭) ঈমানদারকে আল্লাহ ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত করবেন** এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীমের মধ্যে তাকে সত্যের জ্ঞান ও তার প্রতি আমল করা এবং আনন্দদায়ক বিষয়গুলো কৃতজ্ঞতার সাথে এবং কষ্টদায়ক ও বিপদ-মুছীবতকে সন্তোষ ও ধৈর্যের সাথে গ্রহণের তাওফীক্ব দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎআমল করে, তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের বদৌলতে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন'।[৬]

ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এখানে (ب) "বা" হরফটি (সাবাবিয়্যাত) কারণ বর্ণনার্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। তখন তার অদৃশ্য রূপ হবে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের ঈমান অনুপাতে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত করবেন। যাতে তারা সেদিনটি অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছতে পারে এবং (ب) "বা" হরফটি (ইস্তিআনা) 'সাহায্য' অর্থেও ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। যেমনটি মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের সাহায্যে তাদের পথ দেখাবেন। তিনি বলেন, يكون لهم نورا يمشون به 'তাদের জন্য নূর (আলো) থাকবে যার সাহায্যে তারা চলবে'।[৭] আর বলা হয়ে থাকে, তার আমল তার জন্য সুন্দর আকৃতি ও পরিচ্ছন্ন বাতাসের আকৃতি দেওয়া হবে। যখন সে কবর থেকে উঠবে, আমল তার সামনে আসবে এবং তার প্রতিটি ভালো কাজের সুসংবাদ দিবে। সে তাকে বলবে, তুমি কে? সে (আমল) বলবে, আমি তোমার আমল। অতঃপর সে তার জন্য তার সামনে নূর (আলো) হবে যাতে করে সে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে'।[৮]

**(৮) ঈমানের কারণে আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন এবং মুমিনদের অন্তরেও তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেন।** আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন এবং মুমিনগণ যাকে ভালোবাসেন, সমস্ত সুখ ও কল্যাণ তাঁর জন্য অর্জিত হবে। মুমিনদের ভালোবাসার অনেকগুলো উপকার রয়েছে। যেমন- সুন্দর প্রশংসা, জীবিত ও মৃত অবস্থায় তার জন্য দু'আ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন' *(মারইয়াম, ১৯/৯৬)*।

**(৯) দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জন।** এটা ঈমানের সবচেয়ে সুন্দর ফল। যারা (ইলম) জ্ঞান ও আমলের দ্বারা তাদের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, যে সমস্ত মুমিনের জন্য আল্লাহ সত্য বলার জবান দিবেন এবং তাদেরকে ইমাম বানাবেন, তাঁর নির্দেশে তারা পথ দেখাবেন এবং তাদের অনুকরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 'আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক পথ প্রদর্শন করত। যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল' *(আস-সাজদাহ, ৩২/২৪)*। সুতরাং ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দ্বীনের নেতৃত্ব পাওয়া যাবে। কারণ ঈমান ও ঈমান পূর্ণ হওয়ার মুখ্য বিষয় হলো, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস।

**(১০) সুউচ্চ মর্যাদা লাভ।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ 'তোমাদের মধ্যে

৬. সূরা ইউনুস, ১০/৯; সূরা আল-হজ্জ, ২২/৫৪; সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃ. ৭০।

৭. তাফসীরে কুরআনুল আযীম, ২/৩৯০।

৮. ত্বাবারানী, জামেউল বায়ান আন-তা'বীলি আইয়িল কুরআন, ১৫/২৭, আর সনদ ক্বাতাদার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন’ *(আল-মুজাদালা, ৫৮/১১)*। সুতরাং তারা দুনিয়াতে ও আখেরাতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের নিকটে সৃষ্টিকুলের সেরা। বস্তুত তারা এই মর্যাদা লাভ করেছে তাদের বিশুদ্ধ ঈমান, ইলম (জ্ঞান) ও তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে।

**(১১) আল্লাহর মর্যাদা ও সর্বদিক থেকে পূর্ণ নিরাপত্তার সুসংবাদ লাভ।** যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ‘আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২৩; আত-তওবা, ৯/১১২; ইউনুস, ১০/৮৭; আল-আহযাব, ৩৩/৪৭; আছ-ছফ, ৬১/১৩)*। তিনি এখানে সুসংবাদকে কোনো শর্ত না দিয়েই ব্যবহার করেছেন, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তিনি অন্য আয়াতে সুসংবাদকে শর্তযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ,[৯] যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৫)*। সুতরাং মুমিনদের জন্য শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত সুসংবাদ আছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য শর্তমুক্ত নিরাপত্তা আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত’ *(আল-আনআম, ৬/৮২)*। আর তাদের জন্য শর্তযুক্ত নিরাপত্তা আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের নেই কোনো ভয় এবং তারা চিন্তিত হবে না’ *(আল-আনআম, ৬/৪৮)*। সুতরাং ভবিষ্যতে তারা যা কিছুর সম্মুখীন হয় তার ভয় আল্লাহ তাদের থেকে দূর করেছেন এবং অতীতে যা ঘটেছে তার চিন্তা দূর করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা পূর্ণ হয়। ফলে মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সমস্ত কল্যাণের সুসংবাদ’।[১০]

**(১২) ঈমানের মাধ্যমে বহুগুণে ছওয়াব এবং পূর্ণ আলো অর্জিত হয়** যার মাধ্যমে বান্দা তার জীবনে ও ক্বিয়ামতের দিনে চলবে। দুনিয়াতে তার ইলম (জ্ঞান) ও ঈমানের আলো দিয়ে চলবে এবং ক্বিয়ামতের দিনে যখন সমস্ত আলো নিভে যাবে, তখন তার আলো দিয়ে পুলসিরাতে চলবে এবং সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা জান্নাতে যাবে। অনুরূপ ঈমানের উপর আল্লাহ ক্ষমা ধার্য করেছেন। আর যাকে তার পাপসমূহ থেকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, শাস্তি থেকে সে নিরাপদ থাকবে এবং মহাপ্রতিদান পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন, আর তোমাদেরকে নূর (আলো) দিবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৮)*।

**(১৩) ঈমানের কারণে মুমিনদের জন্য কল্যাণ ও হেদায়াত অর্জিত হবে।** আল্লাহ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যা নাযিল করেছেন তাঁর প্রতি মুমিনদের ঈমান, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান, ছালাত আদায় ও যাকাত প্রদান উল্লেখ করার পর বলেছেন, ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘তারাই তাদের প্রতিপালকের হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম’ *(আল-বাক্বারা, ২/৫)*। সুতরাং এটাই পরিপূর্ণ হেদায়াত ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ। অতএব পূর্ণ ঈমান ব্যতীত হেদায়াত ও কল্যাণের কোনো পথ নেই।

---

৯. জান্নাত কয়টি? **উত্তর :** জান্নাতের নাম, অর্থ ও শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ولها عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله وأسماء اليوم الآخر وأسماء النار ‘জান্নাতের ছিফাত বা গুণসমূহের বিবেচনায় জান্নাতের নাম বেশ কয়েকটি, কিন্তু অস্তিত্ব বিবেচনায় জান্নাত একটিই। সুতরাং এদিক থেকে জান্নাতের নামসমূহ একার্থবোধক। পক্ষান্তরে, জান্নাতের ছিফাত বা গুণসমূহের দিক বিবেচনায় প্রতিটি নামের অর্থ ভিন্ন। আল্লাহর নাম, আল্লাহর কিতাবের নাম, আল্লাহর রাসূলগণের নাম, আখেরাতের নাম ও জাহান্নামের নামসমূহও ঠিক এমনই’ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদীয়ুল আরওয়াহ, পৃ. ১১১)*।

১০. সা‘দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃ. ৭৭-৮৮।

**(১৪) উপদেশ হতে উপকৃত হওয়া ঈমানের আরেকটি সুফল।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আর তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার দিবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৫)*। আর এটা একারণে যে, ঈমান ব্যক্তিকে সত্য গ্রহণ ও ইলম-আমলে তাঁর অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানের সাথে রয়েছে উপকারী উপদেশসমূহ গ্রহণের মহা হাতিয়ার ও প্রস্তুতি এবং তার নিকটে এমন কোনো বাধা থাকে না যা তাকে সত্যগ্রহণ ও তার প্রতি আমল করতে তাকে বাধা দেয়।

**(১৫) ঈমান ব্যক্তিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে, দুঃখ-দুর্দশার সময় ধৈর্যধারণ করতে ও সর্বাবস্থায় কল্যাণ অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ- لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ 'পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোনো মুছীবত আসে না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিব্দ্ধ রাখি না। এটা (করা) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন হতাশাগ্রস্ত না হও, আর তোমাদেরকে যা দান করা হয়েছে তার জন্য তোমরা যেন উৎফুল্ল না হও। কেননা আল্লাহ অহংকারী ও অধিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না' *(আল-হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ 'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন' *(আত-তাগাবুন, ৬৪/১১)*। এটা যদি ঈমানের ফল নাও হয়, তবুও তা ব্যক্তিকে ঐ সকল বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা থেকে দূরে রাখে, যেগুলো প্রত্যেকের সামনে সবসময় দৃষ্টিগোচর হয়। আর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সমন্বিত রূপ সবচেয়ে বেশি এগুলো থেকে দূরে রাখে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ﴿عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ﴾ 'মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর অসচ্ছলতা বা দুঃখ-মুছীবতে আক্রান্ত হলে ধৈর্য্য ধরে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর'।[১১] আর কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য্য সকল প্রকার কল্যাণ একত্রিত করে। সুতরাং মুমিন সবসময় কল্যাণের গনীমত পায়, সর্বাবস্থায় লাভবান হয়। নেয়ামতরাজি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তার জন্য দুটি নেয়ামত একত্রিত হয়: (ক) প্রিয় বস্তু পাওয়ার নেয়ামত, (খ) আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনের তাওফীক্ব পাওয়ার নেয়ামত, যা এর চাইতেও মহত্তর। এর মাধ্যমে তার উপর নেয়ামত পরিপূর্ণ হবে।

পক্ষান্তরে দুঃখ-দুর্দশা প্রাপ্তির সময় তার জন্য তিনটি নেয়ামত একত্রিত হয়: (ক) পাপসমূহ মোচনের নেয়ামত, (খ) এর চাইতে মহত্তর ধৈর্যের মর্যাদা প্রাপ্তির নেয়ামত এবং (গ) দুঃখ-দুর্দশা তার উপর সহজসাধ্য হওয়ার নেয়ামত। কারণ, সে যখন পুরস্কার ও প্রতিদান অর্জনের ব্যাপারে জানতে পারবে এবং ধৈর্যধারণের প্রতি অভ্যস্ত হবে, বিপদ তার জন্য হালকা হয়ে যাবে'।[১২]

*(চলবে)*

১১. ছহীহ মুসলিম, 'দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা' অধ্যায়, 'মুমিনের সকল কাজই অতীব কল্যাণকর' অনুচ্ছেদ, হা/২৯৯৯।

১২. সা'দী, আত-তাওযীহু ওয়াল বায়ান লি শাজারাতিল ঈমান, পৃ. ৭১-৮৮।

# ইসলামে দাসপ্রথা

-সাঈদুর রহমান*

অমুসলিমরা ও ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামের দোষ খুঁজতে সদা তৎপর। কীভাবে ইসলামকে কলুষিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় এটা তাদের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে। ইসলামের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে অবান্তর প্রশ্ন করে বেড়ায়। এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? আল্লাহ তাআলা। এই শাশ্বত ধ্রুব সত্য কথাটি তারা বিশ্বাস করে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এই অনিন্দ্য সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনি জানেন পরিচালনা কীভাবে করতে হবে। কোন বিধানটি কোথায় প্রয়োগ করলে সৃষ্টিজীবের কল্যাণ হবে আর কোথায় প্রয়োগ করলে অকল্যাণ হবে তিনি সবই বুঝেন। পৃথিবী সৃষ্টি করার পর নড়াচড়া করছিল। এটাকে স্থির রাখার জন্য পর্বতমালা সৃজন করলেন। এখন যদি প্রশ্ন কর, ‘কেন এই পর্বতমালা অনর্থক সৃষ্টি করা হলো?’ নিশ্চয় এ প্রশ্ন অবান্তর হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ‘আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। তিনি কিন্তু একথা বলেননি যে, তোমাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ করে দিলাম।

মানুষের জ্ঞান যেহেতু স্বল্প সীমিত, সেহেতু না জেনে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে অহেতুক প্রশ্ন করে। আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে ইবলীস ছিল শীর্ষস্থানীয় ইবাদতকারীদের একজন। যখন আল্লাহ তাআলা সকল ফেরেশতা ও ইবলীসকে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সেজদা করতে বললেন, তখন ইবলীস অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল, অবাধ্য হলো আল্লাহর কথার। এরপর থেকেই শুরু হলো হক্ব-বাতিলের লড়াই। ইবলীস সরাসরি শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ ছিটিয়ে দিল; ওপেন চ্যালেঞ্জ করল আল্লাহর সাথে, ‘আমি আমার যাপিত জীবনের শ্রম ব্যয় করে হলেও আদম ও তাঁর বংশধরদের বিপথগামী করব। একসাথে সবাই মিলে জাহান্নামের অন্ধকার কুঠুরিতে আবাসন গড়ব’। তবে আপনি আমাকে মহাপ্রলয় দিবস অবধি আয়ু বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ তাআলা তাকে সুযোগ দিলেন। আবহমানকাল থেকে শুরু হওয়া সংঘাতের এই রেশ চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। ইবলীস মানুষ ও জিন থেকে অধিকাংশকেই নিজ দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে কিছু মানুষ তো মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মানতে নারাজ। শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি; মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীদের নির্যাতন, জ্বালাও-পোড়াও করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামের অনুসারীদের উত্তপ্ত রাখতে পারলে তারা পুলকিত হয়, স্বস্তিবোধ করে। যেহেতু হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকে চলমান, সেহেতু পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হবে এটাই স্বাভাবিক।

ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান অবধি কত যুদ্ধ যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহ তাআলা জানেন এর সঠিক সংখ্যা। এই যুদ্ধবিগ্রহে কত সুরম্য, তিলোত্তমা নগরী পরিণত হয়েছে বিরাণভূমিতে, কত জাঁকজমকপূর্ণ জনপদ পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে, কত কোলাহলপূর্ণ বসতি পরিণত হয়েছে জনমানবহীন শূন্য মরুভূমিতে, কত নারী বিধবা হয়েছে, কত শিশু হয়েছে ইয়াতীম, কত মা হয়েছে সন্তানহারা, কত বীরপুরুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে কত যুবক, হারিয়েছে কত নারী সতীত্ব সম্ভ্রম! ইতিহাসের বইগুলো পড়লে মানবআর্তনাদ আজও কর্ণকুহরে ভেসে আসে। সাদা পৃষ্ঠার উপর কালো কালির অঙ্কিত হাহাকারগুলো মানসপটে দুঃখ-বেদনার উদ্রেক সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন, ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ‘রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তো সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্ত করে; আর এরূপ করাই তাদের রীতি’ *(আন-নামল, ২৭/৩৪)*।

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এই সংঘাত পরিলক্ষিত হতো ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের মাঝে। তার প্রয়াণের পর নানামুখী আগ্রাসন এসে পড়ে তার অনুসারীদের ওপর। আর একটা চিরন্তন সত্য কথা হলো যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হলে মানুষ মারা যাবে, পঙ্গু হবে অথবা বন্দি হবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে ওরা আমাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাবে, আর আমরা কি আঙ্গুল চুষবো?

বিজয়ী সৈন্যদল বিজিত অঞ্চলে কেমন আচরণ করে তা সকলের নিকট বোধগম্য। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা বায়তুল মাক্বদিস জয় করে তথাকার অধিবাসী মুসলিমদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছে তা মোটা দাগে ইতিহাসের পাতায় পাতায় টইটম্বুর। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান তদানীন্তন মুসলিম

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জাহানের রাজধানী বাগদাদ নগরী দখল করে সেখানে কী তাণ্ডব চালিয়েছে প্রায় হাজার বছর পর ইতিহাস পড়ে আমাদের গায়ের লোম শিউরে উঠে। আলেম, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে কচুকাটা করেছে। খলীফা মু'তাছিম বিল্লার দু'কন্যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। অনেক নারীকে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। স্বপ্নপুরী খ্যাত বাগদাদের বায়তুল হিকমা লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দজলা নদী। নারীদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে। নারীরা পরিণত হয়েছিল তাদের ক্রীড়নকে। কালের পালাবদলে এই জনপদ আবার যখন মুসলিম সেনানীরা উদ্ধার করে, তখন তারা কেমন আচরণ করেছিল অমুসলিমদের সাথে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে তা সমাদৃত। আশ্চর্য হতে হবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সমরনীতি দেখে। যুদ্ধে তিনি নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মযাজক, অসামরিক লোকদের হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং আরো নিষেধ করেন গাছপালা ঘরবাড়ি বিরান করতে।[১] এতো উদার কোনো জাতিই নেই। অথচ আজ মুসলিমদের উপর অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, 'কেন ইসলামে দাস-দাসীর প্রথা বিলুপ্ত করা হয়নি'। আগেও বলা হয়েছে ক্বিয়ামত অবধি যুদ্ধবিগ্রহ হবে আর যুদ্ধ হলে নারী-পুরুষ দাস-দাসী হবেই। কারণ সংগ্রামে রত দু'পক্ষের একপক্ষ বিজয়ী হবেই। ইসলামের পরিকল্পনা এতো সুনিপুণ স্বচ্ছ, তথাপিও কিছু মানুষ থাকবে একগুঁয়ে বক্র প্রকৃতির। সবকিছু তাদের কাছে প্রস্ফুটিত হওয়া সত্ত্বেও গোস্বার আঙুল তুলবে ইসলামের প্রতি। ইসলাম বলে যুদ্ধবন্দিদের সাথে দুরাচরণ করা যাবে না, অনাহারে রাখা যাবে না, তাদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না। একজন বন্দি নারীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া শ্রেয়, না-কি তাকে এমনিতেই রেখে দিয়ে প্রয়োজনের সময় শুধু মেলামেশা করা শ্রেয়? নিঃসন্দেহে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রাখা শ্রেয়। অমুসলিমরা ইতিবাচক দিক নিয়ে গেছে নেতিবাচক দিকে। এর কারণ হলো জিহাদ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা।

নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন বন্দিদাসী। তিনি তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করেননি; তাদের মুক্ত করে বৈধ পন্থায় বিয়ে করে জীবনযাপন করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ ছিলেন শত্রুপক্ষের লোক। সাধারণত যাদের থেকে ক্ষতির শঙ্কা করা হয়। জীবনে কখনো তারা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে শত্রুতা করা তো দূরের কথা, একটা কাঁটা তার পায়ে ফুটুক এটা তারা সহ্য করতে পারতেন না। সুবহানাল্লাহ! রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুপম আচরণে তারা কতটা বিমোহিত ছিলেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যতম স্ত্রী ছফিয়্যা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) ছিলেন ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত। যুদ্ধে তার পিতা, চাচা ও আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রাণস্পন্দন স্বামী নিহত হয়েছে। তথাপি তিনি একদিনও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হননি। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই দাসীদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে অবহেলায় অগুরুত্বের সাথে রেখে দেননি। প্রত্যেকদিন আছরের পর তাদের খোঁজখবর নিতেন, শত ব্যস্ততার মধ্যে তাদের সাথে খোশগল্প করতেন, আদর করে চুমু দিতেন, সান্ত্বনার আলপনা বুলিয়ে দিতেন তাদের মাথায়। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে অতীত স্মৃতি ভুলে যান তারা। একদিনের জন্য তাদের তনুমনে চিন্তার উদ্রেক হয়নি তিনি আমাদের চিরশত্রু।

নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর পালক পুত্র ছিলেন যায়েদ ইবনু হারেছা। তিনি তাকে মুক্ত করে নিজ সন্তানের মতো দেখেন। মদীনার মানুষরা ঈর্ষা করত তাকে নিয়ে। হায়! আমরা যদি যায়েদের মতো হতাম। আমরা যদি কাছ থেকে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর স্নিগ্ধ ভালোবাসা পেতাম। যায়েদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে নেওয়ার জন্য তার পিতা-মাতা এসেছিল। কিন্তু তিনি সাফ 'না' বলে দেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কত পাগল ছিলেন একজন দাস নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য! কতটা ভালোবাসা পেয়েছেন তার কাছ থেকে। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণপাখি চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার সাথে ছিলেন। আকণ্ঠ মহব্বত করতেন তাকে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর দাসী ছিলেন বারীরাহ। তিনি বারীরাহকে আযাদ করে দেন। সদাচরণ করেন সদা তার সাথে; এমন কি পূর্বের স্বামীর সাথে থাকার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতাও দান করেন। এই হলো দাস-দাসীর সাথে ইসলামের নীতি। এই নীতি ভালো, না-কি তাদের একঘরে করে অন্ধকার কুঠুরিতে রেখে অমানুষিক নির্যাতন করা ভালো? তারা তো মুসলিমদের ভুল ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।

বুঝা গেল যে, যুদ্ধবিগ্রহ হবে বিধায় আল্লাহ তাআলা দাস-দাসীর প্রথা বিলুপ্ত করেননি। আর এটা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। ইসলাম যেমন দাস-দাসীর প্রথা বিলুপ্ত করেনি; অনুরূপভাবে সমাজে যেন দাস-দাসী না থাকে এজন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম কত সুন্দর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে! যেমন- যাকাতের ক্ষেত্রে একটি অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে দাস-দাসী মুক্ত করার জন্য। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 'যাকাত তো শুধু

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৪।

ফক্বীর, মিসকীন ও যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের (অমুসলিমদের) অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য' *(আত-তাওবা, ৯/৬০)*।

বান্দা কোনো পাপ কাজে জড়িয়ে পড়লে তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে দাস-দাসী মুক্ত করতে বলা হয়েছে। কোনো স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় মায়ের সাথে তুলনা করলে তার কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তে বলা হয়েছে দাস-দাসী মুক্ত করতে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার (স্ত্রীকে মায়ের সাথে সাদৃশ্য দেয়) করে, পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ (সহবাস) করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/৩)*।

কসম করে ভঙ্গ করলে কাফফারা হিসেবে দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ 'শপথ ভঙ্গের কাফফারা হলো ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেওয়া অথবা কাপড় দেওয়া কিংবা একজন দাস মুক্ত করা অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা' *(আল-মায়েদা, ৫/৮৯)*।

রামাযান মাসে দিনের বেলা ছিয়াম রেখে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এর প্রায়শ্চিত্তে বলা হয়েছে দাস মুক্ত করতে।[২]

ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করে ফেললে এর বদলা হিসেবে দাসমুক্ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 'কোনো মুমিনের জন্য সমীচীন নয় কোনো মুমিনকে হত্যা করা। যদি কেউ ভুল করে হত্যা করে ফেলে তাহলে একটি মুমিন দাসী মুক্ত করতে হবে' *(আন-নিসা, ৪/৯২)*।

দাস-দাসী মুক্তকরণে ইসলাম উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যঞ্জক অনেক বাক্য উচ্চারণ করেছে; এমনকি অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ 'যদি কেউ কোনো মুমিন গোলাম মুক্ত করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে আযাদকারীর লজ্জাস্থানকে মুক্ত করেন'।[৩]

দাসীকে অবজ্ঞা করে অবহেলায় অবরুদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার, লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার এবং অমায়িক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার কথা বলছে ইসলাম। কেউ যদি দাসীকে শিক্ষা দেওয়ার পর বিয়ে করে, তাহলে তার জন্য ডাবল প্রতিদান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ 'তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ নেকী দান করা হবে। এর মধ্যে এক প্রকার হলো এমন ব্যক্তি, যে ব্যক্তির একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করে, উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষাদান করে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে, সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে'।[৪]

তাছাড়া বিভিন্ন ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ঠুনকো কারণে মানুষকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হতো বা কোথাও কোথাও এখনও হয়। কিন্তু ইসলাম এতোসব অত্যাচার বন্ধ করে দাস-দাসী বানানোর কেবলমাত্র একটি রাস্তা খোলা রেখেছে। আর হচ্ছে, জিহাদ। যেহেতু জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ইসলামের নবী তো আমরণ দাস-দাসীর কথা বলেছেন। তিনি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে, ধমক দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন। তার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো, তখনও তিনি তাদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত করেন। হাদীছে এসেছে, كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর শেষ উপদেশ ছিল ছালাত সম্পাদন করো, ছালাত সম্পাদন করো এবং দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করা'।[৫]

আমাদের সমাজে আমরা শুধু অপরকেই উপদেশ দেই। কিন্তু নিজের মাঝে ওই গুণ ঘুণাক্ষরেও নেই। আমরা শুধু চাপার জোরে আলোচনা করে যাই, আমলের বেলায় ঠনঠন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে আমল করে গেছেন। তিনি ছাহাবীগণকে দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে বলেছেন এবং নিজে আগে আমল করে দেখিয়েছেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মতো এমন মহৎ আদর্শবান ব্যক্তি ক্বিয়ামত অবধি আর আসবে না। মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অসাধারণ। মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হয়! আমরা আমাদের অধীনস্থ কাজের লোককে বিভিন্ন কটু কথা বলে সম্বোধন করি। আয়া, বুয়া, বুড়ি,

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৭।
৩. তিরমিযী, হা/১৫৪১, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩০১১।
৫. আবূ দাঊদ, হা/৫১৫৬, হাদীছ ছহীহ।

কাজের লোক আরো কত কী। নবী করীম ﷺ তাদের ব্যাপারে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহু আকবার!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন আমার 'আব্দ ও আমাত তথা আমার দাস, আমার দাসী' না বলে। কারণ তোমাদের সকল পুরুষই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই আল্লাহর বান্দী। সুতরাং বলবে, গোলামী, ওয়া জারিয়াতী, ওয়া ফাতায়া, ওয়া ফাতাতী' অর্থাৎ আমার সেবক, আমার সেবিকা'।[৬]

অনেক সময় নামিদামি রেস্তোরাঁয় আমরা খেতে যাই। সাথে নিয়ে যাই অবহেলিত সেই কাজের বুয়াকে। হ্যাঁ, আমরা কাজের বুয়াই বলি। তাকে নিয়ে যাই আমাদের সাথে ভোজনে অংশগ্রহণ করার জন্য, তাই না? তাকে তো নিয়ে যাই আমাদের বাচ্চা কোলে করে রাখার জন্য। একটি বারের জন্য বলি না তুমিও আমাদের সাথে বসো। হ্যাঁ, তবে কিছু মানুষ আছে এমন, যারা কাজের লোককে সাথে নিয়ে আহার করে। তবে এদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আলিশান বড় বড় শপিং মলগুলোতে আমরা যাই। নিজেদের জন্য হরেকরকম বস্ত্র ক্রয় করি। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে সেই বুয়া। তার হিয়া বারবার বলতে চায় আমাকেও একটা কিনে দিন; কিন্তু চোখ লজ্জায়, অপমানের ভয়ে তারা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। মুখ ফসকে একবারও বলে না। আর আমরাও কেমন হতচ্ছাড়া একবারও তাকে জিজ্ঞেস করি না, 'তোমার কিছু লাগবে নাকি?' নবী করীম ﷺ কত সুন্দর কথা বলেছেন, 'আল্লাহ দাস-দাসীদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যেমন পোশাক পরবে তাদেরকেও তা পরাবে। তোমরা তাদের উপর এমন কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দাও, তাহলে এ কাজে তাদের সাহায্যও করো'।[৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোনো দাস-দাসী যদি তোমাদের খাদ্য পাকায়, যেহেতু খাবারের ঘ্রাণ তার নাকে ঢুকেছে, সেহেতু তাকে নিয়ে খাবে। এটা না পারলে এক লোকমা তার হাতে দিবে'।[৮]

কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় পড়লাম। একজন খেলোয়ার তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে কাজের লোককে বেদম প্রহার করেছে। প্রহারের আঘাতে পিঠে কালো রেখা হয়ে গেছে। আমরা নিজেরদের সভ্য, অভিজাত দাবি করি, সুশীল সমাজ আমাদের বাহবা দেয়; কিন্তু আমাদের আচরণ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। একটি পশুও বিনা কারণে অন্য পশুর উপর আঘাত হানে না। আমাদের ভেতরের হিংস্রতার প্রভাব ফুটে ওঠে আমাদের ক্রিয়াকলাপে। আমরা বুঝতেও পারি না। নবী করীম ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী কত চমৎকার শ্রুতিমধুর, مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ 'যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে চড় মারবে বা মারধর করবে, এর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া'।[৯]

ইসলামের নবী বলেছেন, কেউ যদি তার দাসকে মুখ ফসকে বলে ফেলে, 'তুমি মুক্ত' তাহলে ওই দাসমুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুক্ত জীবন কত যে আনন্দময়, কত যে তৃপ্তিদায়ক তা বলে বুঝানো যাবে না! যখন দাস তার মনিব থেকে মুক্ত করে দেওয়ার সংবাদ শুনবে, তখন সে মনে করবে তার মনিব সত্যি সত্যি একথা বলেছে। তার যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হয় এজন্য ইসলাম বলছে, সে মুক্ত।

আমরা শুধু ইসলামের সমালোচনা নিয়ে পড়ে থাকি; ইসলামের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করি না! আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৬৭।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৪২০৫।
৮. মুসনাদ আহমাদ, হা/৯২৫৮, হাদীছ ছহীহ।
৯. আবূ দাঊদ, হা/৫১৬৮, হাদীছ ছহীহ।

আত্ তাক্বওয়া স্টোর
নির্ভেজাল পন্যের প্রচেষ্টায়, ইন শা আল্লাহ
AT TAQWA STORE
আমাদের পেইজে থাকা পণ্যসমূহ ও মুল্য তালিকা :
- লিচু ফুলের মধু - ৫৫০ টাকা/কেজি
- কালিজিরা মধু - ৯৬০ টাকা/কেজি
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ১৩০০ টাকা/কেজি
- মেশিনে ভাঙানো সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- ঘানি ভাঙ্গা সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- কালোজিরার তেল - ১০০ মিলি - ১৮০ টাকা
- খেজুরের গুড় - ২৭০ টাকা/কেজি

১৫০০ টাকার অর্ডার করলে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি
অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫৭৫ ২৪৫ ৮৭২

# আদর্শ মুমিনের গুণাবলি

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ রাসেল*

দুনিয়া হোক বা আখেরাত হোক কেবল মুমিনরাই সফলকাম। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দান করেন পবিত্র সুখময় জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব' *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*। আর আখেরাতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন এবং তারা প্রবেশ করে চির সুখময় জান্নাতে। আপনি কি জানেন প্রকৃত সফল কে? প্রকৃত সফল হচ্ছে তারাই, যারা মুমিন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ 'যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে, আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*।

সফল মানে এই নয় যে, দুনিয়াতে যাদের টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, বাড়ি-গাড়ি আছে বলেই তারা সফল? কখনই না, তারাই তো সুখী, যারা মুমিন। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন কে সফল। তাহলে কেন আজ আমরা নির্ভয়ে আছি। দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হতে গেলে একজন আদর্শ মুমিনের বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ 'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে' *(আল-মুমিনূন, ২৩/১)*। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে। একজন প্রকৃত মুমিন হতে হলে অবশ্যই আপনার মধ্যে কয়েকটি গুণের সমাবেশ ঘটাতে হবে। সেই গুণগুলো কী, তা আমরা একটু জেনে নিই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুমিনের গুণাবলি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

**প্রথম গুণ :** মুমিনরা ছালাতে একনিষ্ঠ, বিনয়ী ও নম্র থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ 'যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়াবনত' *(আল-মুমিনূন, ২৩/২)*।

তাহলে ছালাতে বিনয়ী, নম্র হওয়া একজন আদর্শ মুমিনের গুণ। যদি সে ছালাতে বিনয়ী থাকতে না পারে তাহলে সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। কারণ ছালাত হলো প্রতিটি আমলের মূল। যার ছালাত সুন্দর হয় তার সব আমল সুন্দর হয়। ছালাত মানুষকে সব ধরনের গুনাহ থেকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। আপনি যদি মনে করেন, আমি আজ থেকে আমার জীবন পরিবর্তন করব, তাহলে ছালাতের সাথে একনিষ্ঠ থাকতে হবে। ছালাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আপনার মনের সমস্ত চাওয়া নিয়ে প্রতিদিন পাঁচবার ছালাতে উপস্থিত হন এবং সিজদায় গিয়ে মনের সব কথা আল্লাহকে খুলে বলুন। ইনশাআল্লাহ আপনার জীবন পাল্টে যাবে।

**দ্বিতীয় গুণ :** মুমিনরা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ 'আর যারা অনর্থক কথা-কর্ম থেকে বিমুখ' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৩)*। অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা আদর্শ মুমিনের অন্য একটা গুণ। যারা মুমিন হবে তারা একটা কথা মুখ থেকে বের করার আগে ভেবে নেয়, তার কথাটা দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো উপকার করবে কি-না। যদি উপকার না করে তাহলে বলবে না। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। কাজের ক্ষেত্রেও একই, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে। এভাবে মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ সুন্দর করে গড়ে তোলে এবং তার জীবন হয় সুন্দর।

**তৃতীয় গুণ :** মুমিনরা যাকাত আদায় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ 'আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৪)*।

যাকাত ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিন ব্যক্তি কখনো যাকাত আদায়ে অবহেলা করে না। যাকাত আদায় করলে মাল পবিত্র হয়। কারণ যাকাত ধনীদের সম্পদ হলেও এটা গরীবদের হক্ব। কাজেই যারা মুমিন হবে তারা কখনো যাকাত আদায়ে অবহেলা করবে না।

**চতুর্থ গুণ :** মুমিনরা লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 'আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫-৭)*।

*(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৮নং পৃষ্ঠায়)*

* শিক্ষার্থী, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

# মাহে শাওয়ালে করণীয়

-এ. এস. এম. মাহবুবুর রহমান*

আরবী ক্যালেন্ডার অনুসারে দশম মাস হলো 'শাওয়াল' মাস। রামাযানের পরপরই আগমন ঘটে শাওয়াল মাসের। এ মাস আমল ও ইবাদতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের তিনটি মাসের একটি মাস এবং হারাম বা সম্মানিত চার মাসের একটি হলো শাওয়াল মাস। এ মাস থেকেই হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয় এবং হজ্জের জন্য যাত্রা শুরু হয়। নিচে শাওয়াল মাস ও শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**'শাওয়াল' নামকরণের কারণ ও এ মাসের বৈশিষ্ট্য :**

তাফসীর ইবনু কাছীরে এসেছে, শাওয়াল অর্থ উঠানো। আরবরা এ মাসে শিকার করার উদ্দেশ্যে কাঁধে অস্ত্র উঠাত। এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'শাওয়াল'। এ মাসটি কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার দাবি রাখে। তা হলো শাওয়াল মাসেই মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিত্বর পালিত হয়। শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ এ তিনটি মাস জুড়ে হজ্জের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর হজ্জ সম্পাদনের তিনটি মাসের প্রথম মাসই হলো শাওয়াল মাস। এ মাসে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ছয়টি নফল ছিয়াম রয়েছে।

**শাওয়াল মাসে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা :**

শাওয়াল মাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন হিজরতের প্রথম বছরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর সাথে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল, বনূ কাইনুকার যুদ্ধ, আবূ আফাককে হত্যা করার জন্য সালেম ইবনু উমাইরের অভিযান, উহুদের যুদ্ধ, হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাত এবং হিজরতের তৃতীয় বছরে হামরা আল-আসাদের যুদ্ধ।

**শাওয়াল মাসের ছিয়ামের ফযীলত :**

শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযীলতপূর্ণ। নিচে কিছু ফযীলত তুলে ধরা হলো।

**(১)** মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করা যায়। হাদীছে এসেছে, আবূ আইয়ূব আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসে ছয় দিন ছিয়াম পালন করলে সারা বছর ছিয়াম পালন করার সমতুল্য হবে'।[১] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ 'যে কেউ কোনো নেক আমল করবে তাকে তার ১০ গুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে' *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*।

অতএব, রামাযান মাসের ছিয়ামের ১০ গুণ ছওয়াব দেওয়া হলে তা হবে ৩০০ দিন আর শাওয়ালের ৬ ছিয়ামের ছওয়াব ১০ গুণ হলে তা হবে ৬০ দিন। আর মোট ৩৬০ দিনে আরবী বছর পূর্ণ হয়ে যায়।

**(২)** এই ছিয়ামের মাধ্যমে বান্দা তার রবের নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হলো তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশি পছন্দনীয়)। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দেই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই'।[২]

**(৩)** ছিয়াম পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য এবং এর পুরস্কার তিনি নিজ হাতে দিবেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ 'আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের

* শিক্ষার্থী, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৪৭।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২; মিশকাত, হা/২২৬৬।

ছওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিব'।[৩]

**(৪)** একজন ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায় অথবা তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি ছিয়াম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য পানাহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে। ছিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় ১০ গুণ'।[৪]

**(৫)** ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছিয়াম ঢালস্বরূপ'।[৫]

**শাওয়াল মাসে বিয়ে করার বিধান :**

আজকাল অনেককে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় শাওয়াল মাস আসলেই বিয়ে নিয়ে বেশ মাতামতি শুরু করে দেয়। তারা শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে সুন্নাত বলে প্রচার করে থাকে। অনেকে এই মাসে বিবাহ করবে বলে অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে। তাই আজ প্রকৃত বিষয়টি জানার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোনো মাস বা দিনে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেননি বা এজন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়কে উত্তম বলেননি। তবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন। যেমন উরওয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى شَوَّالٍ وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে প্রথম মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চাইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন? আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা তাঁর বংশের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো উত্তম মনে করতেন'।[৬]

জেনে রাখা উচিত যে, জাহেলী যুগের মানুষের এই ধারণা ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠান অশুভ ও অকল্যাণকর। তিনি বিবাহ করার মাধ্যমে জাহেলী যুগের এ ভিত্তিহীন ধারণাকে খণ্ডন করেছেন।[৭] বাস্তবতা হলো প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে যেমন শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছেন, তেমনি অন্যান্য মাসে অন্যান্য স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। যদি শাওয়াল মাসে বিয়ে করা সুন্নাত হতো, তাহলে সবগুলো বিয়ে তিনি এ মাসে করার চেষ্টা করতেন বা উম্মতকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। আর ছাহাবীগণও এ মাসেই বিয়ে করার চেষ্টা করতেন, যেহেতু তারা ছিলেন সুন্নাহ পালনে সবচেয়ে অগ্রগামী। কিন্তু হাদীছে এমন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং কেবল শাওয়াল মাসেই বিবাহ করা সুন্নাত এমনটি বলা উচিত না।

পরিশেষে বলতে চাই, শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে পালন করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত এই ছয়টি ছিয়াম পালন করা। আর রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালনের পর এই ছয়টি ছিয়াম একদমই সহজ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই এই ছয়টি ছিয়াম পালনে আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনের মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮২৩, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৩।
৭. শরহে মুসলিম, ৯/২০৯।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-২০২৩ ইং
মিসবাহুল উলুম মডেল মাদ্‌রাসা
খন্দকার বাড়ী, পাঁচদোনা, নরসিংদী

জরুরি ভিত্তিতে অত্র মাদ্‌রাসার বালক ও বালিকা শাখার জন্য ২ জন ভাইস পিন্সিপাল ও ১ জন বাবুর্চি আবশ্যক।

| পদের নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদ সংখ্যা | অভিজ্ঞতা | বেতন |
|---|---|---|---|---|
| ভাইস প্রিন্সিপাল | দাওরা হাদীসসহ কামিল অথবা সমমান | বালক শাখার জন্য ১ জন বালিকা শাখার জন্য ১ জন | দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে | আলোচনার মাধ্যমে |
| বাবুর্চি | —— | বালক শাখার জন্য ১ জন বাবুর্চি | নূন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে | আলোচনার মাধ্যমে |

ঠিকানা: পাঁচদোনা মোড় হতে ডাঙ্গা রোডে ০১ কি.মি. পশ্চিমে,নরসিংদী
যোগাযোগ: ০১৬১১৬২১০০৭, ০১৯৬৮৪১৬৩৮৫, ০১৭৫৫৫৫৬০১৫

# প্রশান্ত হৃদয়ের কল্যাণসমূহ এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করার ফযীলত

*[১৯ রজব, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন* ***শায়খ ড. বান্দার ইবনে আব্দুল আযীয বালীলাহ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

## প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি সকল পরিপূর্ণতার একচ্ছত্র অধিকারী এবং সঙ্গী ও পরিবার থেকে মুক্ত। আমি মহাপবিত্র সেই সত্তার অফুরন্ত নেয়ামতের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গ, ছাহাবীগণ, তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈনের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আপনারা নিজেদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষার ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন; কেননা দুনিয়া থেকে আপনাদের প্রস্থান সন্নিকটে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন' *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

হে মুসলিমগণ! মানুষের সবচেয়ে দামী ও মর্যাদাকর অঙ্গ হলো তার ক্বলব বা অন্তর। এটি তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল। অন্তরের সংশোধনই পুরো শরীরের সংশোধন এবং অন্তরের ফাসাদ তার পুরো শরীরেরই বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর। নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর'।[১]

ক্বলব বা অন্তর মূলত সকল শক্তির উৎস, রূহের বিশ্রামস্থল এবং ঈমানের সংরক্ষণাগার। অন্তর রবকে পর্যবেক্ষণ ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জায়গা। অন্তর তার মালিকের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে, যদি তা রবের নিকটে আগমনের দিন সুস্থ থাকে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ 'যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে' *(আশ-শুআরা, ২৬/৮৮-৮৯)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চালচলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি'।[২]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অন্তরের রক্ষণাবেক্ষণ, তার পবিত্রকরণ ও সংশোধন অত্যাবশ্যক এবং আল্লাহর নিকটে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অন্তরের পরিশুদ্ধতার মধ্যেই বান্দার সফলতা, মুক্তি, সৌভাগ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিহিত রয়েছে। অন্তরের সুখ ব্যতীত কি কোনো সুখ হতে পারে? অন্তরের শান্তি ব্যতীত কি কোনো শান্তি হতে পারে?

জেনে রাখুন! নিশ্চয় অন্তরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের কতগুলো কারণ, মাধ্যম বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও সর্বোত্তমটি হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া। অর্থাৎ বান্দা তার অন্তরকে রবের প্রতি সম্পৃক্ত করবে। বান্দা তার কথা ও কাজ একমাত্র মহান রবের জন্য নিবেদন করবে; পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির জন্য নয়।

আনুগত্যের কাজ অন্তরকে শুদ্ধ রাখে। যেমন শরীআতের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজসমূহ। আনুগত্যের কাজ অন্তরকে আলোকিত করে, তাকে শক্তিশালী করে এবং সুদৃঢ় রাখে। এর বিপরীতে পাপ ও নাফরমানীর কাজ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, পথভ্রষ্ট ও অসুস্থ করে তোলে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'চাটাই বুননের মতো এক এক করে ফেতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দু'ধরনের

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯।
২. ছহীহ বুখারী, হা/২৫৬৪।

হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের ন্যায়; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো ফেতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর অপরটি হয়ে যায় উলটানো সাদামিশ্রিত কালো কলসির ন্যায়, তার প্রবৃত্তি যা গ্রহণ করেছে তা ছাড়া ভালো-মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না'।[৩]

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর যিকির অন্তরের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, এর মাধ্যমে রূহ প্রাণবন্ত হয়। এটি এমন আলো যার আলোয় অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহর যিকির অন্তরের প্রতি শরীরের জন্য খাদ্য এবং শস্যের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*। হাদীছের মধ্যে এসেছে- জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শরীআতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি। তিনি বললেন, 'সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তাআলার যিকিরের দ্বারা সিক্ত থাকে'।[৪]

আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে সে যেন আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করে। কেননা ইস্তেগফার হলো পাপকে মোচনকারী এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ 'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বারবার করে না' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৫)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّه لَيُغانُ على قَلْبِي، وإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ في اليومِ مئةَ مرةٍ 'আমার অন্তরে কখনো কখনো অলসতা দেখা দেয়, তাই আমি দৈনিক ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি'।[৫]

আর যখন বান্দা তেলাওয়াত, আমল ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কুরআনের অভিমুখী হয় তখন তার অন্তর নরম হয়ে যায় এবং কল্যাণ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে। আর এমনটা কেনই বা হবে না? অথচ আল্লাহর কিতাব ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। এটি অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিতারণকারী এবং শরীর ও অন্তরের ব্যাধি থেকে আরোগ্য দানকারী এবং সর্বোপরি দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল কাজে হেফাযতকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নছীহত আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মুমিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রহমত' *(ইউনুস, ১০/৫৭)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় বান্দার মর্যাদা তার রবের নিকটে তার অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বান্দা তার অন্তরের নিষ্ঠার কারণে তার রবের নিকটবর্তী হয় অথবা অন্তরের কঠোরতার জন্য সে তার রব থেকে দূরে চলে যায়; আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/২৫)*।

بَارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم ...

## দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি একচ্ছত্র মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তাঁর হুকুম ও ইচ্ছায় সকল কিছু পরিচালিত হয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবীগণ ও তাঁর পদাঙ্ক ও সুন্নাহর অনুসারী সকলের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

অতঃপর, হে মুমিনগণ! আল্লাহর জন্য তাঁর সৃষ্টিজগতে অগণিত প্রকাশ্য নিদর্শন এবং উজ্জ্বল মু'যিযা রয়েছে যা সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব ও তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করে। এটি চিন্তাভাবনা, নিরীক্ষণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের পথ দেখায়। তারা কি এই যমীনের দিকে লক্ষ করে না, যা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর তাতেই তারা জীবনযাপন করে। এই যমীনের উপর তোমরা বিচরণ করছ এবং এর

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪।
৪. তিরমিযী, হা/৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৭৯৩।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০২।

ভিতরেই তোমাদেরকে দাফন করা হবে। আল্লাহ তাআলা যমীনকে করেছেন বিছানা ও আবাসস্থলস্বরূপ। এর মধ্যে আপনাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ অফুরন্ত খাদ্য রিযিক্ব হিসাবে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো সতর্কতাস্বরূপ যমীনে ভূমিকম্প দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ 'আর অবশ্যই আমি তো তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তাতে রেখেছি জীবনোপকরণ' *(আল-আ'রাফ, ৭/১০)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ 'আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন' *(আল-মুমিন, ৪০/৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ 'তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিযিক্ব থেকে তোমরা আহার করো। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান' *(আল-মুলক, ৬৭/১৫)*।

জেনে রাখুন! নিশ্চয় ভূমিকম্প হয় বান্দার অন্তরকে সতর্ক করার জন্য এবং কঠিনতার পরে তাকে নরম করার জন্য যাতে সে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও বিনয়ী হয়। এছাড়া অন্তর যেন তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে দূরে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

কিছু মানুষ মুসলিম জনপদে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর সকল ফয়সালার ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই প্রশংসা। তিনি কাউকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন আবার কাউকে দান করা বা বঞ্চিত করার মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি ধৈর্যশীলদের স্বীয় দয়া ও হেদায়াতের মাধ্যম পুনর্বহাল করেন। বালা-মুছীবতের ক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণ রহমত ও হিকমাহ রয়েছে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে আশা করছি তিনি ঐ সকল বিপদগ্রস্ত মানুষকে তাঁর নিরাপত্তা বলয়ে আশ্রয় দিবেন। আমরা দু'আ করছি আল্লাহ তাদের অসুস্থদের সুস্থ করে দিন এবং আঘাতপ্রাপ্তদের সাড়িয়ে তুলুন এবং তাদের মৃতদের উপর দয়া করুন।

এই পবিত্র ভূমি সঊদী আরব তাদের এই ভয়াবহ বিপদে বড় সহযোগী হয়েছে। তারা তাদের দিকে সাহায্য ও দানের হাতকে প্রসারিত করেছে। এটি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কল্যাণ ও দানশীলের বাগানে পরিণত হয়েছে। হারামাইনের খাদেমের প্রতি শুকরিয়া এবং মহামান্য যুবরাজ যে সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন।

হে সামর্থবান ব্যক্তিগণ! আপনাদেরকে যেন এই ভয়াবহ দুর্দিনে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতার এই কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে না পারে। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকেন।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণ এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত ঈমানের সাথে তাঁর অনুসরণকারীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জনপদে নিরাপদে রাখুন। আমাদের নেতা ও শাসকদের সংশোধন করুন। আমাদের ইমাম ও শাসকদেরকে হক্বের পথে সুদৃঢ় রাখুন। হে আল্লাহ! আমাদের নেতা ও শাসকদেরকে দেশের ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার তাওফীক্ব দিন। হে আল্লাহ! আমাদের সৈনিকদেরকে তাদের সীমানা পাহারার কাজে অবিচল রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের জন্য সাহায্যকারী ও সহযোগী হয়ে যান। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে উপকারী ইলম চাই। প্রশস্ত রিযিক্ব চাই। সৎ ও গ্রহণযোগ্য আমলের তাওফীক্ব চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সকল বিষয়ে সুন্দর পরিণতি দান করুন। আমাদেরকে দুনিয়াবী বঞ্চনা ও পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ 'হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন' *(আলে ইমরান, ৩/৫৩)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন' *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*।

ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর যিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করুন এবং আপনার তাওহীদপন্থি বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গসহ তাঁর সহচরবৃন্দের উপর রহমত নাযিল করুন।

# ইসলামী পোশাকই কাম্য

-মো. জোবাইদুল ইসলাম*

পোশাক বিতর্ক বাংলাদেশের অতি সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। কে কী রকম পোশাক পরবে, সেটা তার স্বাধীনতা বলে দাবি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সবাই একমত যে, পছন্দমত পোশাক পরার স্বাধীনতা সবারই আছে। কিন্তু বিতর্ক হলো— অরুচিশীল, অশালীন ছোট পোশাক কিংবা অমার্জিত পোশাক নিয়ে। স্বাধীনতার নামে যাচ্ছেতাই পোশাক পরা কি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে? কখনই না। কারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কখনও অমার্জিত এমন কোনো পোশাক পরিধান করতে পারে না, যা তার সম্পর্কে অন্যের মনে খারাপ ধারণা নিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে, নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে রুচিশীল পোশাক না পরে যাচ্ছেতাই পোশাক পরে রাস্তায় বের হওয়ার কারণেই তারা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

এই পোশাক বিতর্কে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, শুধু পোশাকই নারীদের ধর্ষণের একমাত্র কারণ নয়। এটা শতভাগ সত্য কথা। কিন্তু একজন ব্যক্তিত্ববান নারী কি অশালীন পোশাক পরে ঘর থেকে বের হতে পারে? কোনো নারী যদি অশালীন পোশাক পরে ঘর থেকে বের হয়, এরপর ধর্ষণের শিকার হয়, তাতে এই অশালীন পোশাকের দায় হচ্ছে ৯০ শতাংশ বাকি ১০ শতাংশ ধর্ষকের লালসার দায়। কিন্তু নারীরা এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ৯০ শতাংশ দায়ই দেন ধর্ষকের উপর, যা আদৌ বাস্তবতাভিত্তিক কথা হতে পারে না।

ইভটিজিং এর ক্ষেত্রেও বিষয়টা প্রায় একই রকম। তবে কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইভটিজারদের অধিকাংশই রাস্তার বখাটে ছেলে। তারা যেকোনো নারীকেই উত্যক্ত করতে পারে। তাদের লালসার কাছে নারীই মুখ্যবিষয়। তবে এক্ষেত্রেও নারীদের ছোট, অমার্জিত, অশালীন পোশাকই ইভটিজারদের ইভটিজিংয়ের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠে। তাই নারীদের উচিত, নিজেদেরকে শালীন পোশাকে আবৃত করে বাইরে বের হওয়া।

বাংলাদেশে দিন দিন ধর্ষণ ও ধর্ষকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তবুও কি নারীরা তাদের পোশাকের স্বাধীনতাকেই বড় করে দেখবে? তারা কি তাদের মান-সম্মানটাকে বড় বিষয় মনে করে না? সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তাই নারীর পোশাকের স্বাধীনতারও একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। কারণ অতিরিক্ত স্বাধীনতা নারীদের জন্য কোনো কালেই কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি; বরং অতিরিক্ত স্বাধীনতা বরাবরই তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে। সেদিন ইউটিউবে দেখলাম, যারা পোশাকের স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করছে, তাদের পোশাক রুচিশীল পোশাকের পর্যায়ে পড়ে না। এমন পোশাক পরে আন্দোলন করে তারা কি বাংলাদেশের মেয়েদেরকে নগ্নতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে না?

নারী হলো লোভনীয় বস্তু। নারীর প্রতি পুরুষের লোভ চিরন্তন। তাই লোভনীয় বস্তুকে যেমন মানুষদের থেকে সযতনে ঢেকে রাখতে হয়, তেমনি নারীদেরকেও তাদের নিজেদেরকে সযতনে ঢেকে চলতে হবে। এছাড়া ইসলামী বিধান অনুসারে রাস্তায় বের হলে হাতমোজা, পা-মোজা পরা উচিত। আর নারীদের থাকার মূল জায়গা হলো ঘর। তাদের যথাসম্ভব ঘরেই থাকা উচিত। যদি জরুরী কোনো দরকার না থাকে, তবে রাস্তায়, হাট-বাজারে ঘুরে বেড়ানো তাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর হবে না। এছাড়া যেসব ঘরে পুরুষ মানুষ আছে, সেসব ঘরের নারীদের বাইরে বের হওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই নেই। তবুও তারা ফ্যাশনকৃত বোরকা পরে, গায়ে পারফিউম দিয়ে পুরুষদের পাশ দিয়ে চলে। যার ফলে সংঘটিত হচ্ছে ইভটিজিং এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা। আর এগুলো এখন যেন নিত্য অপরাধে পরিণত হয়েছে। এককথায়, ইসলামের পর্দাবিধান না মেনে পোশাক বির্তকে জড়ানো নারীদের কারণেই এসব অপরাধ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

তাই আসুন! সবাই রুচিশীল ও শালীন পোশাক পরিধান করি। স্বাধীনতার নামে নগ্নতাকে আমরা কখনই যেন গ্রহণ না করি। আমরা যদি সচেতন ও সতর্ক হই, তবেই পোশাক বির্তকের নামে অতিরিক্ত স্বাধীনতার অবসান হবে। আর অসংখ্য নারী বাঁচতে পারবে ইভটিজিং এবং ধর্ষণের নিষ্ঠুর থাবা থেকে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থী, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

# জিপিএ-৫ মানেই কি সফলতা?

-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান*

সম্প্রতি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এসএসসিতে জিপিএ–৫ পেয়েছে ২ লাখ ৬৯ হাজার ৬০২ জন এবং পরীক্ষায় ৮৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছে। তাছাড়া ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পেয়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ জন এবং পাশের হার ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ।[১]

আলহামদুলিল্লাহ আগের তুলনায় অনেক শিক্ষার্থীই ভালো ফলাফল করেছে। তাছাড়া আমাদের অনেক অভিভাবকও খুশী তার সন্তান জিপিএ-৫ পাওয়ায়। কিন্তু মনমরা হয়ে গিয়েছে সেই পরিবারের যার সন্তান জিপিএ-৫ পায়নি। যার ফলশ্রুতিতে অনেক সন্তানই আজ হতাশায় ভুগছে এই কারণে কেন আমার জিপিএ-৫ আসলো না? কেন আমার রেজাল্ট খারাপ হলো? ইশ! আরেকটু মার্কস আসলেই আমার জিপিএ-৫ চলে আসত।

তাছাড়া এ নিয়ে রীতিমতো পরিবার থেকেও হয়তো নানা ধরনের কথা শুনতে হয়েছে। আর যারা ২/১ বিষয়ে ফেল করেছে, তারা তো অনেকে ধরেই নিয়েছে আত্মহত্যাই একমাত্র পথ। এইতো ফল প্রকাশের পরপরই ঘটনা দিনাজপুর শহরের বালুবাড়ি এলাকায় এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় আত্মহত্যা করেছে বলে তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে। এইচএসসির ফল প্রকাশের পর বেলা ১২টার দিকে নিজ বাড়িতে নওসিন জাহান নামের ওই শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[২]

শুধু এরকম একটা ঘটনা নয় আরও যে কত শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে তার কোনো হিসাব নেই। আর এই আত্মহত্যার সংখ্যাটা কেন জানি যেকোনো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ঘটে থাকে। শুধু যে ফল প্রকাশের পরই ঘটে থাকে তা কিন্তু নয়; আজ আমাদের অনেক শিক্ষার্থীই এই পথ বেছে নিচ্ছে নির্দ্বিধায়। তাছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার সংখ্যাটা রীতিমতো বেড়েই যাচ্ছে। এর পিছনে কারণটা কী? শুধু কি জিপিএ-৫ মানেই সফলতা?

আচ্ছা, কখনো কি ভেবে দেখেছেন যারা দুনিয়াতে সফল হয়েছেন, তাদের অনেকেই জিপিএ-৫ তো দূরের কথা শিক্ষাজীবনে পাশ পর্যন্ত করেননি।

এছাড়াও আমাদের পরিচিত কিছু ব্যক্তি এই যেমন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথাই বলা যাক, যিনি ছোটবেলা থেকে দুখু মিয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তার দুঃখের শেষ ছিল না? পড়াশোনা তো দূরে থাক, জীবিকার তাগিদে তিনি রুটির দোকানে রুটি বানিয়েছেন। কারণ তার পড়াশোনা করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা ছিল না। বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার করতে পারেননি। কিন্তু তিনি আজ আমাদের মাঝে বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত।

শুধু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ খান এর কথাই বলা যাক, তিনি ছোটবেলা থেকে রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং পাশাপাশি পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পড়াশোনা ভালো করে করতেন না বলে অনেকবার ফেলও করেছেন। তবুও তিনি হার মানেননি এবং কখনো নকলও করেননি। তিনি বারবার পরীক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সফলতা অর্জন করেছেন।[৩]

এছাড়াও আরও অসংখ্য সফল মানুষ পদে পদে ব্যর্থ হয়ে এই পর্যন্ত এসেছেন। আজ তাদের সফলতার সামনে ছাত্রজীবনের সেই ব্যর্থতাগুলো কিছুই না। তবে এগুলো তো শুধু দুনিয়াবী ব্যক্তিদের সফলতার গল্প কিন্তু আমাদের ইসলাম সফলতা সম্পর্কে কী বলেছে তা কি আমাদের জানা আছে? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ 'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই

* বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থী, দক্ষিণখান, ঢাকা।

১. https://thedailycampus.com/.

২.https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/47xb86wp5q.

৩. https://www.manobkantha.com.bd/column/394680/.



www.al-itisam.com

সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ 'সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য সফলতা' *(আল-আনআম, ৬/১৬)*।

সুতরাং এই দুনিয়াবী সফলতাই আমাদের একমাত্র সফলতা নয়। কেননা আমাদের মূল সফলতাই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করা; আর সেটাই হবে আমাদের জীবনে একমাত্র সফলতা। তাই পরীক্ষায় ২/১ বিষয় খারাপ হতে পারে কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও আসতে পারে তাই বলে নিজেকে ব্যর্থ ভাবা যাবে না।

কেননা মহান আল্লাহ আমাদের এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আর সেই পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ হবে যারা চূড়ান্তভাবে জান্নাতে যেতে পারবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের নানাভাবে পরীক্ষা নিতে পারেন। সেই পরীক্ষায় যদি আমরা ধৈর্যের সাথে থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৩)*।

তাছাড়া এই জিপিএ-৫ পেয়েই বা কী লাভ; দিন শেষে দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত বাড়ছে শিক্ষার্থীদের মাঝে মোবাইল আসক্তি, মাদকের প্রতি আসক্তি, পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নেই ইসলামী মূল্যবোধ। এছাড়াও বেড়ে যাচ্ছে সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা। তাছাড়াও জিপিএ-৫ পেয়েও হচ্ছে না শিক্ষার্থীদের মাঝে সঠিক জ্ঞানের পরিচর্চা। গদবাঁধা কিছু মুখস্থ বিদ্যা অর্জন করে অনেকেই পেয়ে যাচ্ছে জিপিএ-৫। তাহলে এর মূল্যটা কোথায়?

তাই আমরা যারা সত্যিকার অর্থে পরিশ্রম করেছি কিন্তু পরীক্ষায় একটু খারাপ হয়েছে, তাদের উচিত আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ 'আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই' *(আত-ত্বলাক, ৬৫/৩)*।

বাংলায় একটা কথা প্রচলন আছে 'পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না'। হয়তো আপনি ভাবছেন জিপিএ-৫ পাইনি, এখন আর সামনে এগিয়ে কী লাভ? হয়তো আপনি ভাবছেন পরীক্ষায় ২/১ বিষয়ে ফেল এসেছে; অতএব আর পড়াশুনা করব না! কিন্তু আপনি জানেন না, আপনার জন্য কোনটা কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 'হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৬)*।

সুতরাং পরিশ্রম একদিন না একদিন কাজে আসবেই। হয়তো সাময়িক আপনার উপর এক পরীক্ষা চলছে কিন্তু খুব শীঘ্রই এর প্রতিদান পাবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যারা ভেবেছেন, পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হয়েছে তাই এ জীবন রেখে আর কী লাভ, তার থেকে বড় আত্মহত্যাই একমাত্র পথ! তাদের জেনে রাখা ভালো- আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ 'আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। এছাড়াও আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ 'তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালোবাসেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

*(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৪০নং পৃষ্ঠায়)*

# ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

*-নাজমুল হাসান সাকিব**

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদেরকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত হেয় ও লাঞ্ছিত করা হতো। তৎকালীন আরবে নারীদের ভোগ্য সামগ্রী মনে করা হতো। তারা ছিল পুরুষদের দাসী মাত্র। তাদের সাথে একজন দাস-দাসীর সাথে যে আচরণ করা হয়, তার চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফনপ্রথা প্রসিদ্ধ ছিল। পরিবারের কর্তা ইচ্ছা করলে নারীকে ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারত। নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না; বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেভাবে খুশী, যেখানে খুশী ব্যবহার করতে পারবে। তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো এলাকায় এমন ছিল যারা নারীর মানবসত্তাকেই স্বীকার করত না। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তার আনীত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। নারীর অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। দিয়েছে সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা।

হাদীছে এসেছে, মুআবিয়া ইবনু জাহেমা সালামী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা জাহেমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি'। একথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে কি?' জাহেমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি তার খেদমতে অবিচল থাকো। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে'।[১] অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي 'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম'।[২] সর্বপ্রথম তিনিই নারীগণকে সম্পত্তির অধিকারিণী বলে ঘোষণা করেন। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জানমালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান। এসবের জন্যই নারীজাতি সমাজের অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হয়।

**মা হিসেবে নারীর মর্যাদা :**

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও ইযযত দেওয়া হয়নি। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশি দিয়েছি) কারণ, তার মা জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*।

আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ের কষ্ট, প্রসববেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাকেই সহ্য করতে হয়। পক্ষান্তরে পিতাকে এসবের কিছুই সহ্য করতে হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সন্তানের উপর মাতার হক্ব বেশি রেখেছেন। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী কে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার বাবা'। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব'।[৩]

**বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা :**

ইসলাম যেমনিভাবে মা হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে, তেমনিভাবে বোন হিসেবেও নারীর মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি

---

* দাওরায়ে হাদীছ (মাস্টার্স), ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা; অধ্যয়নরত (ইফতা), আল-মারকাজুল ইসলামী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

১. নাসাঈ, হা/৩১০৪; ইবনু মাজাহ, হা/২৭৮১, হাদীছ ছহীহ।

২. ইবনু মাজাহ, হা/১৯৭৭, হাদীছ ছহীহ; তিরমিযী, হা/৩৮৯৫।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৮; মিশকাত, হা/৪৯১১।

পিতার সম্পত্তি থেকেও তার জন্য অংশ নির্ধারণ করেছে। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللّٰهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে এবং তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে'।[৪]

**কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার :**

ইসলামপূর্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের মূর্খ লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে পাপ বা অভিশাপ মনে করত বিধায় কোনো পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সে কন্যা সন্তান জীবন্ত পুঁতে দিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে কন্যা হিসেবে যে সম্মান আর মর্যাদা দিয়েছে, ইতিহাসে এর তুলনাই হয় না। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি তার মেয়ে সন্তানদের জন্য কোনো রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরলে তার জন্য তারা জাহান্নাম হতে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে'।[৫]

**স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা :**

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে, যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন ও উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি হচ্ছে সম্পদ। যদি এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্যের উপর রাখা যায় তখনই এগুলোর দ্বারা দুনিয়ার সবচাইতে বড় বড় কল্যাণের আশা করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ 'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'।[৬] তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম'।[৭] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 'তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 'পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৮)*।

কুরআনুল কারীমে 'নিসা' তথা মহিলা শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নিশ্চিত করেছে নারীর ন্যায্য অধিকার। ইসলাম নারীকে ক্ষেত্রবিশেষ পুরুষদের চেয়েও বেশি অধিকার দিয়েছে। অর্থসম্পদের দিক থেকে ইসলাম নারীকে যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তা বলতে গেলে প্রয়োজনেরও অধিক। কারণ, মীরাছ হিসাবে নারী তার ভাইয়ের অর্ধেকের অংশীদার। অথচ পিতা-মাতার পরিবারের কাউকে লালনপালনের দায়িত্ব তার নেই। অন্যদিকে ভাই পরের মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে আনবে। ওই মেয়ের সকল দায়দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। পিতা-মাতার দায়িত্বও তার উপর। কিন্তু নারীর সম্পদ হস্তক্ষেপ করার কারও অধিকার নেই। এগুলো তার একমাত্র নিজস্ব। কুরআনুল কারীমে তাই বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ 'আর নারীরা তাই পাবে যা তারা অর্জন করবে' *(আন-নিসা, ৪/৩২)*।

বর্তমান বিশ্বে নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিম সমাজেও ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকারকে স্বীকার করা হয় না, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এমতাবস্থায় এটি ইউরোপীয়দের সংস্কৃতি সদৃশ্য হয়। আর তাদের সবকিছু উপেক্ষা করে চলা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা একবারে নেই বললেই চলে। অথচ আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে সম্মান দিয়েছেন। ইসলাম পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে ভিন্ন চোখে দেখেনি; বরং যুগ যুগ থেকে চলে আসা অবহেলিত নারীসমাজকে যথাযথ মর্যাদা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও অধিক মর্যাদা দান করেছে। সেই সাথে ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ সমান। ইসলামী জ্ঞান অর্জন সবার জন্যই আবশ্যক। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দ্বীনী ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[৮]

নারী তার মর্যাদা বজায় রেখে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়; মায়েরাই পরিবারের প্রধান উৎস।

৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/১১৪০২।
৫. তিরমিযী, হা/১৯১৩, হাদীছ ছহীহ।
৬. জামেউছ ছাগীর, হা/৫৯৪২; মু'জামুল কাবীর, হা/৫৮।
৭. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৭৭।
৮. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

# মুসলিম জাতির ভারত শাসন (৭১২-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

-মো. আব্দুস সাত্তার ইবনে ইমাম*

মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন নাযিল হয় ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। নবুঅতের দায়িত্ব আসার সাথে সাথে তাঁর কর্মপরিধি ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয়জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনে বিস্তৃত হয়। মহান আল্লাহর বাণী, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ 'আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*। তাই তিনি কোনো নির্ধারিত ভূখণ্ডের জন্য নয়।

আরব দেশ এবং আরব দেশের বাহিরে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে নির্দেশ প্রদান করে কুরআন ঘোষণা দেয়, ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ 'এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন ক্বিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আশ-শূরা, ৪২/৭)*।

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার করেন, মানবতার কল্যাণে কাজ করেন ৬১০-৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মক্কায় এবং ৬২২-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মদীনায়। মক্কায় ১৩ বছর এবং মদীনায় ১০ বছর, মোট ২৩ বছর। প্রথম খলীফা আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ভণ্ড নবীদের বিদ্রোহ দেখা দিলে তা শক্ত হাতে দমন করতে এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ করতেই তার শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকাল ছিল ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, মোট ১০ বছর। সে সময় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে তিনটি মহাদেশ জুড়ে তথা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায়। তাঁর সময় মুসলিমগণ মিশর, স্পেন, পারস্য, ইরাক, রোম, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আল-বাছরা, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, সিজিস্তান, আজারবাইজান, বুখারা, আফগানিস্তান, বলখ, গজনী পর্যন্ত এসে যায়। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ১২ বছর। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকাল ৬৫৬-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ৬ বছর। খেলাফতের মোট সময়কাল ৩০ বছর। ইসলামের আবির্ভাবের ১০০ বছর পর ভারত উপমহাদেশে ইসলামের সূর্যোদয় হয়। আরব মুসলিমগণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের ১০০ বছর পর। ঐতিহাসিকগণের মতে, তখন উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে ওমান হতে ভারতবর্ষের উপকূলে প্রথম (৬৩৬-৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। উত্তাল সমুদ্রে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নৌ-অভিযান উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু পছন্দ করতেন না এবং এ কারণেই পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের উপকূলের দিকে কোনো অভিযান প্রেরণ হতে বিরত থাকেন। ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু রাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু কিরমান অধিকার করে সিজিস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এরপর আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয় অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করলেও উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি দেননি। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। উমাইয়া বংশের শাসনকাল হলো ৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, মোট শাসনকাল ৯০ বছর। উমাইয়া বংশের প্রথম শাসক মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর শাসনকাল ৬৬১-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, মোট ১৯ বছর। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। দেশ বিজেতা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তর আফ্রিকা বিজয় তাঁর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরপর তিনি মিশর, আধুনিক লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আফ্রিকা এবং বর্তমান আলজেরিয়া ও মরক্কোর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁর শাসনে নিয়ে আসেন। এরপর ইয়াযীদ ও দ্বিতীয় মুআবিয়া রাহিমাহুমাল্লাহ-এর শাসন (৬৮০-৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) ৩ বছর। প্রথম মারওয়ান রাহিমাহুল্লাহ-এর শাসন (৬৮৪-৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১ বছর। এরপর আব্দুল মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর শাসন (৬৮৫-৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ২০ বছর। এরপর প্রথম ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর শাসন (৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১০ বছর কাল। ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহ-এর শাসনামলে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমগণ সসৈন্যে উপমহাদেশের সিন্ধু অববাহিকায় ভারতের মুলতানে আসেন।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, মাদরাসা দারুল ইসলাম মুহাম্মদীয়া, বল্লা, টাঙ্গাইল।

মুলতানের শাসক রাজা দাহির তার দেশে মুসলিম ব্যবসায়ীর জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক সিন্ধুতে লুণ্ঠিত হলে উত্তর ইরাকের মুসলিম শাসক রাজা দাহিরকে কৈফিয়ত তলব করলে তিনি উত্তর দেন, জলদস্যুরা তার এখতিয়ারের বাহিরে। অন্যদিকে মুসলিম বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে আসছিল বহুদিন থেকেই, সে অভিযোগ পূর্বে থেকেই ছিল। তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত ছিল, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় দ্বারা নির্যাতিত ছিল। প্রথমত হিন্দুরা চার শ্রেণিতে তথা বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ব্রাহ্মণে বিভক্ত ছিল। এই চার শ্রেণি আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, যেমন- দাস, বসাক, সাহা, পাল, ঠাকুর, শীল, সূত্রধর, দত্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত, হালদার, রায়, কায়স্থ, বড়াল, কর্মকার, বণিক, চৌহান, বাঘেলা, চান্দেল, সেন, পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পাণ্ড্য, চৌল ও চেরা নামে বংশ ছিল। অনেক বংশের নিজস্ব রাজ্য ছিল। কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না। একজন আরেকজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলত। নির্যাতিত জনগোষ্ঠী চাইতেন শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্য শাসকের আগমন হোক।

সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারই নাম সিন্ধু সভ্যতা। এখানে যারা বসবাস করত, তাদেরকে বলা হতো সিন্ধী। কালের আবর্তনে শব্দ পরিমার্জিত হয়ে হিন্দী বা হিন্দু হয়েছে। তবে হিন্দু কোনো ধর্মের নাম নয়, আসলে তাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। যে ধর্মেরই হোক ভারতে যারাই বসবাস করে, তাদেরকে সিন্ধী অথবা হিন্দী বলা যায়। যেমনভাবে রোমলাসের নাম অনুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভরত নামক একজন শাসকের নাম অনুসারে ভারত নামকরণ করা হয়েছে। তবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। ভারত রাজ্য ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল যেমন— দিল্লী, আজমীর, কাশ্মীর, বুন্দেলখণ্ড, কনৌজ, মালব, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম। আরবের মুসলিমগণ ভারতে এসে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করেন দিল্লীকে রাজধানী করে। আরব মুসলিমদের প্রথম শাসক তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম-এর শাসনকাল ৭১২-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭১৫-৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী মুসলিম সরকার ছিল না। নিয়োগ হয়েছে, হয়েছে অপসারিত। মাঝখানে ২৫০ বছর পর যেসব মুসলিম ভারতে আসেন তারা আরব নয়, তারা নবদীক্ষিত তুর্কী মুসলিম। গজনী বংশের আলপ্তগীন-এর শাসন ৯৬২-৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সবুক্তগীন-এর শাসন ৯৭৭-৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতান মাহমূদ ৯৯৭-১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, তবে এর মধ্যেই অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। গজনী বংশের শাসনকাল ছিল ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মোট শাসক সংখ্যা ছিল ১৬ জন। গজনী বংশের সর্বশেষ শাসক মালিক খসরু। মুহাম্মাদ ঘুরী ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ শাসক মালিক খসরু ঘুরী-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পরে গজনীর সিংহাসনে বসেন। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনী ঘোরের শাসনাধীনে আসে। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন মুঈজ উদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী। ভারতবর্ষে তিনিই মুহাম্মাদ ঘুরী নামে পরিচিত।

তিনি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসনব্যবস্থা ক্বায়েম করেন। এই বংশে ৫ জন শাসক ছিলেন ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। দাস বংশ শাসন করেন ১২০৬-১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ৮৪ বছর। কুতুব উদ্দীন আইবেক ১২০৬-১২১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। আরাম শাহ ১২১০-১২১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইলতুৎমিশ ১২১১-১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। রুকন উদ্দীন ফিরোজ শাহ ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতানা রাজিয়া ১২৩৭-১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ৩ বছর। বাহরাম শাহ ১২৪০-১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ২ বছর। মাসুদ শাহ ১২৪২-১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। নাসির উদ্দীন বলবন ১২৪৬-১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। গিয়াস উদ্দীন বলবন ১২৬৬-১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কায়কোবাদ ১২৮৭-১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই বংশে মোট ১২ জন শাসক ছিলেন। খিলজী বংশ ১২৯০-১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ৩০ বছর। তুঘলক বংশ ১৩২০-১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, ১০৭ বছর। মোট শাসক ৮ জন। সৈয়দ বংশের শাসন ১৪১৪-১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সৈয়দ বংশের শাসক সংখ্যা ৪ জন। লোদী বংশের শাসন ১৪৫১-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, শাসক সংখ্যা ৩ জন। মুঘল শাসন ১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল শাসনের পরিসমাপ্তি হলেও নামমাত্র শাসক ছিলেন মুঘল বংশের। সর্বশেষ মুঘল শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর।

মুঘলদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে শাসক ছিলেন জহিরউদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ), নাসির উদ্দীন মুহাম্মাদ হুমায়ূন (১৫৩০-১৫৪০), শেরশাহ (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত, হুমায়ূন ১৫৪০ সালে শেরশাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ১৫৫৫ সালের ২২ জুন সেরহিন্দের যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে তিনি আবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন), হুমায়ূন (১৫৫৬-১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ, ২য় মেয়াদ), জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ), নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ

সেলিম জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭), শাহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ খুররাম শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ), মহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ), কুতুব উদ্দীন মুহাম্মাদ মোয়াজ্জেম শাহ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২ খ্রিষ্টাব্দ), মাজউদ্দীন জাহান্দার শাহ বাহাদুর (১৭১২-১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ), ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ), রফী-উদ-দারাজাত (১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ), রফী-উদ-দৌলা দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ), রওশান আকতার বাহাদুর মুহাম্মাদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ), আহমদ শাহ বাহাদুর (১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ), আযীযুদ্দীন (১৭৫৪-১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দ), মহী-উল-মিল্লাত (১৭৫৯-১৭৬০), দ্বিতীয় শাহ আলম আলী গওহর (১৭৬০-১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ), দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭/১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

মুসলিমদের একটানা ভারত শাসনসংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ। আলমগীর-এর পরে যারা ছিলেন তারা অনেকটাই দুর্বল শাসক বা নামমাত্র শাসক ছিলেন। ভারতে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রচলন মুসলিমরাই করেছিলেন। যে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ১৫২৬ সালের পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে তা শেষ হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-এর জীবনের শেষ পরিণতি ছিল খুবই করুণ। ইংরেজরা তাকে এ দেশে থাকতে দেয়নি। তার নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটে আজকের মিয়ানমারের রেঙ্গুনে, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়, তার সমাধি সেখানেই রয়েছে এখনো। তারাই ছিল বিশ্বের এক সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং এর বংশধর। উত্থান-পতন এই পৃথিবীর ইতিহাস।

## ‘আদর্শ মুমিনের গুণাবলি’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

লজ্জাস্থানের হেফাযত করা মুমিনের জন্য একটা আদর্শ গুণ। মুমিনরা যেকোনো মূল্যে তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে। বিশেষ করে আপনারা যারা যুবক ভাইয়েরা আছেন, আপনাদের জীবনকে পবিত্র রাখুন। বর্তমান প্রেম-ভালোবাসার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। নিজেদের দাম্পত্য জীবনের মধুর আয়োজনকে আগেই নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন আপনার যৌবন আপনার আখেরাত। আর বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। আপনি যদি আপনার জীবনকে পবিত্র রাখতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে একজন পবিত্র জীবনসঙ্গী দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

**পঞ্চম গুণ :** মুমিনরা আমানত রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ﴾ ‘আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৮)*।

একজন আদর্শ মুমিনের অন্য একটি গুণ হলো সে আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করবে। তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখলে তা খেয়ানত করবে না। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার কাছে নিশ্চিন্তে আমানত রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। কারণ যে ব্যক্তি আমানতের খেয়ানত করে সেই ব্যক্তি মুনাফেক্ব আর মুমিন ব্যক্তি কখনই মুনাফেক্বী আচরণ করে না। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আমানতের হেফাযত করে তাকে সবাই বিশ্বাস করে। এমনকি যারা তার শত্রু তারাও তাকে সম্মান করে। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এই গুণটি আপনার মাঝে আছে কি-না। আদর্শ মুমিন হতে গেলে আপনাকে এই গুণটি অর্জন করা একান্ত কর্তব্য।

**ষষ্ঠ গুণ :** মুমিনরা ছালাতের প্রতি যত্নবান থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴾ ‘আর যারা নিজেদের ছালাতসমূহ হেফাযত করে’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৯)*।

মুমিন ব্যক্তি কখনো ছালাতকে অবহেলা করে না। ছালাতকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তাদের জীবন। সে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার পর পরবর্তী ওয়াক্তের অপেক্ষায় থাকে। তাহলে একজন আদর্শ মুমিন হতে চাইলে তাকে ছালাতে যত্নবান হওয়া জরুরী।

সুধী পাঠক! লক্ষ করুন, আপনার মধ্যে এই গুণগুলো কি আছে? যদি না থাকে তাহলে কেন নির্ভয়ে আছেন? আপনি যদি একজন আদর্শ মুমিন হতে চান, তাহলে এই গুণগুলো অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

# লড়াকু সৈনিক

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত প্রিয়ভাজন। জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তৎকালীন আরবের কতিপয় ব্যক্তির অন্যতম। দৈহিক গঠন, চালচলন, কথাবার্তা প্রভৃতির মাঝে নেতৃত্বের অভিব্যক্তি। দুঃসাহসের মূর্ত প্রতীক। দানের হাত উদার! প্রশস্ত চিত্তে আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। সেই উদার মনের লড়াকু সৈনিক আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইসলামের প্রাথমিক কালে ইসলামের চরম দুশমন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতায় তার ছিল দারুণ উৎসাহ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন। কুরাইশদের প্রধান তিন পুরুষের ব্যাপারে। সেই তিন জনের একজন হলেন আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু। খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের নেতা সেজে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন। খন্দকের পর তার মধ্যে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। মনে উদয় হয়েছিল, বিজয়ী হওয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। এ বিশ্বাস তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে। ৭ম হিজরী খায়বার বিজয়ের বছর খালেদ ইবনে ওয়ালিদসহ আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বলেন, 'আমার কাফের অবস্থায় আমি ছিলাম রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বড় দুশমন। তখন মারা গেলে জাহান্নামই হতো আমার ঠিকানা। আর মুসলিম হওয়ার পর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও আমার চোখের আড়াল হতে পারতেন না। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপের আশেপাশের রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করে চিঠি লিখেন। আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ওমানের শাসকের নিকট রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি নিয়ে যান। ওমানের শাসক চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিমবাহিনী চারদিক থেকে সিরিয়ায় অভিযান চালায়। রোমান সম্রাট তাদের মোকাবিলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠায়। আজনাদাইনে তারা সমবেত হয়। আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ফিলিস্তীন থেকে আজনাদাইনে অগ্রসর হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও আবূ উবাইদা বাছরা অভিযান শেষ করে আমরের সাহায্যের জন্য আজনাদাইনে পৌঁছেন।

প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। নিহত হলো রোমান সেনাপতি। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। রোমানরা পরাজয় বরণ করল। মুসলিমবাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণে রোমানবাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে থাকে।

অবশেষে সম্রাটের নির্দেশে মুসলিমবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে প্রতিরোধ করার জন্য 'ইয়ারমুক' নামক স্থানে দুই লাখ সৈন্য পাঠান। ইয়ারমুকের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। রোমানবাহিনী এবারও পরাজয় বরণ করে। সিরিয়ায় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়। সিরিয়া বিজয় সমাপ্ত হয়। খলীফা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু, যাবেন মিসর বিজয়ে। জাহেলী যুগে ব্যবসার সুবাদে মিসর সম্পর্কে তার অনেকটা অভিজ্ঞতা ছিল। প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন খলীফা। তাকে সাহায্যের জন্য খলীফা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে সাথে দিলেন। আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু একে একে মিসরের বিভিন্ন রাজ্য জয় করলেন। অতঃপর ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খলীফা উমারের অনুমতি চেয়ে পাঠান। অনুমতি পেয়ে ইসকান্দারিয়া অবরোধ করেন।

কেটে গেলো দুটি বছর। খলীফা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আমরকে চিঠি লিখলেন, তোমরা দুই বছর ধরে অবরোধ করে বসে আছো। এখনো কোনো ফলাফল প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছে রোমানদের মতো তোমরাও ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে বসেছো। আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখনই লোকজন ডেকে তাদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে ভাষণ দিবে এবং আমার এ চিঠি পাঠ করে শুনাবে। তারপর জুমআর দিন শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে। খলীফার নির্দেশে শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ চালালে অল্প সময়ের ব্যবধানে

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

ইসকান্দারিয়া মুসলিমবাহিনীর অধিকারে আসে। এভাবে আমর ইবনুল ‘আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) লড়াকু সৈনিক হিসেবে অনেক দেশ দখল করে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি মৃত্যুর শয্যায় শায়িত। আব্দুর রাহমান ইবনু শাম্মাসা তাকে দেখতে এলেন। আমর ইবনুল ‘আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) দেয়ালের দিকে মুখ করে কাঁদতে লাগলেন। ছেলে আব্দুল্লাহ জানতে চাইলেন কাঁদার কারণ। বাবা কাঁদছেন কেন? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি আপনাকে অমুক অমুক সুসংবাদ দেননি? আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অশ্রুভেজা চোখে জবাব দিলেন, আমার জীবনের তিনটি পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি পর্ব এমন গেছে যখন আমি ছিলাম কট্টর দুশমন। আমার চরম বাসনা ছিল, যে কোনোভাবেই রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করা। তারপর আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করলাম। তখন আমার এমন অবস্থা যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিকতর প্রিয় বা সম্মানিত বলে মনে হয়নি।

অতিরিক্ত সম্মান এবং ভীতির কারণে তার প্রতি আমি ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি এখন আমাকে তাঁর চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আমি বলতে পারব না। তখন যদি আমার মরণ হতো, জান্নাতের আশা ছিল। এরপর আমার জীবনের তৃতীয় পর্ব। এ সময় নানা কাজে আমি জড়িয়েছি। জানি না এর পরিণাম কী হবে। আমার মৃত্যু হলে বিলাপকারীরা যেন আমার জানাযার সাথে না যায়। দাফনের সময় ধীরে ধীরে যেন মাটি চাপা দেয়। দাফনের পর একটি জন্তু যবেহ করে গোসত ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া যায়, এতটুকু সময় পর্যন্ত কবরের কাছে থাকবে। যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতিতেই কবরের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি। আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিকভাবে দিতে পারি।

আমর ইবনুল ‘আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)! ধন্য জীবন! বেশির ভাগ জীবন কেটেছে মুজাহিদ বেশে। জিহাদের ময়দানই যেন তার বালাখানা। এ কারণে জ্ঞান অর্জন বা চর্চার সময় ও সুযোগ তিনি কম পেয়েছেন। কুরআন পড়ে তিনি বিশেষ পুলক ও স্বাদ অনুভব করতেন।

বৈশিষ্ট্য! সে এক অনন্য মানুষ। বিরল দৃষ্টান্ত। সাহিত্য ও রসিকতায় পারদর্শী। সে যুগের তিনিই শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ, সুন্দর উপমা প্রয়োগ এবং কাব্য ও ভাবের অলংকরণ তার সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঈমানের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমর ইবনুল ‘আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ঈমান এনেছে।

## ‘জিপিএ-৫ মানেই কি সফলতা?’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯)*। অতএব, আত্মহত্যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

পরিশেষে এটাই বলতে চাই, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন শুধু জিপিএ-৫ না হয়। আমাদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। তবেই আমরা সফল হব, নতুবা আমরা যতই জ্ঞান অর্জন করি না কেন, তা কোনো কাজে আসবে না। আর যেখানেই যা পড়াশুনা করি না কেন, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন অবশ্যই করতে হবে। কারণ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন মুসলিম নারী-পুরুষ সবার জন্য আবশ্যক। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয’ *(ইবনু মাজাহ, হা/২২৪)*।

আল্লাহ আমাদের কথাগুলো বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

## যাকাত দাও

*-সাদিয়া আফরোজ*
*শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।*

যাকাত দাও রে যাকাত
হিসাব করে ভাই,
যাকাত না দিলে পরে
তুমি পবিত্র হবে না তাই।
খুশির আভা সবার মাঝে
বিলিয়ে দাও ভাই,
যাকাতের তাই টাকার হিসাব
কড়াকড়ি চাই।
সম্পদ পবিত্র করি ভাই
নিয়ম মেনে সব,
যাকাত দেওয়া ইসলামে যা
গরীব দুখীর হক্ব।
হালাল রূযী থেকে যাকাত
গরীব জনে দাও,
যাকাত দিয়ে প্রভুর হুকুম
পালন করে নাও।
তোমার যত সম্পদ আছে
যাকাত তার দিও,
ইয়াতীম মিসকীন হলে খুশি
দিল ভরে নিও।

## বিদায় ছিয়ামের মাস

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*
*মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।*

বিদায় নিল ফরয ছিয়াম ঈদের নতুন চাঁদে
জ্বালিয়ে পাপ ভস্ম করে ছুড়ল খাদে খাদে।
ঈদের চাঁদে খুশির ডালা অন্তরে দেয় ঢেলে
সকাল থেকেই ঈদগাহেতে ফুলের পাপড়ি মেলে।
ছিয়াম শেষে ঈদ নামিল সকল দেশে দেশে
হাসি খুশির ঢেউয়ের জোয়ার মিশল সাথে এসে।
পাপের বোঝা ধাক্কা খেয়ে অনেক দূরে সরে
রবের ভয়ে ছিয়াম রাখায় নেকীর খাতা ভরে।
পলক থেকেই নেকীর মাসটি হয়ে গেল হাওয়া
হিসাব কষি পুরো মাসের নেকী বদি পাওয়া।
হাজার পাখির কলরবে ঈদুল ফিতর মনে
তাক্বওয়াবান কেমন হলাম ভাবায় ক্ষণে ক্ষণে।

## ঈদের আকাশ

*-শাজাহান কবীর শান্ত*
*প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।*

ঈদের আকাশ লেপটে আছে
সরু বাঁকা চাঁদ,
সন্ধ্যা থেকে সবাই করে
কী খুশী আহ্লাদ!
খুশী খুশী মন
ঈদ এসেছে ডাকে পাখি
মাতিয়ে রাখে বন।
ছওম শেষে কমেছে কী
পাপে ভরা ঋণ,
সুখ বিলিয়ে দাওতো যাদের
দুখে কাটে দিন।

## গ্রীষ্মের ছুটি

*-আব্দুল বারী*
*নন্দীগ্রাম, বগুড়া।*

মোরা গ্রীষ্মের ছুটিতে আত্মীয়ের বাড়ি যাই,
বেড়াতে গিয়ে নানান খাবার পেট পুরে খাই।
সমবয়সী ছেলেদের সাথে করি ছোটাছুটি,
বেপরোয়া জীবন কাটাই এক সাথে জুটি।
এখানে-সেখানে যে চড়ি-পড়ি কত,
একসাথে খেলাধুলা করি মোরা যত।
আত্মীয়স্বজনের আদরে খুশিতে গদগদ,
রৌদ্রে ঘুরে গোসল করে গায়ে আসে জ্বর।
অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি যখনি,
মা-বাবার মুখে কত খাইরে বকুনি।
ছুটিতে যেন লেখাপড়ার না হয় কোনো ক্ষতি,
উপদেশ মোর রইল শিক্ষার্থীদের প্রতি।

## বাংলাদেশ সংবাদ

### দেশে বর্তমানে বেকার ২৬ লাখ ৩০ হাজার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) এক জরিপে জানানো হয়েছে, দেশে বেকার মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। ৫ বছর আগে এই হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ। সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের দেশে বর্তমানে ৭ কোটি ৭ লাখ ৮০ হাজার মানুষ কাজ করছে বলে জানানো হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২-এ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ২৬ লাখ ৩০ হাজার। ৫ বছর আগে দেশে বেকার ছিল ২৭ লাখ। অর্থাৎ গত ৫ বছরের ব্যবধানে দেশে বেকার কমেছে ৭০ হাজার। জরিপে শ্রমশক্তি হিসেবে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সপ্তাহে এক ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজ করার সুযোগ না পেলে তাকে বেকার হিসেবে ধরা হয়। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, এখন দেশে শ্রমশক্তিতে ৭ কোটি ৩৪ লাখ মানুষ আছেন। এর মধ্যে কাজে নিয়োজিত আছেন ৭ কোটি ৭ লাখ ৮০ হাজার মানুষ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেকারদের মধ্যে পুরুষ ১৬ লাখ ৯০ হাজার আর নারী ৯ লাখ ৪০ হাজার। পাঁচ বছর আগের চেয়ে নারীর বেকারত্ব কমেছে। বেড়েছে পুরুষের বেকারত্ব। ২০১৭ সালের জরিপে ১৪ লাখ পুরুষ বেকার ছিল। ওই সময় ১৩ লাখ নারী বেকার ছিল। এখন দেশে শ্রমশক্তিতে রয়েছে ৬১ শতাংশ, যা আগের জরিপে ছিল ৫৮ দশমিক ২ শতাংশ। বর্তমান শ্রমশক্তির মধ্যে ৪ কোটি ৩৫ লাখ পুরুষ এবং নারী ২ কোটি ৫৯ লাখ। অন্যদিকে শ্রমশক্তির বাইরে রয়েছে ৪ কোটি ৬৯ লাখ। এদের মধ্যে পুরুষ এক কোটি ২০ লাখ আর নারী তিন কোটি ৪৮ লাখ।

### সুখী দেশের তালিকায় পেছাল বাংলাদেশ

সুখী দেশের তালিকায় ১৩৭টি দেশের মধ্যে ১১৮তম অবস্থান দখল করেছে বাংলাদেশ অর্থাৎ সবচেয়ে অসুখী ২০ দেশের তালিকায় ঠাঁই নিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে এবারও সবচেয়ে সুখী দেশের জায়গা নিয়েছে ফিনল্যান্ড। এ নিয়ে পরপর ছয়বার দেশটি সুখী দেশের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করল। সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকার ১০টি দেশের নাম পর্যায়ক্রমে হলো ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইসরাঈল, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ ও নিউজিল্যান্ড। আন্তর্জাতিক সুখ দিবস উপলক্ষ্যে এই ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট-২০২৩ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। এবারের সুখী দেশের তালিকায় তলানিতে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান ও লেবাননের নাম। এ দুই দেশের পেছনেই আছে সিয়েরালিওন (১৩৫তম), জিম্বাবুয়ে (১৩৪তম), কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (১৩৩তম) ও বতসোয়ানা (১৩২তম)। গত বছরের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৪তম, ২০২১ সালে ১০১তম, ২০২০ সালে ১০৭তম এবং ২০১৯ সালে ছিল ১২৫তম অবস্থানে। প্রতিবেশী ভারত এ বছর ১২৬তম, পাকিস্তান ১০৮তম, শ্রীলঙ্কা ১১২তম এবং নেপাল ৭৮তম অবস্থানে রয়েছে। সুখী দেশের তালিকা করার সময় মানুষের সুখের নিজস্ব মূল্যায়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শূন্য থেকে ১০ সূচকে নম্বর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি প্রতিটি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত সুস্থতার অনুভূতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জিডিপি, প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যকর জীবন, উদারতা, দুর্নীতির মাত্রা এসবও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

## আন্তর্জাতিক বিশ্ব

### ৩০ বছরে স্পেনে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে ১০ গুণ

স্পেনে গত ৩০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ১০ গুণ বেড়েছে। স্পেনের ইসলামিক কমিশনের সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আজনা জানিয়েছেন, স্পেনে বসবাসকারী মুসলিম জনসংখ্যা গত ৩০ বছরে ১০ গুণ বেড়ে তা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে স্পেনে। আগে স্পেনের মুসলিম জনসংখ্যাকে পুরোপুরি অভিবাসী হিসেবে দেখা হতো। বর্তমানে স্পেনের নাগরিকদের মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তাদের মধ্যে ১০ লাখের বেশি মুসলিম স্পেনের নাগরিক রয়েছে। বর্তমানে স্পেনে ৫৩টি ইসলামিক ফেডারেশন রয়েছে, যারা মুসলিমদের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দিয়ে থাকে। তাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই হাজারের মতো মসজিদ আছে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী হলেও পুরো দেশে মাত্র ৪০টি কবরস্থান আছে। রামাযানের অনুষ্ঠানে স্থানীয় অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কমিউনিটির সব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

### সোমালিয়ায় খরায় ৪৩ হাজার মানুষের প্রাণহানি

সোমালিয়ার চলমান খরায় ২০২২ সালে প্রায় ৪৩,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেক ছিল পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। জাতিসংঘ বলছে, টানা পাঁচ বছর প্রয়োজনমতো বৃষ্টি না হওয়ায় সোমালিয়ার ১৭ মিলিয়ন

মানুষের অর্ধেকেরই জরুরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের নেতৃত্বে এ গবেষণা চালানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, মোট প্রাণহানির অর্ধেকই ৫ বছরের কম বয়সী শিশু। ২০১৭ ও ২০১৮ সালের চেয়েও খারাপ অবস্থা ধারণ করেছে ২০২২ সালে। ২০২৩ সালের শুরুতে মৃত্যুর হার আরো বাড়তে পারে বলেও জানানো হয় এ গবেষণায়।

## মুসলিম বিশ্ব

### মধ্যপ্রাচ্যে রামাযান মানে সস্তার মাস

রামাযান মাস ঘিরে বাংলাদেশের বাজারে মুনাফা লোটার প্রতিযোগিতা দেখা গেলেও মধ্যপ্রাচ্যে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো চিত্র। সুপার মার্কেট, চেইন শপ থেকে শুরু করে ছোট ছোট দোকানেও দেওয়া হয়েছে বিপুল মূল্যছাড়। ফলে খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে পোশাক, গৃহস্থালির সব ধরনের পণ্যই ভোক্তা কম মূল্যে কিনতে পারে এ মাসে। এ বছর রামাযান উপলক্ষ্যে ৯০০-এর বেশি পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়। এ পণ্যগুলো বিশেষ মূল্যছাড়ে বিক্রি চলবে রামাযান শেষ হওয়া পর্যন্ত। রামাযান উপলক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) অর্থ মন্ত্রণালয় ৫ হাজার খাদ্যপণ্যে ২৫ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে। ইউএইর পাঁচটি সুপার মার্কেট ও হাইপার মার্কেট রামাযান উপলক্ষ্যে ১০ হাজারের বেশি খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েছে। সেখানে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলে, কে ভোক্তাকে কত সুবিধা দিতে পারল। রামাযান উপলক্ষ্যে বাহরাইনেও বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। তারা প্রায় ২০০-এর অধিক খাদ্যপণ্যে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দিয়েছে। সঊদী আরবের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এ বছর রামাযানের আবশ্যকীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েছে। মূল্যস্ফীতির চাপে থাকা অন্যতম আরব দেশ মিসরেও রামাযানে দরিদ্র মানুষকে সুবিধা দিতে দেশটির সরকার চালু করেছে ‘আহলান রামাযান’ মার্কেট। যেখানে গোশত, আটা, ময়দা ইত্যাদি আবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে।

### রামাযানের সম্মানে সহস্রাধিক বন্দিকে মুক্তি দিল আমিরাত

পবিত্র এই মাস উপলক্ষ্যে এক হাজারেরও বেশি বন্দিকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে আরব আমিরাত। রামাযান মাস উপলক্ষ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মুহাম্মাদ বিন রশীদ দুবাইয়ের ৯৭১ বন্দি এবং ফুজাইরার শাসক শেখ হামাদ বিন মুহাম্মাদ আল শারকী আমিরাতের ১৫১ বন্দিকে মুক্তির নির্দেশ দেন। তা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পাওয়া বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। ক্ষমাপ্রাপ্ত এসব বন্দিকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র রামাযান মাসসহ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী উপলক্ষ্যেকে কেন্দ্র করে বন্দিদের ক্ষমা করা সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসকদের খুবই সাধারণ অভ্যাস। এর মাধ্যমে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের ভবিষ্যৎ নতুন করে গঠনের এবং সফল সামাজিক ও পেশাগত জীবনযাপনের পাশাপাশি নিজেদের পরিবার, সম্প্রদায়ের সেবায় ইতিবাচকভাবে অবদান রাখার সুযোগ দেয়।

## সাইন্স ওয়ার্ল্ড

### পৃথিবীতে কত পিঁপড়া আছে?

পৃথিবীতে যত পিঁপড়া রয়েছে, বিশেষ পদ্ধতিতে তার সংখ্যা গণনা করে ফেলেছেন একদল জীববিজ্ঞানী। তাদের মতে, এখন পর্যন্ত ১৫ হাজারের কিছু বেশি প্রজাতি এবং উপপ্রজাতির পিঁপড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যাটা কত? এবার পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দাদের সংখ্যা বের করলেন হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাদের মতে, প্রায় ২০ কোয়াড্রিলিয়ন (১ কোয়াড্রিলিয়ন=১ হাজার লাখ কোটি) পিঁপড়া রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। সংখ্যায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ২০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (২ এর পর ১৬টি শূন্য)। অর্থাৎ ২০ হাজার লাখ কোটি পিঁপড়া রয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় পিঁপড়ার সংখ্যা বিভিন্ন রকম। ক্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ গরম এলাকায় পিঁপড়ার সংখ্যা অন্যান্য এলাকার তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশি। বিশ্বে যত পিঁপড়া রয়েছে তার মোট ওযন এক হাজার ২০০ কোটি কিলোগ্রাম (৩০ লাখ হাতির ওযনের সমান)। পিঁপড়ার এই বিশ্ব মানচিত্র আমাদের ভূগোল এবং পিঁপড়ার বৈচিত্র্য চেনাতে আরও সাহায্য করবে। এ ছাড়াও পরিবেশগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পিঁপড়াদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাও বোঝা যাবে। (সিএনএন)

# সওয়াল-জওয়াব

## ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

### আক্বীদা

**প্রশ্ন (১) : প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই যদি জান্নাতে যায়, তাহলে তো ঈমান আনলেই যথেষ্ট হবে, আমল করার প্রয়োজন কি?**

-রুবেল ইসলাম
দিনাজপুর।

**উত্তর :** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকটে ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে আমল করার নাম। এই সংজ্ঞার মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে কাজে বাস্তবায়ন। সুতরাং যাদের অন্তরে ঈমান আছে কিন্তু কাজে বাস্তবায়ন করে না তারা পূর্ণ ঈমানদার নয়। তারা যদি কোনো গুনাহ করে এবং তওবা না করে বা মহান আল্লাহ ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে যতক্ষণ তাদের অন্তরে ঈমান আছে এবং মুখে স্বীকৃতি দিচ্ছে ততক্ষণ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। জাহান্নামে গেলেও মহান আল্লাহর দয়ায় প্রাপ্য শাস্তি শেষ হলে তারা জাহন্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে। সুতরাং প্রথমত আমরা আমল করব যেন সরাসরি জান্নাতে যেতে পারি। একদিনও এক সেকেন্ডের জন্যও জাহান্নামে যেতে না হয়। কেননা জাহান্নামের শাস্তি এত ভয়াবহ যে তার এক সেকেন্ড সহ্য করাও কল্পনার চেয়ে ভয়ংকর। দ্বিতীয়ত যারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে তাদেরকে জান্নাতে জাহান্নামীয়ূন নামে পরিচিত করানো হবে যা কখনোই তাদের মতো সম্মানিত নয় যারা প্রথম থেকেই জান্নাতে আছে। তৃতীয়ত জান্নাতের অনেক স্তর রয়েছে যা আমলের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। তথা যে যত আমল করবে গুনাহ থেকে বিরত থাকবে সে তত উঁচু জান্নাত পাবে। সুতরাং ইসলামে আমলের গুরুত্ব সীমাহীন ও অপরিসীম।

**প্রশ্ন (২) : যে ব্যক্তি মুতআ বিবাহকে হালাল মনে করবে, সে মুসলিম থাকবে, নাকি সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে?**

-শামীম রেজা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর :** মুতআ বিবাহ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে বিবাহ করা। ইসলামের প্রথম যুগে এই বিবাহ বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৬, ১৪০৭)। কোনো ব্যক্তি যদি মুতআ বিবাহকে হালাল মনে করে, তাহলে তাকে জানাতে হবে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে এটিকে হারাম করেছেন, তারপরও সে যদি কোনো সন্দেহের কারণে বা ব্যাখ্যা করে এটিকে জায়েয মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে (আল-মুগনী, ৯/৫৭)।

**প্রশ্ন (৩) : গণক ও জ্যোতিষীদের বইপত্র পড়া জায়েয হবে কি?**

-আশিকুর রহমান
পাবনা।

**উত্তর :** না, গণক ও জ্যোতিষীদের বইপত্র পড়া জায়েয নয়। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। আর তাদের বইপত্র পড়া হলো তাদেরকে জিজ্ঞেস করার মতোই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩০)। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে আর গণক যা বলে তা যদি সত্যায়ন করে, তাহলে সে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর কুফরী করে’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৯০৪; তিরমিযী, হা/১৩৫; ইবনু মাজাহ, হা/৯৩৬)। সুতরাং গণক ও জোতিষীদের বইপত্র পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

**প্রশ্ন (৪) : মিরাজের রাত্রিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তেমনভাবে তিনি কি আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন?**

-জাহাঙ্গীর আলম
ঢাকা।

**উত্তর :** না, মিরাজের রাত্রিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে দেখেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাচারী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, ‘দৃষ্টিসমূহ তাঁকে

আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত (আল-আনআম, ৬/১০৩; ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৫৫)। আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন, 'তিনি তো (আল্লাহ) নূর, তা আমি কী রূপে দেখব' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৮)।

**প্রশ্ন (৫) : মসজিদের এরিয়ার মধ্যে কবর থাকলে সেই মসজিদে কি ছালাত শুদ্ধ হবে? যদি ছালাত শুদ্ধ না হয় তাহলে উপায় কী?**

-নাজমুর রহমান নিশাত
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

**উত্তর :** যদি মসজিদের আগে থেকেই কবর থাকে এবং সেই কবরকে কেন্দ্র করেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেই মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে না। তাই সেই মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না, বরং সেই মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আর যদি মসজিদ কবরের আগে থেকেই থাকে, তাহলে আবশ্যক হলো সেই কবরকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। সেই মসজিদে এই শর্তে ছালাত শুদ্ধ হবে যে, কবর যেন মুছল্লীর সামনে না থাকে। কেননা নবী কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। নবী মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইয়াহূদী ও নাছারার ওপর লা'নত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৫-৪৩৬)। সুতরাং কবরকে মসজিদ থেকে অবশ্যই স্থানান্তর করতে হবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, ১২/৩৭৩; মাউসূআতুল আক্বীদা ফিল আলবানী, ২/২৭৬)।

**প্রশ্ন (৬) : আমাদের সমাজে অনেকেই রাশিচক্রের প্রভাব নিয়ে কথা বলে। তারা দাবী করে যে, এই রাশিচক্রের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জানা যায়। এই রাশিচক্রের কোনো প্রভাব আছে কি-না তা জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-মেহেদী হাসান
রাজশাহী।

**উত্তর :** না, রাশিচক্রের কোনো প্রভাব নেই। বরং অদৃশ্যের বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমানসমূহ ও যমীনে কেউ গায়েবের খবর জানে না' (আন-নামল, ২৭/৬৫)। আল্লাহ আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না। আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত' (লুকমান, ৩১/৩৪)। তাছাড়া কল্যাণকারী এবং অকল্যাণ প্রতিহতকারী একমাত্র আল্লাহই। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, রাশিচক্রের কোনো প্রভাব আছে, সে কুফরী করবে।

**প্রশ্ন (৭) : যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে, ইসলামে তাদের বিধান কী?**

-সোহেল রানা
বগুড়া।

**উত্তর :** তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী কাফের। কেননা ঈমানের ছয়টি রুকন রয়েছে, যেগুলোর ওপর ঈমান ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারবে না। এগুলোর কোনো একটির ওপর কেউ যদি ঈমান না আনে, তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। সেগুলোর অন্যতম একটি বিষয় হলো, তাক্বদীরের ওপর ঈমান আনা। যে ব্যক্তি তাক্বদীরকে অস্বীকার করে সে মূলত কুরআনের অগণিত আয়াতকে অস্বীকার করল। আর কুরআনের আয়াত অস্বীকার করা কুফুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি' (আল-ক্বামার, ৫৪/৪৯)। রাসূল বলেন, 'সে ব্যক্তি কখনো মুমিন হতে পারবে না, যে তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭০৩)। সুতরাং যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে তারা মুসলিম নয়।

## ছালাত

**প্রশ্ন (৮) : ইমামের পিছনে মুক্তাদী ছালাত আদায় করার সময়ে ইমাম আমীন বলার পরেও মুক্তাদীর ফাতিহা শেষ না হয় তাহলে তখন মুক্তাদী কী করবে? ইমামের সাথে আমীন বলবে না ফাতিহা শেষে আমীন বলবে?**

-ইজাজুল
যশোর।

**উত্তর :** জামাআতে ছালাত আদায় করলে ইমাম যে অবস্থায় থাকবে সেটাই আমল করবে। ইমাম যদি সূরা ফাতেহা আগে পড়ে নেয় তাহলে ইমামের সাথে সাথে আমীন বলতে হবে। নবী বলেছেন, 'ইমাম যখন আমীন বলেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন (বলা) ও

মালাইকাহর আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮০)। সুতরাং ইমামের সাথেই আমীন বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করাতে যতটুকু বাকী আছে তা পাঠ করে নেবে।

**প্রশ্ন (৯) : একাকী ছালাত আদায়ের সময় জাহরী ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ না করলে ছালাত হবে কি?**

-জামাল হোসেন
ফরিদপুর।

**উত্তর :** ছালাত হবে। তবে সরবে পড়াই সুন্নাত। রাতের জাহরী ছালাতগুলো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ও ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একাকী সরবে পড়তেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের ছালাতে কোনো কোনো সময় একটু উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত করতেন আবার কোনো কোনো সময় নিম্নস্বরে (আবূ দাঊদ, হা/১৩২৮)। তিনি উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে নিম্নস্বরে ও আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে উচ্চস্বরে ক্বিরআত পড়ার নির্দেশ দেন (আবূ দাঊদ, হা/১৩২৯)। সুতারং নীরবে কিরাআত করলেও ছালাত হবে, তবে সরবে কিরাআত করাই উত্তম।

**প্রশ্ন (১০) : সফরে মুসাফিরের জন্য কছর করা কি ফরয? কেউ যদি ইচ্ছাকৃত কছর না করে তবে কি সে গুনাহগার হবে?**

-ফজলে রাব্বী
ময়মনসিংহ।

**উত্তর :** না, কছর করা ফরয নয়। বরং সফর অবস্থায় কছরের বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা কছর করতেন। তাই কছর করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কছর হলো ছাদাক্বা, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য ছাদাক্বা করেছেন। সুতরাং তোমরা তার ছাদাক্বা গ্রহণ করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬)। আর আল্লাহর দেওয়া ছাড় গ্রহণ করাই উত্তম। কিন্তু কেউ কছর না করলে সে সুন্নাত পরিত্যাগ করল, তবে সে গুনাহগার হবে না।

**প্রশ্ন (১১) : কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে সে কি বাড়িতে ছালাত জমা ও কছর করতে পারবে?**

-রাশেদ আহমাদ
গাইবান্ধা।

**উত্তর :** অসুস্থ ব্যক্তিকে বাড়িতে সময়মত ছালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সময়মত ছালাত আদায় করতে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন (আন-নিসা, ৪/১০৩)। তবে কোনো সময় সম্ভব না হলে জমা করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভয় ও বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই মদীনাতে যোহর ও আছরের ছালাত একত্রে এবং মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/১২১১; তিরমিযী, হা/১৮৭; নাসাঈ, হা/৬০২)। তবে অসুস্থ ব্যক্তি বাড়িতে ক্বছর করতে পারবে না। কেননা ক্বছর শুধুমাত্র মুসাফিরের জন্য নির্দিষ্ট।

**প্রশ্ন (১২) : দাঁড়াতে পারে, রুকূ করতে পারে কিন্তু পা ভাজ করে বসতে পারে না এক্ষেত্রে কীভাবে ছালাত আদায় করা উচিত আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না?**

-নাজমুস সাকিব
সিলেট।

**উত্তর :** ছালাতের বেশ কিছু রুকন ও ওয়াজিব কাজ আছে যেগুলো কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন রুকূ করা, সিজদা করা সেই রুকনগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৩)। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ্বরোগ (পাইলস) ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে ছালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে। যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে ছালাত আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭, তিরমিযী, হা/৩৭২, আবূ দাঊদ, হা/৯৫২)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ তার শরীরের গতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করবে। সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে, না হলে বসে আর না হলে শুয়ে ছালাত আদায় করবে। তবে একেবারে নিরুপায় হলে চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করা যায়।

**প্রশ্ন (১৩) : ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে কি?**

-সাদিকুল ইসলাম
দিনাজপুর।

**উত্তর :** না, ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে না। এমনকি কোনো ক্বিরাআত, গযল, সঙ্গীত কিছুই বলা যাবে না। বরং প্রথমে ছালাত আদায় করতে হবে।

অতঃপর খুৎবা দিতে হবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং সেখানে প্রথমে যা করতেন তা হলো ছালাত। অতঃপর জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত, নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে যেতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪)। উল্লেখ্য যে, ঈদের ছালাতের পূর্বে খুৎবা দেওয়ার প্রচলন শুরু করেন মারওয়ান ইবনু হাকাম (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)। তখন প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার সেই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৫)। সুতরাং খুৎবার পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া চলবে না, বরং আগে ঈদের ছালাত আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন (১৪) : একই ইমাম ঈদের জামাআতে একাধিক বার ইমামতি করতে পারে কি? ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ কোনো আমল আছে কি?**

-জাহিদুল ইসলাম
রাজশাহী।

**উত্তর :** পৃথক ইমাম হওয়াই উচিত। তবে ছালাত পড়ানোর মতো যদি ইমাম পাওয়া না যায়, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে একই ইমাম একাধিক জামাআতে ইমামতি করতে পারবে। একই ইমাম একই ঈদের ছালাত একাধিক বার পড়িয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার ছাহাবীগণের কোনো আমল পাওয়া যায় না। তবে একই ছালাত একাধিকবার পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত। মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭১১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫)।

**প্রশ্ন (১৫) : মহিলারা পৃথকভাবে ঈদের জামাআত করতে পারবে কি?**

-হাসিবুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর :** পৃথকভাবে মহিলারা ঈদের জামাআত করতে পারবে না। বরং নারী-পুরুষ সকলেই ঈদগাহে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। কেবল ঋতুবতী মহিলাগণ খুৎবা ও দু'আয় শরীক হবে, ছালাত আদায় করবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫১)। তবে ঈদগাহে জায়গা না থাকলে মহিলারা পর্দার সাথে পৃথক ঈদের জামাআত করতে পারবে। তখন একজন পুরুষ ব্যক্তি তাদের ছালাত পড়িয়ে দিবে (ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৭-এর অনুচ্ছেদ-২৫ দ্র.)।

## জানাযা

**প্রশ্ন (১৬) : ছোট শিশু যদি মারা যায়, তাহলে তাকে কি গোসল করাতে হবে?**

-অপিক হাসান
ঢাকা।

**উত্তর :** হ্যাঁ, ছোট শিশুও মারা গেলে তাকে গোসল করাতে হবে। কোনো শিশু যদি জীবিত অবস্থাতে ভূমিষ্ট হয়ে কান্না করার পরে মারা যায়, তাহলে গোসল করানোর ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই (আল-মুগনী, ৩/৪৫৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বাহনে আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছনে পিছনে চলবে এবং পায়ে হাটা ব্যক্তি লাশের পিছনে, সামনে, ডানে বামে এবং সাথে সাথেও যেতে পারবে। অপূর্ণাঙ্গভাবে প্রসবিত বাচ্চার জানাযা পড়তে হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করতে হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৩১৮০; ইবনু মাজাহ, হা/১৪৮১)। এই হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গর্ভপাত হওয়া শিশুরও জানাযা পড়ার কথা বলেছেন, তাহলে ছোট শিশুদের গোসল দেওয়া ও জানাযা পড়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।

## যাকাত

**প্রশ্ন (১৭) : আমাদের সমাজে বিশেষ করে জালসার মাঠে মানুষজন প্রকাশ্যে দান করাকে বেশি পছন্দ করে। তারা চায় যে, সেখানে প্রকাশ্যে তাদের নাম ঘোষণা করা হোক। কিন্তু জনৈক আলেম গোপনে দান করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। এখন প্রশ্ন হলো গোপনে দান করার বিশেষ কোনো ফযীলত আছে কি?**

-হৃদয় হোসেন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর :** গোপনে দান করলে প্রকাশ্য দানের চেয়ে বেশি নেকী পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা

প্রকাশ্যে দান কর তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান কর তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম' (আল-বাক্বারা, ২/২৭১)। দ্বিতীয়ত, গোপনে দান করলে 'রিয়া' বা লৌকিকতা ও অহংকার থেকে মুক্ত থাকা যায়। তৃতীয়ত, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির লোককে তার বিশেষ ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না। ঐ সাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে অন্যতম হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে যার বাম হাতও বলতে পারে না যে তার ডান হাত কী খরচ করেছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১)।

**প্রশ্ন (১৮): শিশু ও পাগলের সম্পদে কি যাকাত ওয়াজিব হবে?**

-জাহিদুর রহমান
ঢাকা।

**উত্তর :** তাদের সম্পদে যাকাত আবশ্যক। কেননা যাকাত সম্পদের অধিকার। মালিক কে তা বিবেচ্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে ছাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (আত-তাওবাহ, ৯/১০৩)। এখানে আবশ্যকতার নির্দেশ সম্পদে করা হয়েছে, ব্যক্তির দিকে নয়। তাছাড়া মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়ামান প্রেরণ করে বলেছিলেন, 'তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫)। অতএব, এর ভিত্তিতে নাবালেগ ও পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক হবে। তাদের অভিভাবক হিসাবে যারা এসব সম্পদের দায়িত্ব পালন করে তারাই যাকাত বের করবেন (শারহুল মুমতে, ৬/২২)।

**প্রশ্ন (১৯) : আমি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, আলহামদুলিল্লাহ। আমি এখন যাকাত বের করতে চাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো এই যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করার কাজে সহযোগিতা করা। এখন আমার এই কাজ কি সঠিক হবে?**

-এনায়েন হোসেন
পাবনা।

**উত্তর :** না, যাকাতের টাকা মসজিদে দেওয়া সঠিক হবে না। কেননা যাকাতের জন্য আল্লাহ তাআলা যে আট শ্রেণির কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, সেটা ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা আয়াতে إِنَّمَا অব্যয় দ্বারা যাকাত প্রদানের খাতকে আট শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের আর এ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ইসলামের প্রতি তাদের (কাফেরদের) হৃদয় আকৃষ্ট করতে, ঋণ পরিশোধে, আল্লাহর পথে জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়' (আত-তাওবা, ৯/৬০)। এই আয়াতে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তা মসজিদ নির্মাণের কাজে খরচ করা জায়েয হবে না।

## ছিয়াম

**প্রশ্ন (২০) : রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম পালন করার আগে কি শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করতে পারবে?**

-মুনতাসিম আরাফাত
ঢাকা।

**উত্তর :** হ্যাঁ, রামাযানের ক্বাযা করার আগে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা যাবে। কেননা শাওয়াল মাস চলে গেলে আর শাওয়ালের ছিয়াম পালন করা যায় না। আর ক্বাযা ছিয়াম পালনের সময় থাকে পরের রামাযান পর্যন্ত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের রামযানের ছিয়াম বাকী থাকত, আমি তা (পরবর্তী) শা'বান ব্যতীত পূর্ণ করতে পারতাম না (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬)। তাই শাওয়ালের ছিয়াম পালনের পর অন্য মাসে ক্বাযা ছিয়াম পালন করা যাবে। সাধ্য থাকলে শাওয়াল মাসের মধ্যেই ক্বাযা ছিয়ামগুলো পালন করে বাকী দিনগুলোতে শাওয়ালের ছিয়াম রাখতে পারে।

**প্রশ্ন (২১) : আমি নিয়ত করেছি যে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পাশাপাশি এ বছর আমি ই'তিকাফ করব। এখন আমরা প্রশ্ন হল ই'তিকাফে বসার সময় শুরু হয় কখন?**

-আনছার আলী
নীলফামারী।

**উত্তর :** ২০ রামাযান ছিয়াম শেষ করে মাগরিবের পর ই'তিকাফে প্রবেশ করবে। কারণ শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর হতে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১২০)। আর ২১ তারিখ ফজর পর হতে ই'তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগূল থাকবে (ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১৭০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

**প্রশ্ন (২২) : সফর অবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ছিয়াম পালনের বিধান কী? মুসাফির ব্যক্তির জন্য ছিয়াম রাখাই ভালো নাকি ছিয়াম ছেড়ে দেওয়াই বেশি ভালো?**

-আলমগীর হোসেন
নায়ারণগঞ্জ।

**উত্তর :** সফর অবস্থাতে ছিয়াম রাখাতে যদি মুসাফির ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভবনা না থাকে তাহলে সফর অবস্থায় ছিয়াম রাখাই বেশি ভালো (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ২৫/২১৪; আল মাজমূ, ৬/২৭১)। হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সফরের অবস্থায় ছিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় ছিয়াম পালন করলে আমার কোনো গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ ছিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১২১)।

## হজ্জ

**প্রশ্ন (২৩) : আমি জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আমার প্রায় পাঁচ বিঘা জমি আছে। এই জমি থেকে আয় করার মাধ্যমেই আমার সংসার চলে। আর আমার পাঁচটি সন্তানও রয়েছে। জমি ছাড়া আমার অতিরিক্ত কোনো আয়ের উৎস নেই। এখন কি আমার জন্য হজ্জ করা আবশ্যক হবে?**

-আসাদুজ্জামান
যশোর।

**উত্তর :** শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয। যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় যাওয়া-আসার ভাড়া এবং ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য জরুরী খরচ বহনে সক্ষম এবং এ সময়ে পরিবারের কাছেও চলার মতো ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাকে হজ্জ করতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১১/৩০)। মানুষদের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য' (আলে ইমরান, ৩/৯৭)। সুতরাং উপর্যুক্ত শর্ত সাপেক্ষে জমি বিক্রি করে হলেও হজ্জ করা ফরয।

**প্রশ্ন (২৪) : হজ্জ ও উমরা করলে অভাবও দূর হয়, পাপও মাফ হয়। উক্ত বক্তব্য কি হাদীছ সম্মত?**

-আব্দুল গণী
ময়মনসিংহ।

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা হজ্জ ও উমরার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখ। কারণ এ দুটি দরিদ্রতা এবং পাপ উভয়ই দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। আর মাবরূর (কবুল) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত বৈ কিছুই নয়' (তিরমিযী, হা/৮১০, ১/১৬৭ পৃ.; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৫১২; নাসাঈ, হা/২৬৩১)।

## বিবাহ

**প্রশ্ন (২৫) : কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে তার কোন কোন অঙ্গ দেখা বৈধ হবে?**

-ইবরাহীম হোসেন
বরিশাল।

**উত্তর :** পাত্রী দেখতে গিয়ে বরের জন্য পাত্রীর চেহারা, হাত ও পায়ের পাতা দেখা বৈধ। অনেকে বলেছেন, মাথার চুল দেখাও যায়। তবে শর্ত হলো পাত্রীকে নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা বৈধ নয়; বরং তার সঙ্গে তার কোনো মাহরাম পুরুষ (বাপ-ভাই) অবশ্যই থাকতে হবে। পিতা-মাতার উচিত হবে না তাদের কোনো এক রুমে একাকী ছেড়ে দেওয়া। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা (মাহরাম) পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩৬)।

**প্রশ্ন (২৬) : জনৈক ব্যক্তি তার মেয়েকে এক ছেলের সাথে জোর করে বিবাহ দিতে চায়। এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান কী?**

-আমীর হোসেন
দিনাজপুর।

**উত্তর :** মেয়ে রাজি না থাকলে কারো সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া শরীআত সম্মত নয়। যেহেতু মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অকুমারীর পরামর্শ বা জবানী অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হলো চুপ থাকা' (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৯)। সুতরাং এমনটি করা সেই ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে না। আর যদি জোর করে বিবাহ দিয়েও দেয়, তাহলে বিবাহের পরে সেই বিবাহ বলবৎ রাখা বা না রাখার পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে সেই মেয়ের জন্য (আবূ দাঊদ, হা/২০৯৬)।

**প্রশ্ন (২৭) : বিয়ে পড়ানোর পর স্বামী-স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী কি মোহর পাওয়ার অধিকার রাখে?**

-কবির উদ্দিন
ময়মনসিংহ।

**উত্তর :** মোহর বাঁধা হলে অর্ধেক মোহর পাবে। বাঁধা না হলে কিছু খরচপত্র পাবে। আর তার কোনো ইদ্দত নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন, সে যদি মাফ করে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। অবশ্য তোমাদের মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতির (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৭)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীদের বিবাহ করার পর তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের কোনো পালনীয় ইদ্দত নেই। সুতরাং তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী প্রদান করো এবং সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করো' (আল-আহযাব, ৩৩/৪৯)।

**প্রশ্ন (২৮) : স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে কি প্রথম স্ত্রীর তালাক চাওয়া বৈধ, যদিও বৈধভাবে শরীআত সম্মত বিবাহ হয়?**

-আব্দুর রাযযাক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর :** শরীআতের শর্ত মেনে দুজনকেই সুখে রাখতে পারলে প্রথমার তালাক চাওয়া বৈধ নয়। যেমন দ্বিতীয়ার জন্যও বৈধ নয় প্রথমাকে তালাক দিতে স্বামীকে চাপ দেওয়া। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে, সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে' (আবূ দাঊদ, হা/২২২৬; তিরমিযী, হা/১১৮৭)।

**প্রশ্ন (২৯) : স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামী হঠাৎ মারা যায়। ঐ স্ত্রীকে কি ইদ্দত পালন করতে হবে? ঐ স্ত্রী কি তার ওয়ারিছ হবে?**

-হারুন উর রশীদ
টাঙ্গাইল।

**উত্তর :** যে তালাকে স্ত্রী ফেরতযোগ্য থাকে সেই (রজয়ী) তালাক পাওয়া অবস্থায় স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে এবং স্বামীর ওয়ারিছও হবে। কারণ সে পূর্বের মতোই স্ত্রী হিসেবে আছে (আত-তালাক, ৬৫/১)। পক্ষান্তরে বায়েন বা খোলা তালাক পাওয়ার ইদ্দতে অথবা ফাসখের ইদ্দতে থাকলে স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে না এবং সে স্বামীর ওয়ারিছও হবে না।

**প্রশ্ন (৩০) : যে মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার পরে ইদ্দত পালন অবস্থাতে আছে, সে মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যায় কি?**

-ইয়াহইয়া
কুমিল্লা।

**উত্তর :** ইদ্দতে থাকা বিধবাকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য আভাসে ইঙ্গিতে বিয়ের কথা জানানোতে কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আর তোমরা যদি আভাসে ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদের বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধি মতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাকে ভয় করো এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু (আল-বাক্বারা, ২/২৩৫)।

**প্রশ্ন (৩১) : স্ত্রী নিজ খেয়াল-খুশি মতো চলে, স্বামী বাধা দিলেও মানে না। এমতাবস্থায় স্বামী কি তাকে তালাক দিতে পারে?**

-কামরুল ইসলাম
মেহেরপুর।

**উত্তর :** এমতাবস্থায় তাকে বারবার উপদেশ দিতে হবে। তার শয্যা পৃথক করে দিতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কিছু শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর তাতেও সমাধান না হলে, উভয় পরিবার থেকে সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা পৃথক করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়, তবে তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত' (আন-নিসা, ৪/৩৪-৩৫)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে, যদি স্ত্রী তাতে সংশোধন না হয় তাহলে শরীআত সম্মত পদ্ধতিতে তাকে তালাক দিতে হবে।

**প্রশ্ন (৩২) : একটা মেয়ে স্বামীকে বিয়ের ৩ মাস পরেই তালাক দিয়ে বাবার বাড়িতে আসে। আবার ওই দিনেই আমার বাড়িতে আসে আমাকে বিয়ে করার দাবি জানায়,, আমি বিয়ে করতে না চাইলে বিভিন্ন চাপে পরে বিয়ে করতে হয়। এখন বিয়ে কি জায়েয হয়েছে? আর ওই মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না তাই তালাক দিতে চাচ্ছি সেটা কীভাবে দিব?**

- আবূ আজিম
খানসামা, দিনাজপুর ।

**উত্তর :** মেয়েরা কখনো স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। বরং খোলা নিতে পারে, যার ইদ্দত হলো এক মাস। তাই মেয়েটি যেই নিয়মে তার স্বামীকে তালাক দিয়েছে তা সঠিক হয়নি। এরপর অন্যের সাথে যে তার বিবাহ হয়েছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর নির্দিষ্ট কাল (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না' (আল-বাকারা, ২/২৩৫)। সুতরাং যেখানে আপনাদের বিবাহই হয়নি, সেখানে তো তালাকের কোনো প্রশ্নই উঠে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

## হালাল হারাম

**প্রশ্ন (৩৩) : আমার চাকরি করার যোগ্যতা আছে, কিন্তু সার্টিফিকেট নেই। নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে চাকরি নিতে পারি কি?**

-রোপন চৌধুরী
দিনাজপুর।

**উত্তর :** কাজের যোগ্যতা যেমন একটি যোগ্যতা, তদ্রূপ একাডেমিক যোগ্যতার প্রমাণপত্র সার্টিফিকেটও একটি যোগ্যতা। তাই একাডেমিক যোগ্যতার প্রমাণপত্র নকল করা মূলত জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার শামিল। যা সুস্পষ্ট হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। তাই নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে সেটা দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়।

**প্রশ্ন (৩৪) : পুরোনো কবরস্থানে মাটি ভরাট করে পুনরায় সেখানে লাশ দাফন করা যাবে কি?**

- ইসমাইল শেখ
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

**উত্তর :** আল্লাহ বনী আদমকে সম্মানিত করেছেন (আল ইসরা, ১৭/৭০)। তাই মানুষ জীবিত-মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতোই (পাপ)' (আবূ দাঊদ, হা/৩২০৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৬১৬)। তাই জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এক কবরের ওপর আরেকজনকে কবর দেওয়া অথবা কবরের ওপরে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা কিংবা তার ওপরে বসা জায়েয নয়। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭০)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কারো কবরের উপর বসার চেয়ে আগুনের ফুলকির উপর বসে পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে গিয়ে সেই আগুন শরীরের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া অধিক উত্তম' (আবূ দাঊদ, হা/৩২২৮)। তবে যদি কবর অনেক পুরাতন হয়ে যায় এবং কবর কিংবা মৃত ব্যক্তির কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এমন স্থান ভরাট করে আবার নতুন করে কবর দেওয়া অথবা সেই যমিন আবাদ করা অথবা তার ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করাতে কোনো সমস্যা নেই (আল-মাজমূ, ৫/২৭৩; আল-মুগনী, ২/১৯৪)।

**প্রশ্ন (৩৫) : আমার বড় ভাই বিদেশ যাওয়ার সময় তার জন্য আমার বাবা জমি বিক্রি করে ইউরোপে পাঠান। তারপর আমার বাবা মারা যান। আমরা দুই ভাই, তিন বোন। এখন বড় ভাইয়ের কাছে সবাই জমি দাবি করছে, আর ভাইয়ের টাকাও আছে। এই দাবিতে ইসলাম কী বলে?**

-সাইফুল ইসলাম
দাম্মাম, সৌদি আরব।

**উত্তর :** কোনো ব্যক্তির একাধিক সন্তান থাকলে কোনো এক সন্তানকে কিছু দেওয়া ততক্ষণ জায়েয নয়, যতক্ষণ না তারা সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়। নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না, তিনি বললেন, 'তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো'। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)। সন্তানদেরকে রাজী না করেই এভাবে এক সন্তানকে দান করা আপনার বাবার ঠিক হয়নি। এখন আপনার সেই ভাইয়ের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে তার উচিত হবে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া এবং সে যতটুকু পাবে ততটুকু গ্রহণ করা উচিত।

**প্রশ্ন (৩৬) : ব্যাংকে জমা রাখা টাকার উপর যে সূদ হয় এই সূদের টাকা কোনো মাদরাসায় দান করা যাবে কি?**

-নাসির উদ্দিন
নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১।

**উত্তর :** সূদ সম্পূর্ণভাবে হারাম (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহীতা, দাতা, তার লেখক ও সাক্ষ্যদাতার প্রতি লা'নত করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। তাই ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সূদ ব্যক্তির সম্পদ নয়। বরং তার উপর বোঝা স্বরূপ। যা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরী। তাই সেই অর্থ নেকীর আশা ব্যতীত মাদরাসাসহ যেকোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১৪/২৭)। তবে মসজিদে দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা মসজিদ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত পবিত্র স্থান। স্মর্তব্য, এর মাধ্যমে নেকীর আশা রাখা যাবে না। কেননা হারাম সম্পদের দান আল্লাহ কবুল করেন না (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)।

**প্রশ্ন (৩৭) : হারাম মাল দিয়ে যদি কেউ মসজিদ বানায় তা কি জায়েয হবে?**

-ওয়াকার ইউনুস
সৈয়দপুর নীলফামারী।

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ ইবাদতের পবিত্র স্থান। তাই মসজিদ আবাদ করবে মুমিন-মুত্তাকী বান্দাগণ (আত-তাওবা, ৯/১৮)। হারাম অর্থ দিয়ে মসজিদ সুন্দর ও চাকচিক্য করার কোনোই প্রয়োজন নেই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ ছিল খেজুর পাতা দিয়ে নির্মিত। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে কর্দমাক্ত হয়ে যেত। কিন্তু ঈমানে-আমলে সেই লোকগুলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাছাড়া মক্কার মুশরিকরা যখন কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ করে, তখন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা হালাল অর্থ ছাড়া কোনো হারাম অর্থ তাতে কাজে লাগায়নি। এমনকি হালাল অর্থের সঙ্কট দেখা দিলে তারা মসজিদের সীমানা কমিয়ে দিয়েছিল। তথাপি হারাম অর্থ মিশ্রণ করেনি। তাই দায়িত্বশীলদের সচেতন থাকতে হবে মসজিদে হারাম অর্থ নয়। বরং হালাল অর্থ দিয়েই নির্মাণ করতে হবে। তবে কেউ যদি মসজিদে হারাম অর্থ দান করে ফেলে তাতে দানকারী কোনো নেকী পাবে না, কিন্তু তাতে ছালাত হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন (৩৮) : পূর্ব চুক্তি ছাড়া ঋণ পরিশোধের সময় অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিলে তা কি সূদ বলে গণ্য হবে?**

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

**উত্তর :** না, পূর্ব চুক্তি ছাড়াই ঋণ পরিশোধের সময় অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিলে তা সূদ বলে গণ্য হবে না। বরং এমনটি করা ভালো কাজ। আবূ রাফে রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নেন। এরপর তার নিকট ছাদাকার উট আসে। তিনি আবূ রাফে রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে সে ব্যক্তির উটের ধার শোধ করার আদেশ দান করেন। আবূ রাফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এসে জানালেন যে, ছাদাকার উটের মধ্যে আমি সেরূপ দেখছি না,

তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উট আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা সে ব্যক্তিই উত্তম যে ধার পরিশোধে উত্তম' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০০)।

**প্রশ্ন (৩৯) : আমার প্রশ্ন হলো শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকা যাবে কি? এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান কী?**

-মোঃ মেহেদি হাসান
গাজীপুর।

**উত্তর :** সম্মানের জন্য শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মা ডাকা নিষেধ নয়। বরং এটি উত্তম শিষ্টাচারের প্রমাণ। পবিত্র কুরআনে জন্মদাত্রী মা ছাড়া অন্য মহিলাকে 'মা' বলার কথা এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে মুমিনদের মা বলা হয়েছে (আল-আহযাব, ৩৩/৬)। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ জননী না হয়েও মুমিনদের মা। অন্যদিকে প্রকৃত সন্তান না হয়েও মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে 'হে আমার সন্তান!' বলে সম্বোধন করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫১)। অতএব শ্বশুর-শাশুড়িকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকাতে কোনো দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে 'বাবা' বলতে নিষেধ সংক্রান্ত হাদীছগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজের পিতাকে অস্বীকার করে অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া কিংবা বংশপরিচয় পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে নিজের বাবার নাম উল্লেখ না করে অন্যের নাম উল্লেখ করা হারাম। আর যেহেতু শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মা ডাকার দ্বারা বংশপরিচয় গোপন হয় না, তাই শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মা বলে আহ্বান করাতে কোনো সমস্যা নেই।

**প্রশ্ন (৪০) : আমরা জানি যে, এশার ছালাত আদায়ের পরপরই ঘুমানোর কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কি রাত জেগে পড়াশোনা করাও নিষেধ?**

-সোহানুর রহমান
রংপুর।

**উত্তর :** এশার ছালাতের পর বিনা প্রয়োজনে বা অকল্যাণকর কাজে জেগে থাকা ঠিক নয়। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪)। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ও কল্যাণকর কাজে কথা বলা যায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনে ও কল্যাণকর কাজে এশার ছালাতের পর কথা বলেছেন মর্মে একাধিক হাদীছ পাওয়া যায়। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। (সেদিন) তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত মসজিদে আসলেন না। তিনি এসে আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় বসে থাক'। তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি বললেন, 'অন্যান্য লোক ছালাত আদায় করে বিছানায় চলে গেছে। আর জেনে রেখ, তোমরা যতক্ষণ ছালাতের অপেক্ষায় ছিলে, ততক্ষণ তোমরা ছালাতেই ছিলে। আমি যদি বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থদের দিকে লক্ষ্য না রাখতাম তাহলে সর্বদা এ ছালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করে আদায় করতাম' (আবূ দাঊদ, হা/৪২২; নাসাঈ, হা/৫৩৮)। সুতরাং রাত জেগে পড়াশোনা করাসহ কল্যাণকর কাজে জেগে থাকাতে কোনো সমস্যা নাই।

**প্রশ্ন (৪১) : ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা যাবে কি?**

-আনোয়ার হোসেন
রাজশাহী।

**উত্তর :** কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন) তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার আকর্ষণ কমিয়ে দেয় ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়' (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৭১)। তবে কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনেই কবর যিয়ারত করার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাতে প্রমাণিত নয়। তাই এমন আমল করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নাই তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। সুতরাং শুধু ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে কবর যিয়ারত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**প্রশ্ন (৪২) : আমাদের সমাজে হজ্জ করলে 'হাজী' বা 'আলহাজ্জ' বলা হয়। এমনকি কাউকে আলহাজ্জ না বললে সে মন খারাপ করে। এখন আমার প্রশ্ন হলো তাহলে নিয়মিত ছালাত আদায়কারীকে 'মুছল্লী' বলা যাবে কি?**

-আরিফুল ইসলাম
কিশোরগঞ্জ।

**উত্তর :** কোনো ব্যক্তি যদি মনে মনে তার ইবাদতের বাহ্যিক স্বীকৃতির প্রত্যাশা করে এমনকি কেউ তাকে সেই ইবাদতের দিকে সম্বন্ধ করে না ডাকলে মন খারাপ করে, তাহলে বুঝতে হবে সে অন্তরে যশ-খ্যাতি ও লৌকিকতা লালন করে। এমন

ব্যক্তিকে উক্ত আমলের কারণেই জাহান্নামে যেতে হবে।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন, যে শহীদ হয়েছিল। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন ক্বারী। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছে। তুমি বরং এজন্যে তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫)। তাই কাউকে 'হাজী' 'আলহাজ্জ' 'মুছল্লী' 'ছালাতী' যাকাতী' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা যাবে না।

**প্রশ্ন (৪৩) : কতদূর সফর করলে একজন মহিলার মাহরামের প্রয়োজন হবে?**

-রাকিবুল হাসান
পাবনা।

**উত্তর :** সফরের দূরত্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণের কথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখ নেই। তবে যে পরিমাণ দূরত্বে সফর করলে সাধারণত মানুষ সেটাকে সফর ভাবে, সে পরিমাণ দূরত্বে কোনো নারীর জন্য মাহরাম ব্যতীত একাকী সফর করা বৈধ নয়। কিংবা নিরাপদ নয় এমন পথ হলেই মাহরাম সাথে থাকতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মহিলা যেন তার মাহরাম ব্যতীত এক দিন ও এক রাতের পথ সফর না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৭-৮৮; ছহীহ ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৯)।

**প্রশ্ন (৪৪) : কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্টের হিসাবরক্ষক হিসাবে চাকরি করলে কোনো পাপ হবে কি?**

-রিপন হোসেন
বগুড়া।

**উত্তর :** হ্যাঁ, সূদ ভিত্তিক যেকোনো প্রতিষ্ঠানের যেকোনো পদে কাজ কারলেই পাপ হবে। সূদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো স্তরের চাকরি করা যাবে না। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন, 'তারা সবাই (পাপে) সমান' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। তাই এমন চাকরি বর্জন করা একান্ত জরুরী।

**প্রশ্ন (৪৫) : আমি পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। আমার প্রশ্ন হলো পান চাষ করা কি হালাল?**

-শরীফুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তর :** মুআমালাত তথা লেনদেন ও দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যেগুলোর হারাম হওয়ার দলীল আছে সেগুলো ছাড়া বাকী সবকিছু হালাল। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 'আর তিনি তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করে দিয়েছেন' (আল-আন'আম, ৬/১১৯)। পান হারাম হওয়ার বিষয়ে যেহেতু কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি এবং স্বতন্ত্রভাবে পানের মধ্যে কোনো মাদকতা নেই, তাই পান চাষ করাতে কোনো বাধা নেই।

**প্রশ্ন (৪৬) : সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে অন্য দেশ থেকে মোবাইল এনে বাংলাদেশে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ ধরনের (চোরাই ব্যবসা) হালাল হবে কি?**

-হুমায়ুন কবির
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**উত্তর :** সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে অন্য দেশ থেকে চোরাই পথে মোবাইল এনে ব্যবসা করলে তা হালাল হবে না। কেননা তা আমানতের খেয়ানত। এই চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ ও জনগণের ক্ষতি হয়, অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। এমন সকল কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

## দণ্ডবিধি

**প্রশ্ন (৪৭) : জনৈক ব্যক্তি তার ছেলের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এখন তাদের উভয়ের বিধান কী হবে?**

-ফয়জুল ইসলাম
নওগাঁ।

**উত্তর :** যিনা-ব্যভিচার শরীআতে স্পষ্ট হারাম এবং তা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এ ধরনের বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের ব্যাপারে শারঈ বিধান হলো, রজম করা বা পাথর মেরে হত্যা করা। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন। তারপর আমরাও রজম করেছি। আর রজমের বিধান আল্লাহর কিতাবের মাঝে চূড়ান্ত সত্য, ঐ সমস্ত পুরুষ ও নারীর উপর, যারা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করে। আর যখন তা প্রমাণ সাপেক্ষ হয় অথবা গর্ভধারিণী হয় অথবা স্বীকারোক্তি দেয় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯১)। তবে এ দণ্ডবিধি কার্যকরের দায়িত্ব দেশের সরকারী প্রশাসনের। যদি তারা তা না করে অথবা অবহেলা করে, তাহলে এর পাপ তাদের উপর বর্তাবে।

## মীরাছ

**প্রশ্ন (৪৮) : কোনো মহিলা তার স্বামীর থেকে তালাক হওয়ার পরে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সেখানে তার কয়েকটা সন্তান হয়। কিন্তু আগের স্বামীর পক্ষ থেকেও তার সন্তান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই মহিলা মারা গেলে কি আগের স্বামীর পক্ষের সন্তানরা তার মীরাছ পাবে?**

-তানভীর
ঢাকা।

**উত্তর :** হ্যাঁ, আগের স্বামীর সন্তানরাও তার মীরাছ পাবে। কেননা আগের স্বামীর সাথে তার সংসার থাক বা না থাক, তার অন্যত্র বিবাহ হোক বা না হোক আগের স্বামীর সন্তানদের সে সবসময়ই মা। মাতৃত্ব থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। আর যেই সন্তানদের সে মা, সেই সন্তানরা তার মীরাছ পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের (স্ত্রীদের) কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; অছিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর' (আন-নিসা, ৪/১২)। এখানে তাদের সন্তানের মধ্যে আগের স্বামীর সন্তানরাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আগের স্বামীর সন্তানরাও সেই মহিলার মীরাছ পাবে।

**প্রশ্ন (৪৯) : জনৈক ব্যক্তির শুধু দুই মেয়ে আছে। তিনি কি তার সম্পদসমূহ মেয়েদের নামে লিখে দিতে পারবেন?**

-মকবুল শেখ
বরিশাল।

**উত্তর :** না, কোনো ব্যক্তি তার সকল সম্পদ কন্যাদেরকে লিখে দিতে পারবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত করা যাবে না। যেহেতু দুই কন্যা, তাই তারা পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। বাকী অংশ আছাবাদের মাঝে বণ্টন হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই দুই এর অধিক হয়, তবে তাদের জন্য ঐ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ প্রাপ্য; যা রেখে তারা মারা গেছে। আর যদি একজন হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক প্রাপ্য (আন-নিসা, ৪/১১)। সুতরাং এমন কাজ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

## আদব

**প্রশ্ন (৫০) : কেউ কারো জন্য দু‘আ করলে ফেরেশতাগণ ঐ দু‘আকারীর জন্য দু‘আ করেন। এর প্রমাণে কোনো ছহীহ হাদীছ আছে কি?**

-সজীব আহমেদ
জামালপুর।

**উত্তর :** হ্যাঁ, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি অপর মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু‘আ করে তাহলে ফেরেশতাগণ ঐ দু‘আকারীর জন্য অনুরূপ দু‘আ করেন। আবূ দারদা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্ল-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু‘আ করলে একজন ফেরেশতা তার জবাবে বলে ‘আর তোমার জন্যও অনুরূপ’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯১২)।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ,
জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ
বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

# ম্যাংগো এক্সপ্রেস

MANGO EXPRESS

## নিরাপদ ফল, সুস্থ জীবন

### আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্‌

সম্মানিত দ্বীনি ভাই/বোন

ম্যাংগো এক্সপ্রেস দীর্ঘ ৮ বছর যাবৎ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একেবারে ফ্রেশ আম সরবরাহ করে আসছে। আমের মৌসুম সমাগত। প্রতি বছর মে-জুন-জুলাই এই তিন মাস আমরা রাজধানী ঢাকায় হোম ডেলিভারিসহ দেশের বিভিন্ন জেলা সদরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিরাপদ আম সরবরাহ করে থাকি।

### আমাদের আম কেন খাবেন?

- আমের রাজধানী রাজশাহীতে আমাদের জন্মস্থান। গত ৮ বছরে আম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভালো মানের আম চেনা ও সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের, আলহামদুলিল্লাহ।
- আম পাড়ার কমপক্ষে ১০ দিন আগে থেকে বাগানে কোনো স্প্রে করা হয় না।
- আমরা কোনো প্রকার পাকা আম সরবরাহ করি না। বরং বাগান থেকে একেবারে পরিপক্ব আম পেড়ে কাস্টমারদের কাছে পাঠানো হয় যা ২/১ দিন পর পাকা শুরু করে।
- সব সময় প্লাস্টিক ক্যারেটে আম সরবরাহ করে থাকি। তাই আমের কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি আম ২/৩ দিন ক্যারেটের ভিতর থাকলেও কিচ্ছু হবে না ইনশাআল্লাহ।

### হোম ডেলিভারি:

- পুরো ঢাকা শহরে পিকআপে করে আম ডেলিভারি দেয়া হয়।
- পেইমেন্ট: ক্যাশ অন ডেলিভারি।
- কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগে না।

১০০% ফরমালিন মুক্ত

### কুরিয়ার:

- যারা ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে আম নিবেন, জেলা ভিত্তিক কুরিয়ার চার্জ আরোপিত হবে।
- কুরিয়ারে জেলা সদর ছাড়া উপজেলা কিংবা অন্য কোথাও আম পাঠানো যায় না।

### কখন কোন জাতের আম পাবেন

| আমের জাত | যেখান থেকে আসবে | ডেলিভারি | আমের জাত | যেখান থেকে আসবে | ডেলিভারি |
|---|---|---|---|---|---|
| হিমসাগর | সাতক্ষীরা | ১৫-২০ মে | আমরুপালি | নওগাঁ | ৫-৮ জুলাই |
| গোপালভোগ | রাজশাহী | ২৫-২৮ মে | ফজলি | চাঁপাই-রাজশাহী | ১০-১৫ জুলাই |
| আমরুপালি | খাগড়াছড়ি | ২৯-৩১ মে | আমরুপালি ও বারি-৪ | নওগাঁ | ১৫-২০ জুলাই |
| হিমসাগর | চাঁপাই-রাজশাহী | ৭-১০ জুন | রাঙ্গুই | খাগড়াছড়ি | ২০-২৫ জুলাই |
| ল্যাংড়া ও হিমসাগর | চাঁপাই-রাজশাহী | ১৪-১৬ জুন | গৌড়মতি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ | ১০-১৫ আগস্ট |
| আমরুপালি | খাগড়াছড়ি | ২০-২২ জুন | | | |

— আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে আম ও লিচু পাকার সময় আগে-পিছে হতে পারে।

### ঠিকানা:

**ঢাকা**
ম্যাংগো এক্সপ্রেস
৫০ কাটাসুর, মিল্ক হাট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

**রাজশাহী**
ম্যাংগো এক্সপ্রেস
আম চত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬০০০

### হটলাইন:

হোয়াটসঅ্যাপ:
০১৭১২৬২৪৩৯৩

### আম/লিচুর অর্ডার যেভাবে করবেন:

- হোয়াটস অ্যাপ, মেসেঞ্জার কিংবা সরাসরি কল করে আমের অর্ডার করতে পারবেন।
- আমের অর্ডার ন্যূনতম ২০ কেজি। ক্যারেটের ওজন বাদ দিয়ে প্রতি ক্যারেটে ২০ কেজির কিছু বেশি আম থাকবে।
- কমপক্ষে ২০০ পিস লিচুর অর্ডার করতে হবে।

Monthly Al-Itisam الاعتصام 7th Year, 7th Part, May 2023, Price : 30.00


# মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত

MADRASAH TARBIATUL BANAAT

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও ইসলামী জ্ঞানার্জনসহ আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

মহিলা মাদরাসা

## হিফয ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

আবাসিক ▪ অনাবাসিক ▪ ডে-কেয়ার

ছাত্রী ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
(মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া সংলগ্ন ইবনে সিনা গলি)

০১৭১৩ ৮৬৩৪৯০, ০১৮৫৯ ৫৫৩৩৫৫



BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
# খলিশা ফুলের মধু

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু